প্রতিদিন

২২ ডিসেম্বর ২০২৪

রবিবার

চ্যাম্পিয়ন

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

সোনায় মোড়া
বড়দিন,
জমিয়ে হবে শপিং!
২০ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹৩০০+₹৭৫* ছাড়! (মজুরিতে)
গ্রহরত্নে ১০%** ছাড়!
হিরের গয়নায় ৫০% পর্যন্ত ছাড়! (মজুরিতে)
কস্টিউম গয়নায় ২০%* পর্যন্ত ছাড়!
প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার!
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট ১০% ছাড়!
২০,০০০ টাকার কেনাকাটায় পান ৫০০ টাকার গিফ্ট ভাউচার
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ
Google Play
App Store
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
Gifty
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩৩৪২৭২
কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
কাঁথি - ওয়ার্ড নং - ২০, দেশপ্রাণ রোড, জলাল খাঁ বাড়, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১, ফোন: ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২
আসানসোল - পায়েল মাল্টিপ্লাজা (আসানসোল রেল গেটের বিপরীতে), ফোন: ৬২৯২২ ৯৭৫১১
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোন শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ। anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers। আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/1224

Gits®
SINCE 1963

আমরা আছি
বাঙলার ঘরে ঘরে...।।

/gitsfood

www.gitsfood.com

আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

স্টেশন রোড, সোদপুর ▪ Ph : 2583-6149 / 2523-5588

E-mail : adircpl@gmail.com

For Online Shopping

CALL US AT
9830117563 | 7003384398

VISIT AT
www.adireadymadecentre.net

FOLLOW US ON

সূচিপত্র

২২ ডিসেম্বর ২০২৪

সংবাদ প্রতিদিন

রোববার

জন্মদিন সংখ্যা

এবার মলাট

চ্যাম্পিয়ন

প্রথমে
১০

তফাত করে দিল মানসিকতা
দিব্যেন্দু বড়ুয়া
১২

কোহলির পাশেই রাখব গুকেশকে
প্যাডি আপটন
১৪

সূর্যর যাত্রাপথে
অর্পণ গুপ্ত
১৮

দশে দশ
অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়
২২

বিজেতার ব্যাকবোন
রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়
২৮

রোবটদর্শন
সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪

৬ অ কিঞ্চিৎ
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

৩৮ কথা অমৃত সমান
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

৪৬ ছবি লিখি
প্রণবেশ মাইতি

৪৮ অ্যানিম্যাল কিংডম
শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য

রোববারের ক্রমশ
৫২ উদ্বাসিত মান্দাস
ব্রাত্য বসু

রোববারের মেগা
৫৬ যে লেখে সে আমি নয়
শ্রীজাত

৫৮ আসা যাওয়ার মাঝে
ভাস্কর লেট

প্রচ্ছদ শান্তনু দে

টি ম রো ব বা র

নীলাঞ্জনা বোস,
রিংকা চক্রবর্তী,
রাজু সরদার,
সোহিনী সেন, তিতাস,
বিদ্যুৎ রায়,
শান্তনু দে,
আশিস চট্টোপাধ্যায়,
প্রবীর চৌধুরী,
দেবাঞ্জন নন্দী,
শ্যামল মজুমদার,
সঞ্জয় দাস

সহযোগী সম্পাদক
ভাস্কর লেট

সম্পাদক
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ প্রতিদিন-এর
সঙ্গে বিনামূল্যে

magazine.robbar.in

প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

অ কিঞ্চিৎ

‘রোববার’ বিশ্বাস রাখে ধারাবাহিকতায়। একটা বিশেষ দিন ঘিরে মোমবাতি, রাংতা প্যাকেটের হুল্লোড় নয়, এই বেঁচে থাকা সবদিনের। নতুন প্রজন্মকে হেঁকে বলি, মোবাইলের পর্দা ভীষণ উজ্জ্বল— কিন্তু গন্ধ নেই যে তার। নতুন বই দু’হাতে নাও, ঘ্রাণ নাও, পাতা কুড়াও।

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

‘রোববার’-এর দেড় যুগ। সভ্যতার দেড় ব্যাটারি। এককথায় বলতে গেলে এটুকুই। পথ চলা, হোঁচট খাওয়া, আবার উঠে দাঁড়ানো, ফের চরৈবেতি। প্রতি বছর আসা জন্মদিন কতটা ঋদ্ধ করে আমাদের? কতটা সঠিক পথে চলার, সত্যি কথা বলার উপহাররাজি দিয়ে যায় আমাদের? মাত্র একটা দিনের উৎসব না কি সারা বছরের অর্জিত ফসল?

রোববার বিশ্বাস রাখে ধারাবাহিকতায়, একদিনের স্ফুলিঙ্গ নয়। একটা বিশেষ দিন, তাকে ঘিরে যতটা মোমবাতি কিংবা রাংতা প্যাকেটের হুল্লোড়, আসলে বেঁচে থাকা কিন্তু সবদিনের। একটা ম্যাচে যে জেতে সে শুধুই বিজয়ী, কিন্তু সারা জীবনের বাজি যে জেতে— সে চ্যাম্পিয়ন। এই দেড় যুগের পথ চলার পথটা বড় একটা মসৃণ ছিল না। ছিল রাজনীতির পট-পরিবর্তন, সমাজজীবনের

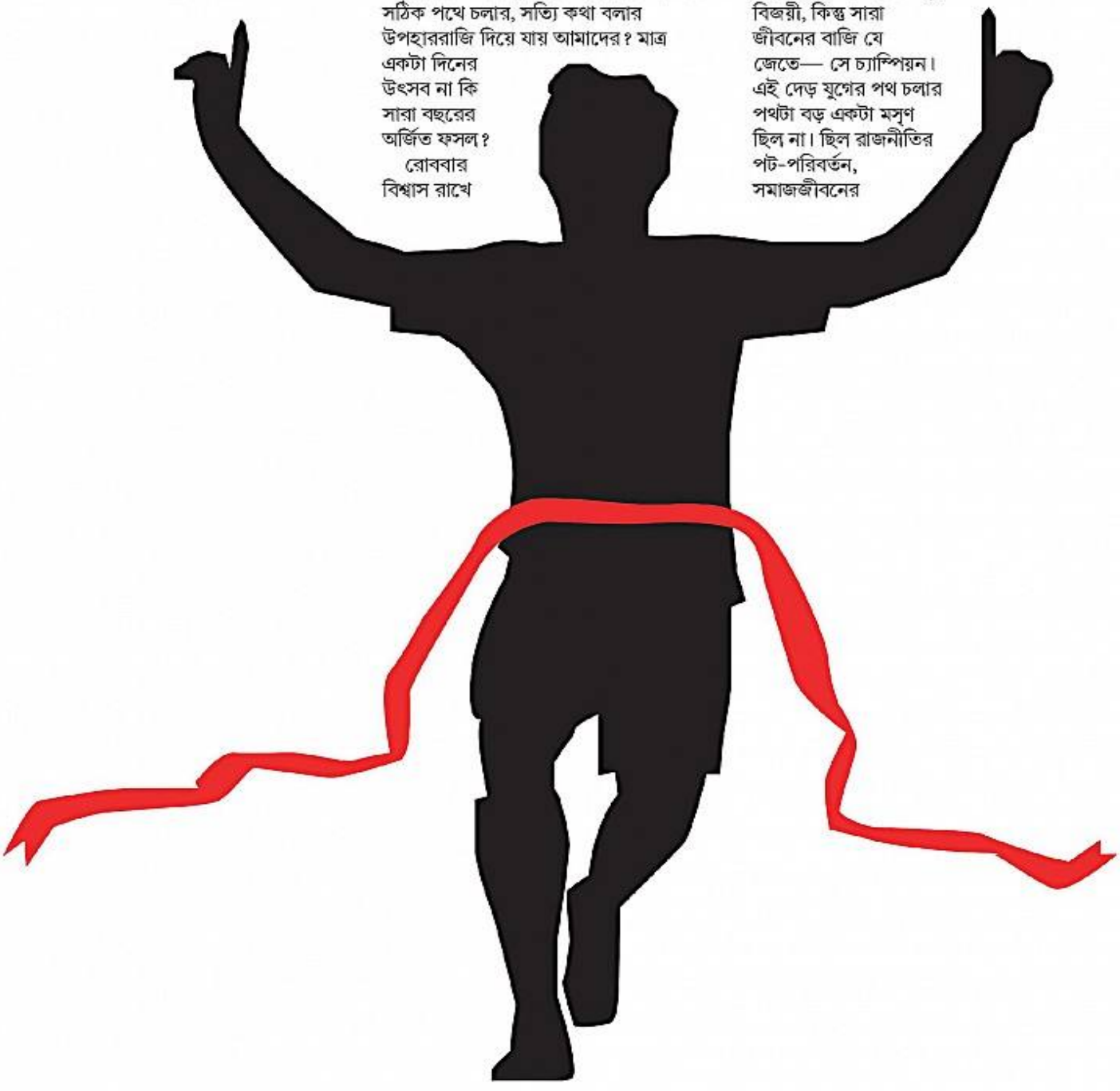

Enduring Value

SUNRISE®
PURE

যেমন দারুণ স্বাদ
তেমনি রান্নাও
সহজ!

সানরাইজ®
চিকেন কারি মশলা
যুগ যুগ জিও

সৃজনশীল পরিবেশনা। সার্ভিং সাজেশান

ছাপাই অক্ষরের সবচেয়ে জটিল এক সময়ে রোববার চাল দিচ্ছে নিজের ঘুঁটি সাঁজিয়ে। খেলা সহজ নয়। তবু সে সেরা লড়াইটা দেবে। গুকেশ যেমন ১৮, কী আশ্চর্য, রোববারও তাই! নড়বড়ে পিচ-এ, যত অসমানই বল আসুক, যত প্রতিকূলতাই লাফাক-ঝাঁপাক— প্রতিষ্ঠার জমি সহজে ছাড়বে না সে।

অপ্রত্যাশিত বদল, ভ্যালু সিস্টেমের ডিভ্যালুয়েশন, পুঁথি পড়ার অভ্যাসক্ষয়।

রোববারের প্রারম্ভেও যা ছিল শখের ভিস্যুয়াল, সেই চলমান চিত্রময়তা এখন নিত্যসময়ের সঙ্গী। বাঙালির রিল্‌স না দেখলে ভাত হজম হয় না, নিউজ সকলে দেখে টিভির পর্দায়, এডিটোরিয়াল পড়া সেকেলে এবং মতামত সবই বেশ জোরালো এবং ফেসবুকসর্বস্ব। এই নুন আনতে পান্তা সবজান্তা এক সময়ে দাঁড়িয়ে রোববার বৈঠা চালিয়ে যাচ্ছে চালু স্রোতের বিপরীতে। প্রিন্ট নামক সম্ভ্রান্ত অট্টালিকার গায়ে এখন সময়ের আঁচড়, প্রাগৈতিহাসিক বটের ঝুরি। একটু একটু করে কাগজেরা মরে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ভবিতব্য। পড়ার অভ্যাসটি বদল ঘটবে। রোজকার হেডলাইন, রোববারের ফিচার পড়লে তবেই সুখী দিবানিদ্রা মিলবে, এ ধারণাও পানসে প্রায়।

নতুন প্রজন্ম খবর পড়ে না, দেখে। সামনে টিভি না থাকলে, মোবাইলে। খবরকে সে পকেটে পুরেছে বহুদিন। এমন এক আপত সংকটকালে আমরা ঘরে ঘরে রোববারের রাস্তার আলো জ্বেলে যাই। গোয়েন্দার মতো উদ্ধার করে চলি কিডন্যাপ হওয়া পাঠককে। নতুন প্রজন্মকে হেঁকে বলি, মোবাইলের পর্দা ভীষণ উজ্জ্বল— কিন্তু গন্ধ নেই যে তার। নতুন বই দু'হাতে নাও, ঘ্রাণ নাও, পাতা কুড়াও। একদিন করতলে রাখা অক্ষর সমূহে আপনিও মিশে যাবেন হঠাৎ। বলার চেষ্টা করি, নতুন সে তো নতুনই কিন্তু পুরনো অভ্যাসের চকদালানও আর যে মিলবে না কখনও। তারও সংরক্ষণ প্রয়োজন, ভালবাসা প্রয়োজন।

গুকেশকে আমরা মাথায় তুলে যেমন নাচব, তেমনই আবার নতুন করে শিরোপা চড়াব আনন্দের মাথায়। দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে নিয়ে হইহই করব, সূর্যশেখরকে নিয়েও। কোনেরু হাম্পি, হরিকা দ্রোণাবল্লি ডাকব একই মঞ্চে। সবাই পাশে এসে দাঁড়ালে তবে ১৮ বছরের স্পর্ধাকে চিহ্নিত করা যাবে। চ্যাম্পিয়ন হুট করে হয় না কেউ, তার প্রস্তুতির সিঁড়িগুলোকেও চিনতে হয়।

ছাপাই অক্ষরের সবচেয়ে জটিল এক সময় রোববার চাল দিচ্ছে নিজের ঘুঁটি সাঁজিয়ে। খেলা সহজ নয়। তবু সে সেরা লড়াইটা দেবে। গুকেশ যেমন ১৮, কী আশ্চর্য, রোববারও তাই! নড়বড়ে পিচ-এ, যত অসমানই বল আসুক, যত প্রতিকূলতাই লাফাক-ঝাঁপাক— প্রতিষ্ঠার জমি সহজে ছাড়বে না সে। ভাল পিচে কিংবা সহজ চালের প্রতিপক্ষকে যে হারায়, তাকে বিজয়ী বলে। কিন্তু ওই যে বলেছি, নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে এক অবাধ চলাচল যে পারে— সেই আসল চ্যাম্পিয়ন। জিতে যাওয়ার অভ্যেস বজায় রাখুক রোববার— বরাবরের মতো।

অলংকরণ শান্তনু দে

রোববারের জন্মদিনে শুভেচ্ছা

RENE

www.reneindia.com

Rene Tower | Mani Square | City Centre-II | Diamond Plaza
NSCBI Airport (Kolkata) International Departure
Star Mall (Madhyamgram)

9230518936

আলোর ফুলকি

'সত্যি বলছি— দাবার এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের আসর নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই! কাউকে আঘাত করে বলছি না কথাগুলি। কিন্তু কেন থাকবে আগ্রহ— সেটা বলতে পারেন? এখানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে খুঁজছি আমরা, ভাল কথা, অথচ ম্যাগনাস কার্লসেন খেলছে না! সে তো পয়লা নম্বর। অথচ, যদি গুকেশ বা লিরেনের স্টেটাস দেখি, ওরা তো পয়লা নম্বরের ধারেকাছে নেই। তাই এটাকে আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ বলব না, বলব, ফিডের ছাতার তলায় অনুষ্ঠিতব্য একটা কুলীন টুর্নামেন্ট!'

বক্তা গ্যারি কাসপারভ।

তখনও শুরু হয়নি গুকেশের সঙ্গে ডিংয়ের লড়াই। কিন্তু কাসপারভ বোমা ফাটিয়ে বসলেন! তাঁর কোনও গরজ নেই চ্যাম্পিয়ন-সন্ধানের এই সিরিজে। 'ফিডে'-র সঙ্গে তাঁর অসদ্ভাবের গল্প বহু পুরনো, কিন্তু এরপরেও কাসপারভের অন্য যুক্তিটিকে ফেলে দেওয়া যাচ্ছিল না। বিশ্বের একনম্বর খেলছে না যেখানে, সেখানে কী করে এই প্রতিযোগিতাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা দেওয়া যায়? কিন্তু এ-ও তো ঠিক, ম্যাগনাস, বিশ্বের একনম্বর, নিজেই সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তাহলে ফিডে কী করবে? ম্যাগনাস খেলছেন না বলে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নের লড়াই থেমে থাকবে চিরদিনের জন্য? হয়?

এরপর ডি. গুকেশ নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল— বিশ্বের 'কনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হওয়ার, বিশ্বনাথন আনন্দর পরে দেশকে ফের দাবার শীর্ষে প্রতিষ্ঠা করার, তা পূর্ণ হল। কিন্তু ১৪ গেমের সিরিজ যখন চলছিল, তখনই 'লেজেন্ড' বলে কথিত দাবাড়ুরা নানা তির্যক মন্তব্য করছিলেন গুকেশ ও ডিংয়ের খেলা দেখতে-দেখতে। এত বড় মাপের মঞ্চে গুকেশরা এমন বালখিল্য ভুল করছেন কী করে? এই যোগ্যতা নিয়ে এঁরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবেন? এরকম ছিল মনোভাব। তাই ভয় ছিলই। গুকেশকে এবার না আক্রমণ করে বসেন কাসপারভ স্বয়ং! আগে থেকেই তাঁর বীতরাগ আছে। ঠোঁটকাটা বলেও সুখ্যাত তিনি। তায়, গুকেশ 'কনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হয়েছেন আবার কাসপারভকেই সিংহাসন চ্যুত করে!

যথারীতি 'ভাইরাল' হল কাসপারভের টুইট। আর, সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন: গুকেশ ফাটিয়ে দিয়েছে। ডিংকেও অভিনন্দন, দারুণ ফাইট করার জন্য। আর ভুলচুকের কথা যখন উঠছে, তখন বলি, আজ অবধি কোন্ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর, বা কোন্ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ভুল-ত্রুটির অধীনে থাকেনি!

কাসপারভের মনের চলাচলকে নির্ভুল বুঝতে পারা কঠিন বটে, কিন্তু এই যে মন্তব্যটি করে তিনি ক্রীড়ার সঙ্গে ভুলের, ভুলের সঙ্গে সাফল্যের, সাফল্যের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন নির্মাণের পরিসরটিকে তুলে ধরলেন— তা ঐতিহাসিক বয়ান হয়ে থাকবে। চ্যাম্পিয়নও ভুল করে, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন সে-ই, যে, ভুলকে অতিক্রম করতে জানে, আর চূড়ান্ত সাফল্যেও থাকে মাটির কাছাকাছি।

সব খেলার এ-ই এক শর্ত। সব চ্যাম্পিয়নের কাছে এটুকুই চাওয়া। দাবা থেকে ফরমুলা ওয়ান, ফুটবল থেকে বক্সিং— নানা শাখার চ্যাম্পিয়নদের আখ্যান আমরা তুলে আনতে চাইলাম— শুষে নিলাম উদ্দীপনা, আনন্দ, প্রেরণা। গাছের বীজ যেমন ছড়িয়ে যায়, নতুন গাছের জন্ম দেয়, তেমনই চ্যাম্পিয়নের ভ্রূণকেও নির্বাপিত করা যায় না, বহু দিন ঘুমন্ত থেকেও তা ফের জেগে ওঠে, মশালের মতো দাউ দাউ জ্বলে। আমরা সেই আলোর ফুলকি দেখে পথ হাঁটি। মানষের মৃত্যুর পরেও তাই 'মানব' রয়ে যায়, চ্যাম্পিয়নদের গল্প 'ভাইরাল' হয়।

দুলালের® তালমিছরি

সাবধান !
তালমিছরির শিশির
লেবেলে অবশ্যই
দুলালের
তালমিছরি
লেখা দেখে
তবেই কিনুন

PRASA-24

দুলালের® তালমিছরি

৪, দত্তপাড়া লেন,
কলকাতা–৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ২২১৮ ০৫৪৩

dulals.palmcandy@gmail.com

গুকেশ সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল, এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট— ওর প্রিপারেশন ছিল মারাত্মক। কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলন না-থাকলে এমন ড্র হতে চলা ম্যাচ বের করা খুব কঠিন।

তফাত করে দিল মানসিকতা

দিব্যেন্দু বড়ুয়া

নাম শুনেছিলাম আগেই, তবে গুকেশের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ ছিল না। সেটা হল গত চেস অলিম্পিয়াডে। ভীষণ নম্র, ভদ্র, ওবিডিয়েন্ট। আর মারাত্মক ফোকাস্‌ড। মিতভাষী, শান্ত স্বভাবের। আদ্যন্ত সিরিয়াস ছেলে।

গুকেশ যে দাবায় 'সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হল, এর থেকে থেকে একটা কথা পরিষ্কার— ওর প্রিপারেশন ছিল মারাত্মক। এবং অবশ্যই ডিং লিরেনের চেয়ে ভাল। হলফ করে বলা যায় তা। কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলন না-থাকলে এমন ড্র হতে চলা ম্যাচ বের করা আনা খুব সহজ নয়। ও যে এতখানি আক্রমণাত্মক অ্যাটিটিউড ও ঝুঁকি নিয়ে খেলতে পেরেছে, তার অন্যতম কারণ ওর বয়স। এতটা 'ইয়াং' বলেই ওর টেনাসিটিও বেশি। আর, আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছে ওর ফোকাস— কোনও বিচ্যুতি নেই।

'ফোকাস'-এ ফোকাস।
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ট্রফি হাতে ডি. গুকেশ

১৪টি ম্যাচের প্রথমটায় হেরে গেল। আবার, ফাইনাল ম্যাচ জিতে নিল। কতখানি মনের জোর থাকলে শেষে এমন বাজিমাত করা যায়! এত কমবয়সি হয়েও যে ধরনের ম্যাচিওরিটি গুকেশ দেখাল, তা কল্পনাতীত! এই একটা রাউন্ডে পিছিয়ে যাচ্ছে, তো আবার কখনও দুটো রাউন্ডে এগিয়ে থাকছে— উত্তেজনা ও মানসিক চাপ যেভাবে সামলে নিল, সত্যিই প্রশংসনীয়। যদিও ওর জেতা নিয়ে দাবামহলে নানা সমালোচনা হচ্ছে। ম্যাগনাস, নাকামুরা, ক্রামনিকের মতো বড় বড় গ্র্যান্ডমাস্টার নানা মন্তব্য করছেন। তবে আমি মনে করি— এটা পুরোটাই ওঁদের ব্যক্তিগত মতামত।

এ-কথা ঠিক যে, ডিং লিরেনের তরফে কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল, যা আমাদের প্রায় প্রত্যেকের চোখেই পড়েছে। বিশেষত, ১৪তম গেমে, খেলার একবারে শেষদিকে, যে-ভুল ডিং করে ফেলে, তা নিশ্চিতভাবেই 'ব্লান্ডার'। একজন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নের কাছ থেকে এমন ভুল আশা করা যায় না। কিন্তু হারজিতের মতো, ভুলভ্রান্তিও তো খেলার অংশ। সেই মুহূর্তে কার কীরকম মানসিক পরিস্থিতি ছিল, তা তো আমরা বাইরে থেকে বসে জাজ করতে পারি না। উচিত ও নয়। আমরা শুধু উদ্‌যাপন করতে পারি, গুকেশের জয়।

কানে শোনার নতুন অনুভূতি

AI Technology

কানের মেশিনের সাথে

SHROBONEE শ্রবনী®

Your Hearing-Aid Specialist

সকল কানের মেশিন ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের **সম্পূর্ণ বিনামূল্যে**

AI Technology কানের মেশিনের Trial এবং কানে শোনার পরীক্ষা করা হবে

This Offer valid till 20th January, 2025 (অগ্রিম বুকিং আবশ্যক)

কোলকাতা ঃ • শ্যামবাজার • টালা পোষ্ট অফিস • টালিগঞ্জ | জেলাঃ • নিউটাউন • বনগাঁ • বসিরহাট • হাবরা • মল্লিক ফটক(হাওড়া) • কোন্নগর • আরামবাগ • তারকেশ্বর • ডায়মন্ড হারবার • আসানসোল • তমলুক • কাটোয়া • সালার • রামপুরহাট • রঘুনাথপুর(পুরুলিয়া) • কৃষ্ণনগর • ধানবাদ • শিলিগুড়ি

: 98300 74043 / 90883 66638

visit **www.shrobonee.com | www.calcuttahearing.com**

সাড়ে তিনশো ক্রীড়াবিদের সান্নিধ্যে এসেছেন সুপারস্টার মনোবিদ। মনে করেন, ব্যক্তিগত গুণাবলিই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্তিম নিক্তি। ডি. গুকেশ অবশ্যই আসবেন তাঁর 'বেস্ট ফাইভ'-এর তালিকায়। কথায় বোরিয়া মজুমদার।

কোহলির পাশেই রাখব গুকেশকে

প্যাডি আপটন

২০১১ সালে, যেবার ভারত ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতে, উনি 'টিম ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে ছিলেন। প্যারিস অলিম্পিকসে হকিতে ভারতের মেডেলজয়ী সাফল্যেও জড়িয়েছে তাঁর নাম। আর, এই মুহূর্তে উনি দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ দোম্মারাজুর মনোবিদের ভূমিকা পালন করে আবারও খবরের শিরোনামে। ভারতীয় ক্রীড়াজগতে প্যাডি আপটনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্বপ্নপূরণের যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন গুকেশ

'টিম গুকেশ'-এর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর ওকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কীভাবে এগিয়েছিলেন?

প্যাডি আপটন ছ'-মাসের একটু বেশিই হবে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। প্রতি সপ্তাহে মোটামুটি দেড় ঘণ্টা মতো কথা হত আমাদের। গুকেশ যাতে মানসিকভাবে সম্ভাব্য সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারে, সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার ছিল।

কিছু সহজ বিষয় ওর মনে গেঁথে দিতে চাইতাম। যেমন— কোনও ম্যাচে যখন ও একটু পিছিয়ে পড়বে, তখন কীভাবে কামব্যাক করতে হবে। মানসিকভাবে অত বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন কীভাবে হবে। কিংবা ও এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে পড়া প্রতিপক্ষ আতর্কিতে ম্যাচের গ্রিপ ধরে নিলে, সেসব চাল কীভাবে ওকে প্রভাবিত করবে না। বা ধরুন, মানসিকভাবে পুরোপুরি ধৈর্যচ্যুত হয়ে একপ্রকার হালছাড়া অবস্থায় থাকলেও বোর্ডে কোনটা 'সেরা চাল' হতে পারে— এসব খুঁটিনাটি নিয়ে কথা হত। অনেকেই তখন গুকেশকে 'ফেভারিট' বলে ধরে নিয়েছে। আমরা এই ভাবনাচিন্তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতাম; সচেতনভাবেই। একপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে গুকেশ যাতে সমস্ত পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে, সেই বিষয়টায় জোর দিতে। এখন তো পরিষ্কার, এভাবে ওকে তৈরি করাটা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে।

বিশ্বনাথন আনন্দ ম্যাচটা শেষ হওয়ার পর-পরই আমাকে বলেন, গুকেশের চারিত্রিক দৃঢ়তাই ওকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট- ফোনঃ 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোনঃ 8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোনঃ 7044088408, **বেহালাঃ** 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোনঃ 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোনঃ 7044062000, **বর্ধমানঃ** মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোনঃ 8101707778
কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোনঃ 8373052387, **বারাসাতঃ** হরিতলা মোড় - ফোনঃ 7044050137
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোনঃ 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোনঃ 81700 11506
কাঁথিঃ সেরপুর এতোয়ারিবার, শ্রীহরি কমপ্লেক্স, ফোনঃ 9046931513

শিরোপা এনে দিয়েছে। যখন সবাই মনে করছে ম্যাচ 'ড্র' হবে, তখনও গুকেশ হাল ছাড়েনি।

প্যাডি আপটন সেভাবে দাবা দেখা হয় না আমার। তবে, সেদিন আমি কয়েকজন দর্শকের মধ্যে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি, ওঁদের উত্তেজনা ও উন্মাদনা কেমন যেন কমে এল! ততক্ষণে দর্শকাসন খালি হতে শুরু করেছে। আমি তো বুঝতেই পারিনি হলটা কী!

একে-তাকে জিজ্ঞেস করছি, কী হয়েছে। তখন একজন আমাকে জানালেন, ডিং মস্ত কিছু একটা ভুল করে বসে আছে। আর, গুকেশ প্রায় ম্যাচ জেতার পথে। গুকেশ দমে যাওয়ার পাত্র নয় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। গোত্তা মেরে লেগে ছিল। এবং এই পুরোটাই প্ল্যানমাফিক করেছে। এরকম একটা পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে— সেটা ধরে নিয়েই কিন্তু আমরা প্রস্তুতি চালিয়েছি।

খেয়াল করে থাকবেন আশা করি, কয়েকটা গেম, গুকেশ 'ড্র' হতে দেয়নি। খেলাকে একটা ফয়সালার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে ক্রমাগত। অনেকে তো খেলার মাঝে বারবার জিজ্ঞেসই করে উঠছিলেন— ও কেন এরকম করছে! আর কিছুই না, এটা ছিল ডিং-কে ধৈর্যচ্যুত করে তোলার ফিকির। যতক্ষণ ওকে বোর্ডে আটকে রাখা যায় আর কী। ডিং ধৈর্য হারিয়ে ফেলেই ভুলটা করল। বিশ্বনাথন আনন্দ ঠিকই ধরেছেন, গুকেশের চারিত্রিক দৃঢ়তা, ওর অ্যাটিটিউড-ই ওকে সকলের মধ্যে আলাদা করে তুলেছে।

গত দু'-দশক ধরে নামকরা ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন আপনি। সেই তুল্যমূল্যে কীভাবে বিচার করবেন গুকেশকে?

প্যাডি আপটন সাড়ে তিনশোর বেশি বিখ্যাত খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে এসেছি গত দু'-দশকে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, গুকেশকে 'বেস্ট অফ দ্য ফাইভ'-এ রাখব। বিরাট কোহলি, রাহুল দ্রাবিড়ের তালিকাতেই। দেখুন, আমার কাছে ব্যাপারটা 'সেরা ক্রীড়াবিদ' বা কোনও পদকজয়ী হওয়ার নয়। যাঁরা অলিম্পিকসে পদক জিতছেন, বা কোনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব— তাঁরা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত খেলোয়াড়। বড় কোনও জয়ের পরও যদি কেউ শিকড়চ্যুত না-হন, তাঁর পা মাটিতেই থাকে, কিংবা কেউ যদি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেও বিনয়ী ও নম্র থাকেন, তখনই তিনি আসল 'চ্যাম্পিয়ন'। অর্থাৎ, মানুষ হিসেবে সেই ব্যক্তি কেমন, সেটাই তাঁর 'চ্যাম্পিয়ন' হওয়ার অন্তিম নিক্তি। এবং এখানেই গুকেশ জিতে গিয়েছে। জেতার পর প্রেস কনফারেন্সে গুকেশের বলা কথা এবং ওর আচরণ নম্রতার অন্যতম পাঠ ও নিদর্শন হয়ে রয়ে যাবে। একজন ক্রীড়াবিদের কী আচরণ হওয়া উচিত— তা দ্রষ্টব্য হয়ে থেকে যাবে। ডিং-কে নিয়ে ও দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছে। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। নিজের কথা প্রায় বলেইনি। এটাকেই তো মহত্ত্ব বলব!

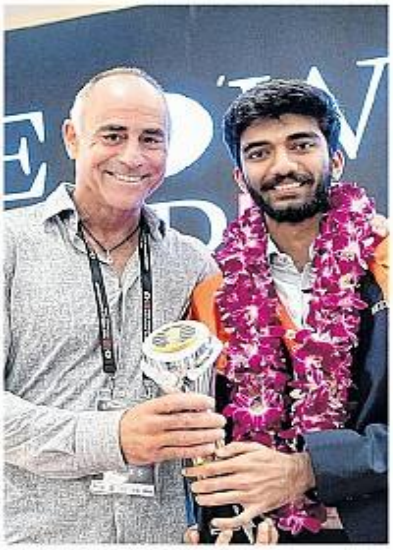

প্যাডি আপটনের সঙ্গে গুকেশ দোম্মারাজু

সেদিন আমি কয়েকজন দর্শকের মধ্যে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি, ওঁদের উত্তেজনা ও উন্মাদনা কেমন যেন কমে এল! ততক্ষণে দর্শকাসন খালি হতে শুরু করেছে। আমি তো বুঝতেই পারিনি হলটা কী! একে-তাকে জিজ্ঞেস করছি, কী হয়েছে। তখন একজন আমাকে জানালেন, ডিং মস্ত কিছু একটা ভুল করে বসে আছে। আর, গুকেশ প্রায় ম্যাচ জেতার পথে।

১২তম গেমের শেষ দিকে সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছন আপনি। এত দেরি করার পিছনে কি নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছিল? সেই আসার নেপথ্যে কি ডিংয়ের প্রত্যাবর্তন?

প্যাডি আপটন একেবারেই নয়। আমি তো আগেই বলেছি, তাবড় খেলোয়াড়রা কীভাবে হারতে-হারতেও খেলায় ফিরে আসে, আমরা তো সেই পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছি। আমি জানতাম, গুকেশ এরকম যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। ও যে খাদের কিনার থেকেও ফিরে এসে শেষ দুটো গেমে একেবারে চমকে দেবে, সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত ছিলাম আমি। স্বপ্নপূরণের যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল ও। আমার কাজ শুধু ছিল তাতে সিলমোহর দিয়ে নিশ্চিত করা। ফাইনাল ম্যাচের আগে শেষ বিশ্রামের দিনও আমাদের অনেক কথা হয়। তবে বিশেষ কিছু না। 'পূর্বকথন' বলা যায় আর কী! এই জায়গায় পৌঁছতে ও কী কী করেছে, ভবিষ্যতে সেই জায়গা ধরে রাখতে ওকে কী-কী করতে হবে, কীভাবে সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলোকে উপভোগ করবে, কীভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্ত উদ্‌যাপন করবে— এসবই। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সিঙ্গাপুরের ফ্লাইটটা যে আমি অবশেষে নিয়েছি, এবং ইতিহাসের অংশীদার হতে পেরেছি— তার জন্য আমি শুধু খুশিই না, গর্বিতও।

কীভাবে উদ্‌যাপন করলেন এই জয়?

প্যাডি আপটন বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু গুকেশের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেই ম্যাচের পরই! ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, কারণ আমার খালি মনে হত— ওকে অনেক দিন ধরে চিনি।

সেলিব্রেশন প্রসঙ্গে আসি। খুব বেশি কিছু করিনি। আমরা আটজন ডিনারে গিয়েছিলাম। প্রায় রাত দুটো পর্যন্ত আড্ডা হল। গুকেশ নিরামিষাশী। এবং সবাই মিলে আমরা সাকুল্যে তিন বোতল বিয়ারও খেয়ে উঠতে পারিনি! অতএব বুঝতেই পারছেন, কতটা সাদামাঠা ছিল সেই উদ্‌যাপন। থাই খাবার খেয়েছিলাম খুব তৃপ্তি ভরে।

এত দিনের সমস্ত পরিশ্রম অবশেষে সফল হল। এটুকু বলব যে, কোনও প্রশংসাই গুকেশের জন্য যথেষ্ট নয়। ভারতীয় ক্রীড়াজগতের জন্য এটা নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা মুহূর্ত।

TECHNO INDIA DAMA
HEALTHCARE & MEDICAL CENTRE

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE
NABH
CERTIFIED

Embracing the Technology of the Future

Neuro Microscope

Cath Lab

Orthopaedic Robot

OUR SERVICES

INDOOR SERVICES

- 24 x 7 Modern Dialysis Unit With Sero +ve cases.
- New Palliative Care Unit.
- Well Equipped ICU with Negative Pressure Isolation Room.
- Modular OTs with Laminar Air Flow.
- Finest Level IH NICU.

ALLIED SERVICES

- GERIATRIC CLINIC
- KNEE PAIN CLINIC
- DIABETIC CLINIC
- HYPERTENSION CLINIC
- PALLIATIVE & PAIN CLINIC
- Health Checkups

24 HRS SERVICES

- EMERGENCY
- DIALYSIS
- CT SCAN & X-RAY
- PATHOLOGY LAB
- PHARMACY
- AMBULANCE

LB-10, Sector-III, Salt Lake, Near Chingrighata Crossing (On Service Road), Kolkata 700 106
Phone: 033-61234567 / 6292191312 (M) Email: contact.technodama@gmail.com Website: www.technoindiahealth.com

অন্ধ্রপ্রদেশের গুকেশ দোম্মারাজু এবং বাংলার সূর্যশেখর গাঙ্গুলির জীবনকে মুখোমুখি দাঁড় করালে যেন অবিকল একই ছাঁচের আদল দৃশ্যমান হয়। সে-ছাঁচে মিশে দু'টি অবয়ব— অদম্য জেদ-ইচ্ছাশক্তি ও পরিবারের সমর্থন।

সূর্যর যাত্রাপথে

অর্পণ গুপ্ত

গুকেশ দোম্মারাজু দাবার ইতিহাসে 'কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হওয়ার পর তাঁর বহু সাক্ষাৎকার ঘুরে বেড়াচ্ছে সংবাদমাধ্যমে। তেমনই একটি সাক্ষাৎকারে দেখলাম তিনি বলছেন— তাঁর বাবা ও মায়ের কথা। বাবা একজন চিকিৎসক, কিন্তু ছেলের দাবা খেলার পাশে থাকবেন বলে প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তাঁকে। এমনকী, গোড়ার দিকে কোনও স্পনসর না-থাকায় খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাবা-মায়ের সহকর্মী ও বন্ধুরা মিলে আর্থিক সাহায্য করতেন। তাই গুকেশ চান যে তাঁকে নিয়ে কথা হওয়ার আগে যেন তাঁর পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে কথা হয়— কারণ তাঁর পরিবার-পরিজনই আসল 'চ্যাম্পিয়ন'।

সাক্ষাৎকারটি শুনতে-শুনতে ফিরে যাচ্ছিলাম বছর দেড়েক আগের এক বিকেলে। 'দাবাড়ু' চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য ও সংলাপের কাজে আমি, আমার সহ-লেখক অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিচালক পথিকৃৎ বসু তখন বসেছিলাম গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলির সামনে। তিনি বলে চলেছেন তাঁর নিজের জীবনের গল্প, যে-গল্পের শুরুতেই তিনি বলেন— 'আমার লড়াইটা শূন্য থেকে না, শুরু হয়েছিল নেগেটিভ থেকে...'; পরের কয়েক ঘণ্টায় আমরা উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি গলি পেরিয়ে, কোনও এক ম্যাজিক ভেলায় চেপে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছিলাম 'গ্র্যান্ডমাস্টার' খেতাব জয়ের দোরগোড়ায়— ঠাহর করে উঠতে পারিনি!

'সকালে উঠে দেখতাম দরজায় পাওনাদার দাঁড়িয়ে'— এই ছিল তাঁর লড়াইয়ের শুরুয়াত! অন্ধ্রপ্রদেশের গুকেশ দোম্মারাজু কিংবা বাংলার সূর্যশেখরের জীবনকে মুখোমুখি দাঁড় করালে যেন অবিকল একই ছাঁচের আদল দৃশ্যমান হয়। সে-ছাঁচে মিশে আছে দু'টি অবয়ব— এক, অদম্য জেদ ও ইচ্ছাশক্তি। দুই, পরিবার।

সূর্যশেখর তাঁর গল্প শোনাতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে বলার আগেই বলেন, 'মা, বাবা, দাদু না-থাকলে আমি সত্যিই এগতে পারতাম না...।' 'দাবাড়ু' যখন পর্দায় দেখানোর পরিকল্পনা চলছিল তখন আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল সূর্যশেখরের ইচ্ছানুযায়ী যেন এ গল্পের অদৃশ্য নায়ক হয়ে ওঠে তাঁর পরিবার-ই।

কিংবদন্তি সিলভেস্টার স্ট্যালনের কালজয়ী ছবি 'রকি'-তে একটি বিখ্যাত সংলাপ ছিল, "বাট ইট আন্ট অ্যাবাউট হাউ হার্ড ইউ হিট, ইট'স অ্যাবাউট হাউ হার্ড ইউ ক্যান গেট হিট অ্যান্ড কিপ মুভিং ফরওয়ার্ড"— এই সংলাপের আদলে যে-বাংলা সংলাপটি 'দাবাড়ু'-তে ব্যবহার করেছিলাম তা ছিল, 'বড় প্লেয়ারের আসল পরীক্ষা জিতে আসায় নয়, ফিরে আসায় হয়...'; সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য তৈরির আগে, সূর্যর বলা কথা থেকেই এই যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা। তিনি বলেছিলেন, 'বায়োপিকে শুধু

পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'দাবাড়ু' (২০২৪)

রোববার-এর জন্মদিনের শুভেচ্ছা

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট্‌স

25 INSTITUTES | 35000+ STUDENTS | 50000+ ALUMNI
50 COURSES | 1500+ FACULTIES | 150+ ACADEMIC PATENTS
2000+ BOOK CHAPTERS | 600+ CORPORATE TIE-UPS

RECOGNIZED BY UGC | APPROVED BY AICTE | NAAC ACCREDITED

SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY

www.swamivivekanandauniversity.ac.in

UNIVERSITY CAMPUS:
9831448849/9830802507

SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES

www.svist.org

SONARPUR/BARUIPUR CAMPUS:
9831084446/9434360673

REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION

www.rerf.in

BARRACKPORE CAMPUS:
9733634599/9831103784

COURSES OFFERED

DIPLOMA, B.TECH, M.TECH (CSE, ECE, EE, ME, CE) • PH.D
BBA • MBA • BCA • MCA • BSC. MLT • BSC. MRIT
AGRICULTURE • PHYSIOTHERAPY • OPTOMETRY • NUTRITION
DATA SCIENCE • CYBER SECURITY • PSYCHOLOGY
BIOTECHNOLOGY • MICROBIOLOGY • JOURNALISM • ANIMATION
FILM STUDIES • DIGITAL MARKETING • HOSPITAL MANAGEMENT
HOTEL & HOSPITALITY MANAGEMENT

Our Recruiters

TATA IBM accenture Infosys Navigate your next HCL genpact Cognizant Tech Mahindra Mindtree and many more...

আমার সাফল্য নয়, আমার ব্যর্থতাও থাকুক।'

আসলে, 'প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন'-রা জানে যে ব্যর্থতা তাদের উন্নত করে, আরও সংগঠিত করে— তাই ব্যর্থতাকে আড়াল করার চেয়ে ব্যর্থতায় মুঠো শক্ত করাই প্রকৃত চ্যাম্পিয়নের ধর্ম। গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচটিতে ডিং লিরেনের কাছে হেরে যান। প্রায় ৫৩ বছর আগে, ১৯৭২-এ, সোভিয়েত-আমেরিকা ঠান্ডা যুদ্ধের আবহে বরিস স্প্যাসকি বনাম ববি ফিশারের ঐতিহাসিক ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালটিতেও প্রথম ম্যাচটি হেরে যান ফিশার। কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই গুকেশ ও ফিশার ফিরে এসেছেন রাজকীয়ভাবে। সূর্যশেখর কেরিয়ারের একটা সময় নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন, কখনও কোচের সঙ্গে সমস্যা, কখনও-বা মানসিক চাপ— কিন্তু এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়েই তাঁর বাংলার তরুণতম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে ওঠা;তিনি জীবনকাহিনি বলার সময় আড়াল করেননি এই কঠিন সময়। চলচ্চিত্রেও দেখানো হয়েছিল খিড়কি থেকে সিংহদুয়ারের অভিযান।

আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে একটি ঘটনা। সেদিন ছিল আমাদের সংলাপ-সহ চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া পাঠের দিন। আমরা পাঠ করছি, সূর্যশেখর মন দিয়ে শুনছেন। সাধারণত অভিনেতারা চিত্রনাট্য শোনার সময়ে কোনও জায়গায় বক্তব্য থাকলে তা কাগজে শর্ট নোট নিয়ে রাখেন। কিন্তু প্রায় দেড় ঘণ্টা সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্ট শুনে তিনি কোনও নোট নিলেন না। প্রাথমিকভাবে আমাদের অস্বস্তি থাকলেও প্রায় মেনেই নিয়েছিলাম যে হয়তো তেমন খুঁত ওঁর নজরে পড়েনি— পরমুহূর্তেই আমাদের অবাক করে বলতে শুরু করেন— স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে তাঁর একের-পর-এক পুঙ্খানুপুঙ্খ অবজারভেশন। অদ্ভুত ব্যাপার, তা ভীষণ সাবলীলভাবেই এল মগজ থেকে। সেদিন আরও ভালভাবে বুঝেছিলাম, দাবার মতো খেলায় মগজের ব্যায়াম একজন দাবাড়ু কেবল বোর্ডের সামনে নয়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে করে থাকেন।

আর-একটি বিষয়ে সূর্যশেখর বিস্মিত করেছিলেন আমাদের। একটি গল্প তিনি শুনিয়েছিলেন 'দাবাড়ু'-র পোস্টার লঞ্চের দিন। বছর বারো আগে, তিনি সে-সময় বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে কাজ করছেন। জার্মানিতে আনন্দ যেখানে থাকতেন, সেই জায়গাটিতে পৌঁছতে হয় বেশ খানিকটা চড়াই পথ পেরিয়ে। একদিন সকাল সাড়ে ৮টায় ছিল 'কল টাইম'। তিনি যখন পৌঁছন সেখানে, আনন্দ জিজ্ঞেস

সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। টিম চেস চ্যাম্পিয়নশিপ '১৯

করেন— শরীর ঠিক আছে কি না, এবং পরমুহূর্তেই জিজ্ঞেস করেন পরিবারের সকলে ঠিক আছেন কি না। খানিক অপ্রস্তুত সূর্যশেখর বুঝতে পারেননি যে কেন আনন্দ এমন প্রশ্ন তাঁকে করছেন— যেখানে তিনি প্রায় সঠিক সময়েই পৌঁছে গিয়েছেন! তাঁর অস্বস্তি কাটিয়ে আনন্দ নিজেই জবাব দেন, ৮.৩০-এর বদলে সূর্য এসেছেন ৮.৩২-এ— অর্থাৎ তিনি ২ মিনিট লেট! এরপর থেকে আর কোনও দিন তিনি কোথাও দেরি করেননি;এমনকী এই ঘটনা যেদিন উনি বলেছিলেন, তারপর থেকে 'দাবাড়ু'-র টিমও বোধহয় খানিকটা বাঙালি আলসেমি কাটিয়ে ফেলেছিল একধাক্কায়।

গুকেশ দোম্মারাজু বিশ্বজয়ের পরে বোর্ডের সামনে বসেছিলেন খানিকক্ষণ,

'রকি'-তে একটি বিখ্যাত সংলাপ ছিল— "বাট ইট আন্ট অ্যাবাউট হাউ হার্ড ইউ হিট, ইট'স অ্যাবাউট হাউ হার্ড ইউ ক্যান গেট হিট অ্যান্ড কিপ মুভিং ফরওয়ার্ড"— এই সংলাপের আদলে যে-বাংলা সংলাপটি 'দাবাড়ু'-তে ব্যবহার করেছিলাম তা ছিল— 'বড় প্লেয়ারের আসল পরীক্ষা জিতে আসায় নয়, ফিরে আসায় হয়...'।

শুধু বসে থাকাই নয়, ঘুঁটিগুলিকে বোর্ডে সাজিয়ে, একবার প্রণাম করে, তারপর বাইরে বেরলেন— এ এক শিক্ষা, যে-শিক্ষার খানিক আঁচ আমরা পেয়েছিলাম একদিন সূর্যশেখরের কথায়। সে-সময়ে 'দাবাড়ু'-র টিমের সামনে উনি বোর্ড সাজাচ্ছিলেন এবং ঘুঁটিগুলিকে বোর্ডে বসিয়ে খোপের একদম মাঝখানে প্লেস করছিলেন। তাঁর মতে, দাবার বেসিক রুল্‌স অনুযায়ী ঘুঁটিকে ঘরের একদম মাঝেই রাখতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই— কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে এই বোর্ড সাজানোর ক্ষেত্রে পন্‌স ও পিসগুলিকে যত্ন করে রাখার ব্যাপারে খুঁতখুঁতানি আছে ছোট থেকেই। গুকেশ দোম্মারাজুর সঙ্গেই উঠে এসেছেন আরেক প্রতিভাবান দাবাড়ু ও গ্র্যান্ডমাস্টার বিদিত গুজরাতি;সূর্যশেখর দীর্ঘ দিন বিদিতকে ট্রেনিং করিয়েছেন। আনন্দ-সূর্যদের প্রজন্মের এই ছোট-ছোট শিক্ষাই কালে-কালে ছড়িয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিভাবান দাবাড়ুদের মধ্যে।

গুকেশের বিশ্বজয়ের পর বারেবারেই মনে হচ্ছিল, সত্যিই বোধহয় 'প্রকৃত' চ্যাম্পিয়নদের যোগসূত্র থাকে শিক্ষা, ইচ্ছাশক্তি, জেদ আর মূল্যবোধে। তাঁর মায়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'মা আমাকে বলতেন, আমি বড় দাবা প্লেয়ার হলে তিনি খুশি হবেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি খুশি হবেন একজন ভালমানুষ হলে'— এমনই এক স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছিলাম সূর্যর গলাতেও।

সূর্যশেখর গাঙ্গুলির সঙ্গে 'দাবাড়ু'-র কাজের সময় আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত আলাপেও যে ছোট-ছোট ঝলক দেখেছিলাম, তা আক্ষরিক অর্থেই এক চ্যাম্পিয়নের জীবন থেকে ঠিকরে আসা আলো। গুকেশ বিশ্বের তরুণতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন, এবং সাড়ে এগারো বছর বয়সে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বের তরুণতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে চাই'। সে-সময় নিশ্চিত অনেকেই এই কথাকে বিশ্বাস করতে পারেননি, একমাত্র গুকেশ ছাড়া— ঠিক সাত বছর পরে অবশ্য তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। সূর্যশেখরের জীবনের পরতে-পরতে আমরা বুঝেছিলাম চ্যাম্পিয়নদের সাফল্য লিখিত থাকলেও অনেকাংশে বিস্মৃতির অতলে চলে যায় তাঁদের পরিবারের নিরলস ত্যাগ— সূর্য কিংবা গুকেশরা অসংখ্য চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আলো ঝলমলে ভবিষ্যতের দিকে ছুটে গেলেও— এই শিকড়কে কোনও দিন ভুলতে দেন না— আর এজন্যেই বোধহয় তাঁরা নিজেদের প্রতিদিন অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন।

কলকাতা বইমেলায় সংসদ -এর নতুন বই

সাহিত্য সংসদ-এর প্রকাশিতব্য

অর্ধেন্দু সেন

পদার্থবিজ্ঞানের খোঁজখবর

পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি নিয়ে রচিত এই গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসুদের মন কাড়বে।

বিমান নাথ

নক্ষত্রপুরাণ

নক্ষত্র জগত সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে সে কালের মানুষের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের বিবিধ সূত্রগুলিকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে অনুসন্ধান।

সৌরীন ভট্টাচার্য

সমাজসত্তা ও আধুনিকতা

কাল থেকে কালান্তরে পালটে যাওয়া সমাজের নানাবিধ বিষয় নিয়ে কুড়িটি মননশীল চিন্তাসঞ্জাত প্রবন্ধমালা।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

বোধবিজ্ঞান

মানুষের আপাত বিমূর্ত নান্দনিক, বৌদ্ধিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়াসের সঙ্গে বোধবিজ্ঞানের সম্পর্কের প্রাথমিক ধারণা গঠন এই গ্রন্থের বিষয়।

শেফালী মৈত্র

বিচার বিশ্লেষণ

বাংলায় অনালোচিত ও স্বল্প-আলোচিত যোলোটি দার্শনিক প্রবন্ধের সমাহার।

মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাগিতিহাসের আগে: প্রাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাণের উদ্ভব, প্রাণের স্বরূপ, প্রাণের বিকাশ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে এই প্রবন্ধ সংকলন।

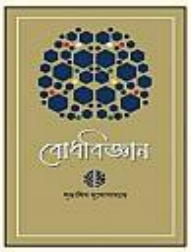

আশীষ লাহিড়ী

রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, শ্রেণি পরিচয়, শিল্পীসত্তার দ্বন্দ্ব, স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানভাবনা ইত্যাকার নানা বিষয় নিয়ে পূর্বে প্রকাশিত সতেরোটি প্রবন্ধের সংকলন।

পীতম সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রগানের অন্য গল্প

রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ঘটনা ও কাহিনি নিয়ে পূর্বের দু-টি গ্রন্থের পর এই তৃতীয় গ্রন্থেও রয়েছে আরও একশোটি গানের গল্প।

নির্মলকুমার নাগ, নীহার রায়

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন

স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতায় ঘটে যাওয়া 'রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ'-এক সংগঠিত কর্মযজ্ঞ থেকে পরিণতি —এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে।

কল্যাণ রুদ্র

বাংলার নদী অর্থনীতি

বাংলার দুই শতাব্দীর নদী অর্থনীতির সমৃদ্ধি থেকে অবক্ষয়ের ভূগোল ও ইতিহাস এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা: ঈশ্বর ও জগৎ

ঈশ্বর ও জগৎ থেকে তার কার্যকারণ ও পরিণামবাদ নিয়েপাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক বিচার এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য।

অত্রি মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ সংগ্রহ

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইউরোপে আরব্ধ নব্যবিজ্ঞানে আকৃষ্ট বঙ্গদেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের কাজের বৃত্তান্ত, অভিঘাত, সীমাবদ্ধতা ও উদ্ভূত সংস্কৃতিই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

শিশু সাহিত্য সংসদ-এর প্রকাশিতব্য

আশীষ কর্মকার

হালুম ছানার গল্প

ছোটোদের কাছে জীবজন্তুরা বিশেষ করে পশুছানারা অত্যন্ত প্রিয়। এই বইয়ের পাতা জুড়ে পশুছানাদের হরেক গল্প যা ছোটোদের আনন্দ দেবে।

দ্বীপান্বিতা রায়

রেড ড্রাগন

বড়োমার বাক্স'র পর রেনেসাঁ ও বিতানের নতুন দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প।

সম্পা. অশোক কুমার মিত্র ও বৃপক চট্টরাজ

শিকারের গল্প

শিকার করা এখন আইনত নিষিদ্ধ। একসময়ে বাংলা সাহিত্যে শিকারের গল্প অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেই সমস্ত শিকারের গল্প নিয়ে নতুন সংকলন।

সুবর্ণ বসু

রুদ্রপুরের মহাকাল

ছোটোদের জন্য সুবর্ণ বসুর প্রথম বই। কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার মিশ্রিত এই উপন্যাস কিশোরদের রোমাঞ্চিত করবে।

শান্তনু বসু

চিরাগলতা রহস্য

শান্তনু বসু'র গল্পের মধ্যে থাকে টানটান উত্তেজনা। একটি গাছের পাতাকে নিয়ে এবারের রহস্যময় উপন্যাস, চিরাগলতার রহস্য।

শিশির বিশ্বাস

নাগাপাহাড়ের রণাঙ্গণে

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আজাদ হিন্দ বাহিনির এক ভিন্ন স্বাদের রোমাঞ্চকর কাহিনি।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯
ফোন : ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫
e-mail : ss_samsad@yahoo.in
Facebook : Samsad Books

‘কনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন’ খেতাব হয় সব খেলাতেই। এই লেখায় তুলে আনলাম ক্রীড়াজগতের ভিন্ন শাখার দশটি খেলার দশজন অনন্য ব্যক্তিত্বকে— যাঁরা অল্প বয়সে খ্যাতকীর্তি হয়েছেন, কিন্তু অল্পে তুষ্ট হননি।

দশে দশ

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

তারুণ্যের অতিলৌকিক শক্তি বিশ্বকে বদলেছে বারবার। খেলার দুনিয়াও ব্যতিক্রম নয়। অদম্য ইচ্ছা, সীমাহীন সম্ভাবনা, আর অগাধ সাহস বুকে নিয়ে অগণিত নবীন তাঁদের প্রতিভা আর শক্তির ছোঁয়ায় ইতিহাস গড়েছেন, এবং অল্পবয়সেই বিশ্বসেরা হয়ে উঠেছেন। পেলে, নাদিয়া কোমানেচি, মাইক টাইসন, টাইগার উড্‌স, মার্টিনা হিঙ্গিস, বরিস বেকার, সেবাস্টিয়ান ভেটেল, মার্জোরি গেস্ট্রিং, ইয়ান থর্প এবং রনি ও’সুলিভানের মতো তারকা সেই তারুণ্যেরই টর্চ-বাহক। এসব নাম চিরকাল লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায় এবং নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন দেখার পথে হয়ে উঠবে আলোকবর্তিকা।

পেলে (ফুটবল)

ফুটবলের জাদুকর। ১৯৫৭ সালে, মাত্র ১৬ বছর বয়সে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক। পরের বছর, বয়স তখন ১৭, ১৯৫৮-র সুইডেন বিশ্বকাপে, পায়ের জাদুতে সেই কিশোর হয়ে ওঠেন ‘লেজেন্ড’। চোটের কারণে সেবার প্রথম কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারেননি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠে ফিরে ওয়েলসের বিপক্ষে একমাত্র গোলটি করেন, যা তাঁকে বিশ্বকাপের ইতিহাসে

কিংবদন্তি অথবা পেলে

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920

GEORGE
KIDS
SCHOOL

আপনার নিজস্ব এলাকায় জর্জ কিডস স্কুল খুলুন

জর্জ কিডস স্কুলের হাত ধরে সাফল্যের উড়ান!!

প্লেগ্রুপ | নার্সারি | জুনিয়র কেজি | সিনিয়র কেজি

- জর্জ কিডস স্কুলের নিজস্ব আন্তর্জাতিক পাঠক্রম - **ENVISAGE**
- প্রিস্কুলের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং খেলার সরঞ্জাম
- প্রিস্কুল খুলতে যাবতীয় তথ্য এবং সাহায্য
- শিক্ষিকাদের ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেট

আজই ফোন করুন
6292313905

EMPOWERED BY
ENVISAGE

নিম্নলিখিত স্কুলগুলিতে ভর্তি চলছে

- হরিদেবপুর 6292328243
- বহরমপুর 9434065888
- মেদিনীপুর 95470 27113
- নিউটাউন 8981157417
- কোলাঘাট 7001838519
- নয়াবাদ 7003131544
- কল্যাণী 6292313904
- বোলপুর 9830277175
- মালদা 9800168900
- হাওড়া 9830277146
- রাজপুর জগদ্দল 8240978993

www.georgekids.com

'সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক এবং ফাইনালে সুইডেনের বিপক্ষে তাঁর দু'টি গোল বিশ্ব-ফুটবলকে চমকে দিয়েছিল। বিশেষ করে সেই বিখ্যাত 'ফ্লিক অ্যান্ড ভলি'-তে বল জালে পাঠানোর মুহূর্তটি ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী এখনও।

পরবর্তী কালে, ১৯৬২ এবং ১৯৭০ সালে, তিনি ব্রাজিলকে আরও দু'টি বিশ্বকাপ এনে দেন। তাঁর ২২ বছরের খেলোয়াড়ি জীবনে ১,২৮১টি গোল করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন, যা এখনও অটুট। ছিলেন বিশ্ব ফুটবলের 'রাজা'। যত দিন ফুটবল থাকবে, পেলের নাম চিরকাল ওই সিংহাসনে স্থান পাবে।

নাদিয়া কোমানেচি (জিমন্যাস্টিক্স)

নাদিয়া কোমানেচি জিমন্যাস্টিকস জগতের বিস্ময়কন্যা, যিনি ১৪ বছর বয়সে বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়ে জিমন্যাস্টিকসের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন। রোমানিয়ার ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে আসা নাদিয়া ছ'বছর বয়সে জিমন্যাস্টিকস শুরু করেন। ১৯৭৬ সালের মন্ট্রিল অলিম্পিকে প্রথমবার 'পারফেক্ট ১০' স্কোর অর্জন করেন, যা অলিম্পিক ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। সেই গেমসে তিনি মোট সাত বার 'পারফেক্ট ১০' স্কোর অর্জন করেছিলেন, যা এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে তাঁর পারফরম্যান্স তাঁকে তিনটি সোনা, একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক এনে দেয়। সেরা মুহূর্তগুলোর মধ্যে ছিল আনইভেন বার এবং ব্যালেন্স বিমের পারফরম্যান্স, যেখানে তিনি নিজের স্কিল এবং আত্মবিশ্বাসের অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে আরও দু'টি করে সোনা এবং রুপো জেতেন। প্রতিটি পারফরম্যান্সে ছিল সাবলীল ছন্দময়তা, যা দেখে মনে হত, তিনি যেন জিমন্যাস্টিকস ফ্লোর ও বারের নৃত্যশিল্পী!

মাইক টাইসন (বক্সিং)

'আয়রন মাইক' নামে খ্যাত এই মানুষটি মাত্র ২০ বছর বয়সে হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান। ১৯৮৬ সালে ট্রেভর বারবিক-কে দ্বিতীয় রাউন্ডেই নকআউট করে বিশ্বকে দেখিয়েছিলেন তাঁর অসীম পেশিশক্তি, ক্ষমতা।

টাইসনের জীবন শুরু কঠিন পথে। অপরাধপ্রবণ এলাকায় শৈশব কাটে। জীবন ছিল চরম অনিশ্চয়তায় ভরা। কিন্তু কোচ কাস ডি'আমাতোর হাত ধরে তিনি শুধু বক্সিং নয়, জীবনের প্রতিকূলতাগুলিরও মোকাবিলা করতে শিখেছিলেন। পেশাদার কেরিয়ারে প্রথম ১৯টি ম্যাচে নক-আউট জয়ের রেকর্ড এখনও অমলিন। তাঁর কৌশল, পাঞ্চিং শক্তি আর আক্রমণাত্মক মনোভাব তাঁকে প্রতিপক্ষর জন্য এক মূর্তিমান ত্রাস বানিয়ে তুলেছিল।

ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা কেরিয়ারকে প্রভাবিত করেছিল। তবুও, খেলোয়াড়ি দক্ষতা কখনও ম্লান হয়নি। ৫০টি জয় এবং ৪৪টি নক-আউট করেছেন কেরিয়ারে। সেসব নক-আউট এখনও ইউটিউবের 'মোস্ট ভিউড' লিস্ট দখল করে রাখে।

টাইগার উড্‌স (গল্‌ফ)

এই গ্রহের অন্যতম সফল এবং জনপ্রিয় ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। মাত্র ২১ বছর বয়সে গল্‌ফ ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৯৭ সালের অগাস্টা মাস্টার্সে প্রথম মেজর শিরোপা জেতেন। সেই ম্যাচে তিনি ১৮ আন্ডার স্কোর করেন এবং ১২ স্ট্রোকের ব্যবধানে জয়ী হন, যা অগাস্টা মাস্টার্সের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধান।

উড্‌সের খেলার স্টাইল, ক্যারিশমা তাঁকে গল্‌ফের ইতিহাসে অমর করেছে। নিজের কেরিয়ারে ১৫টি মেজর শিরোপা জিতেছেন, যার মধ্যে চারটি মাস্টার্স টুর্নামেন্ট রয়েছে। ২০০০-'০১ সালে তিনি একসঙ্গে চারটি মেজর শিরোপা জিতেছিলেন, যা 'টাইগার স্ল্যাম' নামে পরিচিত।

ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার কারণে কেরিয়ার চূড়ান্ত বাধাগ্রস্ত হয়। ২০০৯ সালের পরে, শারীরিক চোটের কারণেও, অনেকটা সময় গল্‌ফ থেকে দূরে ছিলেন। একসময় সাফল্য আসছিল না। কিন্তু ২০১৯ সালে আবারও ফিরে আসেন, এবং পঞ্চম অগাস্টা মাস্টার্স জিতে প্রমাণ করেন, কেন তিনি গ্রেট!

মার্টিনা হিঙ্গিস (টেনিস)

মাত্র ১৬ বছর বয়সে, ১৯৯৭ সালে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে 'সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন' রূপে স্বীকৃতি পান। হিঙ্গিসের শারীরিক শক্তি বা উচ্চতার তুলনায় তাঁর প্রকৌশল, বুদ্ধিমত্তা, কোর্ট কভার করার দক্ষতা তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। ১৯৯৭ সালটি ছিল তাঁর জন্য বিশেষ বছর। সেই বছর তিনি একের-পর-এক রেকর্ড গড়েন: অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, উইম্বলডন, এবং ইউএস ওপেন জিতে মাত্র ১৬ বছরেই বিশ্ব টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে আসেন।

তাঁর প্রতিভা কেবল সিঙ্গলস খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ডাব্‌লসেও অসাধারণ সফল। হিঙ্গিস কেরিয়ারে মোট ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জয় করেছেন, যার মধ্যে পাঁচটি একক এবং বাকিগুলো ডাব্‌লস ও মিক্সড ডাব্‌লস। খেলেছেন কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের সঙ্গেও। কোর্টে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে ২২ বছর বয়সে অবসর নিয়েছিলেন। পরে অবসর ভেঙে আসেন।

বরিস বেকার (টেনিস)

১৭ বছর বয়সে, ১৯৮৫ সালে, উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জিতে টেনিসে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। চিহ্নিত হন 'সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ চ্যাম্পিয়ন'

টাইগার উড্‌স। অগাস্টা মাস্টার্স। ১৯৯৭

৫০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক
ক্যান্সার হাসপাতাল
সম্পূর্ণ আপনার সাধ্যের মধ্যে

50 years of Service to Humanity

NABH ACCREDITED

FULL NABH ACCREDITED

- **সমস্ত ধরনের আধুনিক ডায়াগনস্টিক ও চিকিৎসা সুবিধা সার্জারিঃ** অ্যাডভান্সড সার্জারির জন্য অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ এবং এইচডি ল্যাপারোস্কোপি, সিইউএসএ, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন, লেজার।
- **রেডিওথেরাপি ঃ** সি. টি. সিমুলেটর, ইন্টারস্টিশিয়াল এবং ইনট্রাল্যুমিনাল ব্র্যাকিথেরাপি, গামা ইর‍্যাডিয়েটর, টিপিএস প্ল্যানিং সহ লিন্যাক মেশিন (এসআরএস, এসবিআরটি, ৩ ডিসিআরটি, আইএমআরটি, আইজিআরটি, র‍্যাপিড আর্ক সহ), টেলিকোবল্ট।
- **মেডিক্যাল অঙ্কোলজি ঃ** ডেডিকেটেড ডে কেয়ার ইউনিট এবং ওয়ার্ডে আন্তর্জাতিক প্রোটোকলগুলি মেনে চলা হয়।
- **বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট**
- **রেডিওআয়োডিন থেরাপি সহ নিউক্লিয়ার মেডিসিন**
- **পিআরআরটি, আলফা থেরাপি, পিএসএমএ থেরাপি।**
- **পেডিয়াট্রিক মেডিক্যাল ইউনিট ঃ** আইসিইউ, এসি ওয়ার্ড, শিশুদের জন্য টয় ট্রেন, লাইব্রেরি ও মিউজিক থেরাপির ব্যবস্থা এখানে রয়েছে।
- **প্যালিয়েটিভ কেয়ার ঃ** (টার্মিনাল ডিজিজের জন্য) পেইন ক্লিনিক, হোম কেয়ারের ব্যবস্থা উপলব্ধ।
- **রেডিওলজি ঃ** পিইটি সিটি (পিএসএমএ ডোটা, টিওসি সহ), সিটি স্ক্যান, ম্যামোগ্রাফি, এমআরআই ইউনিট, ডেক্সা স্ক্যান (বিএমডি)-এর সুবিধা আমাদের রয়েছে।
- **মলিকুলার বায়োলজি ল্যাবরেটরি** আরটিপিসিআর, ফিশ অ্যানালিসিস এবং ফ্লো সাইটোমিটার উপলব্ধ।
- **আইএইচসি, ফ্রোজেন সেকশন সহ প্যাথলজি।**
- **থেরাপিউটিক এন্ডোস্কপি ইউনিট।**
- **সুপার ডিলাক্স কটেজ, স্যুইট, এসি কিউবিকেল এবং জেনারেল ওয়ার্ড সহ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ।**

Linac Machine Vital Beam

On going Surgery in OT-SGCC&RI

OPD-Chemotherapy Day Care

PET CT Building

Childcare Centre from Park

CT Simulator

Out Patient Dept. - Waiting Area

Child Care Centre Lobby

SGCCRI Toy Train for Children

প্রতিটি রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য
উন্নত চিকিৎসাপরিষেবা, মানবিক স্পর্শ এবং সুষ্ঠ পরিবেশ।
ডাঃ সরোজ গুপ্ত

সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
মহাত্মা গান্ধী রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩

টেলি ঃ ০৩৩-৬১২৩ ৪৩৪৩, ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন নম্বর: ৯৮৩০৬ ৩৫০৬৫/৯০০৭০৮৭২৭০
ই-মেইল ঃ info@sgccri.org ওয়েবসাইটঃ www.sgccri.org

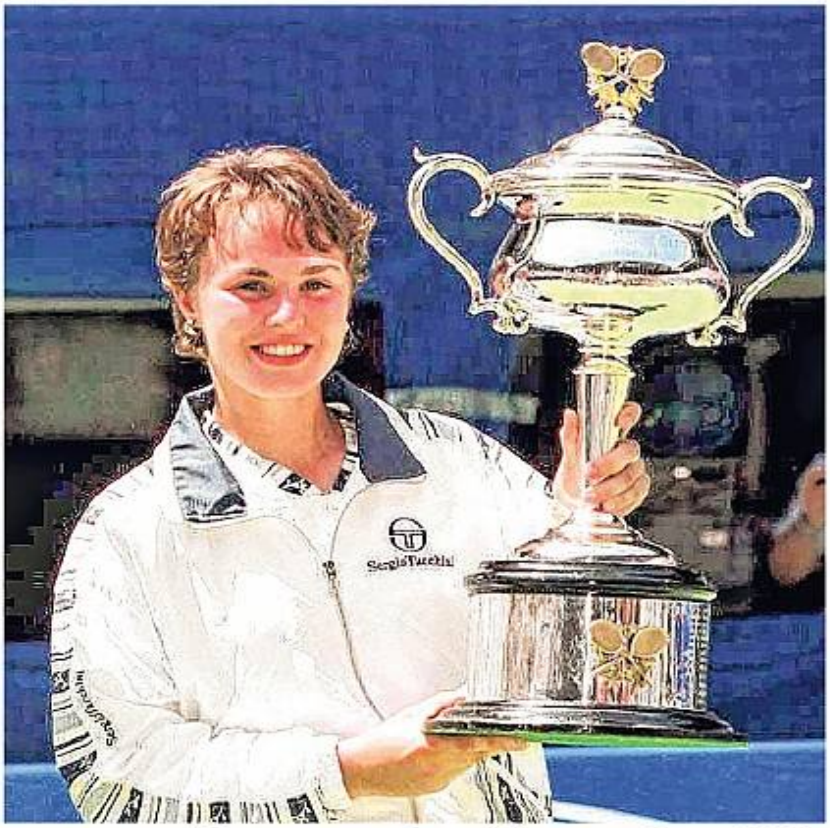

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন (১৯৯৭) জিতে 'সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন' মার্টিনা হিঙ্গিস

রূপে। বেকারের এই বিশ্বজয় রূপকথার গল্পের মতো। উইম্বলডনের সেই টুর্নামেন্টে তিনি ছিলেন অপরিচিত, আন-র‍্যাঙ্কড। কিন্তু আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং শক্তিশালী সার্ভ তাঁকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলে। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেভিন কার্লেনকে পরাজিত করেন, আর সেই মুহূর্ত থেকে টেনিসের দুনিয়ায় একটি নতুন যুগের সূচনা ঘটে। বেকারের 'সার্ভ অ্যান্ড ভলি', শক্তিশালী রিফ্লেক্স, ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছিল। ১৯৮৫-র পর, ১৯৮৬ এবং ১৯৮৯ সালে, তিনি আরও দু'টি উইম্বলডন শিরোপা জয় করেন।

সেবাস্টিয়ান ভেটেল (ফর্মুলা ওয়ান)

সেবাস্টিয়ান ভেটেল ফরমুলা ওয়ান রেসিংয়ের বিখ্যাত নাম। ২৩ বছর বয়সে, ২০১০ সালে, ফরমুলা ওয়ান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। হয়ে ওঠেন 'সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন'।

ভেটেলের রেসিং কেরিয়ার ছিল অনন্য, গতিময়। ২০১০ সালে 'রেড বুল'-এর হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার আগে, তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। আক্রমণাত্মক মনোভাব, কৌশলী ড্রাইভিং, প্রতিকূল অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাঁকে ফরমুলা ওয়ানের প্রথম সারির ড্রাইভারদের সঙ্গে স্থান দিয়েছিল।

২০১০ সালে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর, ভেটেল টানা চার বছর (২০১০-'১৩), ফরমুলা ওয়ান শিরোপা জিতেছেন। ২০১৩ সালে, তিনি ১৩টি রেস জিতে, একক সিজনে সর্বাধিক রেস জয়ের রেকর্ড করেন, যা এখনও অটুট।

টাইসনের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা তাঁর কেরিয়ারকে প্রভাবিত করেছিল। তবুও, খেলোয়াড়ি দক্ষতা কখনও ম্লান হয়নি। ৫০টি জয় এবং ৪৪টি নক-আউট করেছেন কেরিয়ারে। সেসব নক-আউট এখনও ইউটিউবের 'মোস্ট ভিউড' লিস্ট দখল করে রাখে।

মার্জোরি গেস্ট্রিং (ডাইভিং)

১৩ বছর বয়সে, ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে, তিন মিটার স্প্রিংবোর্ড ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতে অলিম্পিক ইতিহাসে 'সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন' হয়ে ওঠেন। এই রেকর্ড এখনও কেউ ভাঙতে পারেনি। ডাইভিংয়ে ছিল নিখুঁত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস। বার্লিন অলিম্পিকের প্রতিটি ডাইভ ছিল পরিশীলিত ও সুনির্দিষ্ট। ভারসাম্য হারাননি একবারও। ১৯৩৬ সালেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪০ এবং '৪৪ সালের অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায়— তাঁর কেরিয়ার খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি।

ইয়ান থর্প (সাঁতার)

১৫ বছর বয়সে, ১৯৯৮ সালের ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে, ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্টে, স্বর্ণপদক জিতে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠেন। ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার এই সাঁতারু দীর্ঘ বাহুর কারণে বিশেষ সুবিধা পেতেন, যা তাঁর স্ট্রোককে আরও কার্যকর করে তুলত। 'থর্পেডো' নামে পরিচিত। ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকে ১৭ বছর বয়সে তিনটি সোনা এবং দু'টি রৌপ্যপদক জিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। ৪x১০০ মিটার রিলে ইভেন্টে অস্ট্রেলিয়াকে জয় এনে দেওয়ার মুহূর্তটি সাঁতারের ইতিহাসের অন্যতম সেরা।

২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে, থর্প পাঁচটি স্বর্ণপদক জিতে আরও একটি রেকর্ড গড়েন। কেরিয়ারে মোট ১১টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা রয়েছে, যা তাঁকে তাঁর সময়ের অন্যতম সফল সাঁতারু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রনি ও'সুলিভান (স্নুকার)

তারুণ্যেই স্নুকারের জগৎকে মুগ্ধ করেছেন। ১৭ বছর বয়সে, ১৯৯৩ সালে, ইউকে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে স্নুকারের ইতিহাসে 'সর্বকনিষ্ঠ র‍্যাঙ্কিং ইভেন্ট চ্যাম্পিয়ন' হয়ে ওঠেন। আবির্ভাব ঘটে এক নতুন তারকার। ও'সুলিভানের খেলার স্টাইল ছিল তীক্ষ্ণ ও গতিময়। 'দ্য রকেট' নামে পরিচিতি ছিলেন। অল্প সময়ে টেবিলের পরিস্থিতি পড়তে, এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ১৯৯৭ সালে, পাঁচ মিনিট আট সেকেন্ডে 'পারফেক্ট ১৪৭' পয়েন্টের ব্রেক করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন।

RCJ

সবার সাথে সবার মাঝে...

RCJ
RAKSHIT
DIAMOND'S

BIS RECOGNISED
HALL MARKED

Manhar's Exclusive Fashions

রক্ষিত এণ্ড কোং জুয়েলার্স

Available : Hallmark Gold Ornaments, Diamond Jewellery
Silver Utensil and Ornaments, Astrological Gems
1.5 gm Gold Plated Costume Jewellery & Artificial Jewellery

২৫,০০০ হাজার টাকা থেকে বিয়ের প্যাকেজ শুরু।

১২৯/১, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২
(বহুবাজার, ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া)

8100289363 / 9804350216
7003934340

E-mail : sanjoyrakshit794@gmail.com
Youtube : Rakshit And Co Jewellers
Facebook : Rakshit & Co Jewellers

ALL INDIA COURIER SERVICE AVAILABLE

(আমাদের কোনো শাখা নেই)

চ্যাম্পিয়ন একাই ৯৯। তাকে ১০০ করে তোলে যারা, তারা-ই সাফল্যের অনুঘটক। শচীন থেকে সেরেনা, গুকেশ থেকে ঝেং কুইনওয়েন— সকল সেরার গল্প এখানে এসে এক সরলরেখায় মিলে যায়।

বিজেতার ব্যাকবোন

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়

অজিত তেন্ডুলকর। রিচার্ড উইলিয়ামস। রজনীকান্ত। ঝেং জিয়ানপিং। নাঃ। বিবিধ লেখাপত্তর থেকে গুগ্‌লচন্দর, সমস্ত ঘেঁটেও কস্মিনকালে কখনও এঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেল না। অবশ্যি দেখাটেখা, খোশগল্প হওয়ার কথাও নয়। অজিত তেন্ডুলকর আর রজনীকান্তে (অভিনেতা নন) যদি-বা হয়, যেহেতু তাঁরা ভারতনিবাসী, বাকি দুইয়ের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব। কোথায় আমেরিকা, কোথায় চিন! তাছাড়া, এঁরা কেউ কেষ্টবিষ্টু নন। বাহ্যিক পরিচিতি নেই। জন-দরবারে ফুল-মালা চাপিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরেন না। এঁদের চিনবে কে? জানবে কে? দেখাসাক্ষাৎ করার সুযোগই বা কোথায়? এঁরা যে প্রত্যেকে অন্তরালের অধিবাসী! প্রচার কিংবা প্রসারের সূর্যালোক ছাড়া যাঁদের দিব্য চলে যায়। নাম একখানা এঁদের আছে বটে। গালভরা এক নাম, যে নামে চেনে লোকে। ডাকে লোকে। জয়ীদের অনুঘটক। চ্যাম্পিয়নস ক্যাটালিস্ট। যাঁদের সবেধন নীলমণি সম্পদ বলুন বা সহায়, মাত্র একটা জিনিস— আত্মত্যাগ কিংবা স্বার্থত্যাগ! অ! স্বার্থপোড়া কানে খচ করে লাগছে বুঝি? লাগবে, লাগবে। আসলে হিংসা-দ্বেষ-বিবমিষা পরিবৃত অধুনা পৃথিবীতে 'হোমো সেপিয়েন্স' কিংবা মানুষের একখানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখনও বড় মনোরম। দিঘির জলের মতো টলটলে।

'কিং রিচার্ড' ছবিতে নামচরিত্রে উইল স্মিথ

মল্লিক হোমিও হল

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
এম.ডি (হোমিও)
সভাপতি: ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক
বি. এইচ. এম. এস (হোমিও)

ফিউচার জেনারেশন ট্রিটমেন্ট সেন্টার

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক-এর নেতৃত্বে ভারতের একমাত্র গবেষণা ভিত্তিক আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মাল্টিস্পেশালিটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। অত্যাধুনিক রিসার্চের ভিত্তিতে ক্রনিক অসুখের অত্যাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়।

ক্যানসার, করোনা পরবর্তী জটিলতা, করোনা বা ইনফ্লুয়েঞ্জাঘটিত ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, পোস্ট করোনা, লাং-ফাইব্রোসিস, পেটের রোগ, নাক, কান, গলা, চোখ, স্ত্রীরোগ, ত্বকের রোগ, হাঁপানি ও অন্যান্য শ্বাসনালির অসুখ, হৃদরোগ, নেফ্রোলজি ও ইউরোলজি, মেটাবলিক ডিজিজ, অর্থোপেডিক, ক্যানসার, মানসিক চিকিৎসা, টিউমার প্রভৃতির হোমিওপ্যাথি ইমিউনোথেরাপি ও আধুনিক হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে বিনা অস্ত্রোপচারে চিকিৎসা করা হয়।

মল্লিক হোমিও হল

সর্বাধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ (কলেজ স্ট্রিট)
শাখা-৮৮/১, দমদম রোড (দমদম কুইন বিল্ডিং-দোতলায়) কলকাতা-৭০০০৩০
ফোন : ৯৮৩০৫০২৫৪৩ / ৯৮৩০০২৩৪৮৭ / ৮৩৭১০২৫৫০৫
● E-mail : mallick2007@gmail.com, mhpc2707@gmail.com
● Web : www.drpmallick.com

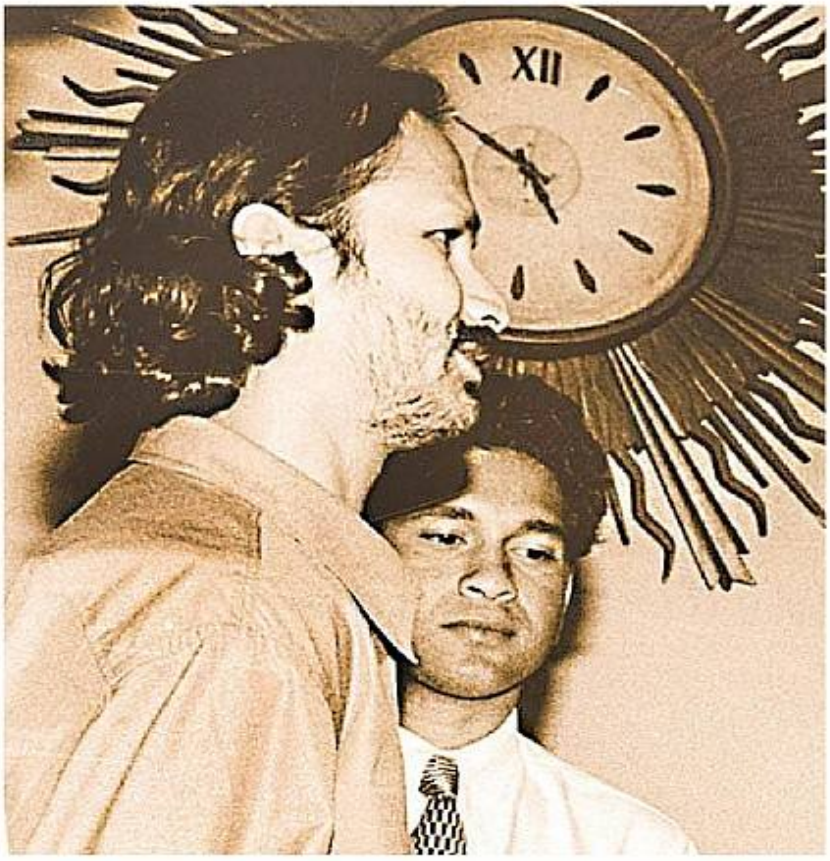

দাদা অজিত তেন্ডুলকরের সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকর

মানস সরোবরের মতো পবিত্র। ভালবাসা। আত্মজের প্রতি ভালবাসা। সহোদরের প্রতি টান। যার অমোঘ আকর্ষণে, অপার মায়ায় আজও স্বর্গ-মর্ত এক করে দিতে পারে মানুষ।

অজিত তেন্ডুলকর যেমন জীবনে বিয়ে-শাদিই করলেন না। নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার নিঃসংকোচে বিসর্জন দিলেন। শুধু এবং শুধুমাত্র প্রিয় অনুজের প্রতিষ্ঠায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেই অভিলাষে। রিচার্ড উইলিয়ামস যেমন বর্ণবিদ্বেষ আর দারিদ্রের সঙ্গে এককালে লড়ে গিয়েছেন নিরন্তর। দুই মেয়ে যাতে নিশ্চিন্তে টেনিস খেলতে পারে, সেই কামনায়। রিচার্ডের পিতা তাঁকে ত্যাজ্য করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু শত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েও রিচার্ড তা পারেননি। পারেননি বলেই, হলিউড তাঁকে নিয়ে একখানা সিনেমাও নামিয়ে ফেলেছে, তাঁর জীবনযুদ্ধ নিয়ে, 'কিং রিচার্ড' নামে। প্রখ্যাত অভিনেতা উইল স্মিথ তো রীতিমতো অস্কার-ই বাগিয়ে বসলেন নামভূমিকায় অভিনয় করে! রজনীকান্তও তো। দু'-মিনিটে ইএনটি সার্জনের উচ্চবিত্ত পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, দাবাড়ু শিশুপুত্রর সঙ্গে যাতে দেশ-বিদেশে যেতে পারেন। যাতে তার স্বপ্নের আকাশগঙ্গায় কোনও বিচ্যুতি না ঘটে। সংসারের জোয়াল টানতেন তাঁর সহধর্মিণী পদ্মাকুমারী। ঝেং জিয়াপিং আবার ভেবেছিলেন, সাধের বাড়িটাই বিক্রি করে দেবেন, কিন্তু মেয়ের টেনিস কেরিয়ারে যতিচিহ্ন বসতে দেবেন না!

এ-হে-হে, দেখুন দেখি। অজিত-রিচার্ড-রজনীকান্ত-ঝেংদের নিয়ে কেবল লিখে যাচ্ছি। লিখতে তো হবে এঁদের সৃষ্ট 'চ্যাম্পিয়ন প্রোডাক্ট' নিয়ে। যাঁদের 'প্রসব' করেছেন এঁরা। যাঁদের নাম বললে আপনি চিনবেন, যাঁদের নাম একডাকে এখন এ ভুবন চেনে— শচীন তেন্ডুলকর। সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস। দোম্মারাজু গুকেশ। ঝেং কুইনওয়েন। প্রথম জন বিশ্বজয়ী এবং শত আন্তর্জাতিক শতরানের অধীশ্বর। তর্কাতীতভাবে ক্রিকেট গ্রহর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার। দ্বিতীয়-দ্বয় সম্মিলিত ২৩ গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী। মহিলা টেনিসের দুই অবিনশ্বর জ্যোতিষ্ক। সেরেনার ২৩টা গ্র্যান্ডস্লাম জয়ের সুবিশাল শৃঙ্গ তো কেন কে জানে মনে হয়, যুগ-যুগ ধরে অক্ষত থেকে যাবে। অতিক্রম দূরে থাক, ছুঁয়ে দেখার ধৃষ্টতাও কেউ কখনও দেখাতে পারবে না! তৃতীয় জনও বা কম কী? গুকেশ সদ্য দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এবং সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। আর চতুর্থ জন প্যারিস অলিম্পিকসে সোনাজয়ী। সংক্ষেপে, এঁরা প্রত্যেকে জয়ীদের জয়ী। কালজয়ী। ভুবনজয়ী। কত সহস্র নাম যে আছে এমন, কত যে রয়েছে এহেন অর্বুদ উদাহরণ! প্রজ্ঞানন্দ রমেশবাবু ও বৈশালী রমেশবাবুর মা নাগালক্ষ্মী। বাংলার ভারোত্তোলক অচিন্ত্য শিউলির দাদা অলোক শিউলি। যশস্বী জয়সওয়ালের কোচ জোয়ালা সিং। রবীন্দ্র জাদেজার মা লতাবেন। পৃথ্বী শ'র পিতা পঙ্কজ শ।

পৃথ্বী বর্তমানে উচ্ছন্নে যেতে পারেন। কিন্তু এককালে ভারতীয় ক্রিকেট-মহাকাশে খর্বকায় মুম্বইকরের উল্কাসম আবির্ভাবকে তো উপেক্ষা করা যায় না। মিথ্যে হয়ে যায় না, স্কুল ক্রিকেটে তাঁর ৫৪৬ রান! মাত্র চার বছর বয়সে মাকে হারিয়েছিলেন পৃথ্বী। শৈশবে বিরার থেকে মুম্বইয়ের সর্বত্র তাঁকে প্র্যাকটিসের কারণে ছুটতে হত। ক্লান্তি গ্রাস করত, তবু। ছোট্ট শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ত, তবু। বাবা পঙ্কজ দারিদ্রের সঙ্গে জুঝতে-জুঝতে কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেন, মারধর করে বসতেন ছেলেকে। কিন্তু বড় ভালওবাসতেন। ছেলেকে ক্রিকেটার গড়বেন বলে নিজের জামাকাপড়ের ছোট দোকানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছিলেন! পৃথ্বীকে ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস কিনে দিতে হবে তো, তার যে খরচ আছে! কোনও

মাত্র চার বছর বয়সে মা-কে হারিয়েছিলেন পৃথ্বী। বাবা পঙ্কজ ছেলেকে ক্রিকেটার গড়বেন বলে নিজের জামাকাপড়ের ছোট দোকানটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছিলেন! পৃথ্বীকে ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস কিনে দিতে হবে তো, তার যে খরচ আছে! কোনও এক লেখায় পড়েছিলাম যে, খুদে পৃথ্বী প্র্যাকটিস করতেন, আর মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে তা ঠায় দেখতেন পঙ্কজ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে।

35 Years at your service

ঐতিহ্য পরম্পরা ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

শীলকো জুয়েলার্স

চিরন্তন সৌন্দর্য্যের স্বর্ণালী সম্পর্ক

- সোনার গয়নার মজুরীতে ১০% বিশেষ ছাড়!
- পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কেনার সুযোগ!

শর্তাবলী প্রযোজ্য

২২, বিধান সরণী, শ্রীমানী বাজারের বিপরীতে,
কলকাতা-৬, ফোন ঃ 9836615975

সোনা • হীরা
রুপো • গ্রহরত্ন

মা নাগালক্ষীর সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ রমেশবাবু

এক লেখায় পড়েছিলাম যে, খুদে পৃথ্বী প্র্যাকটিস করতেন, আর মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে তা ঠায় দেখতেন পঙ্কজ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে।

যশস্বীর কোচ জোয়ালা সিং-ও কম কিছু করেননি। দশ বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশের গ্রাম ছেড়ে মুম্বইয়ে চলে আসেন যশস্বী। ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় 'পানিপুরি' বিক্রি করতে হয়েছে। দুধের দোকানে কাজ করতে হয়েছে। আজাদ ময়দানের মালিদের সঙ্গে মশার কামড়ের 'রাজশয্যা'-য় রাতের-পর-রাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে গ্রামে পালিয়ে যেতে চাননি তিনি। মা বলতেন, 'ফিরে আয়।' যশস্বী ফেরেননি। ভোরের আজাদ ময়দানে ক্রিকেটের 'আজান' বড় ভাল লাগত যে!

ঠিক সেই সময়, কোনও এক অভাবী দিনে যশস্বীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় জোয়ালা সিংয়ের। যাঁরও ক্রিকেটার হওয়ার সাধ ছিল এককালে, কিন্তু অত প্রতিভা ছিল না। যশস্বীর সঙ্গে নিজের জীবনকাহিনির প্রভূত মিল খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনিও মুম্বই ছুটে এসেছিলেন যে, ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে! যশস্বীকে এরপর পাকাপাকি নিজের বাড়ি নিয়ে চলে যান জোয়ালা। অন্ন-জলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেন। সঙ্গে অবশ্যই ক্রিকেটীয় পরিচর্যা।

অনটনের হাত থেকে নিস্তার পাননি 'স্যর' রবীন্দ্র জাদেজাও। অভাবের সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়েছে, লড়ে বড় হতে হয়েছে। জাদেজার পিতা অনিরুদ্ধ সিংয়ের সেভাবে চাকরির ঠিকঠিকানা ছিল না। মা লতাবেন হাসপাতালে নার্সের কাজ করতেন। তা, মা এবং দিদিরাই প্রতিনিয়ত দেখভাল করতেন ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজার। কিন্তু সেটুকু সুখও একটা সময়ের পর সহ্য হয়নি বিধাতার। কেড়ে নেন জাদেজার মাকে। ভারতীয় অলরাউন্ডার তখন কিশোর, বয়স মাত্র ১৭। শোকে-দুঃখে-যন্ত্রণায় ভেবেছিলেন, ক্রিকেটটাই ছেড়ে দেবেন।

আমাদের, এ বাংলার অচিন্ত্য শিউলির জীবনও কম রোমাঞ্চের নয়— ২০২২ কমওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন যিনি। অচিন্ত্যর দাদা অলোকও একসময় ভারোত্তোলক ছিলেন। কিন্তু পিতার প্রয়াণের পর অকালে সে আশার ফুল শুকিয়ে যায়। ভারোত্তোলনের ছাঁচ-মাটি নিয়ে অলোক আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন ভাইকে গড়তে। দিনের পুরোটা সময় মা আর ভাইয়ের মধ্যে। ভাগ-বাটোয়ারা করে।

দেখুন দেখি, কথায়-কথায় এতক্ষণ নৌশাদ খানের ব্যাপারেই কিছু লেখা হল না! অথচ পূর্বেই লেখা উচিত ছিল।

আরে, নৌশাদকে মনে নেই? ছেলে সরফরাজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু টেস্টে অনিল কুম্বলের হাত থেকে টেস্ট ক্যাপ পরার পর অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাত ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন যিনি? সে ছবি ভোলা সম্ভব কখনও? ছোটবেলায় সরফরাজকে রাতে খেতে দিতেন না নৌশাদ। খালি পেটে রাখতেন। গাড়ি চড়তে দিতেন না। ঘুড়ি ওড়াতে দিতেন না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতেন না। শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় ছেলেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবেন বলে!

প্রতিদানে কী চেয়েছেন এঁরা? কিছু না, কিছুমাত্র না, কখনও কিছু না। আসলে জাগতিক প্রচার নামক লোভের দাসত্ব করলে, কখনও আকাশ ছোঁয়া যায় না যে। কখনও অবিস্মরণীয় প্রতিভা-পারিজাতের জন্মও দেওয়া যায় না। 'হাউ টু মেক আ চ্যাম্পিয়ন'-এর পথ অত সহজ নয়। সে বড় দুর্গম। চ্যাম্পিয়নের মতো চ্যাম্পিয়ন ক্যাটালিস্টদেরও উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, নিরন্তর রগড়াতে হয়, নির্মোহ ত্যাগীর জীবনযাপন করতে হয়। কিন্তু প্রাপ্য তাঁরা পেয়েও যান ঠিক। সর্বশক্তিমান-ই দিয়ে দেন। নানা প্রকারে। নানা ভাবে।

জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি জাদেজা উৎসর্গ করেছিলেন ১৭ বছর বয়সে হারানো মাকে। কমনওয়েলথের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাদা অলোকের কথা বলতে গিয়ে চোখে জল চলে এসেছিল অচিন্ত্য শিউলির। জীবনের প্রথম টেস্টে সরফরাজ যে জার্সিটা পরে নেমেছিলেন, তার পিঠে একটা সংখ্যা ছিল— ৯৭। হিন্দিতে যা 'নও' আর 'সাত', শুনতে লাগে নৌশাদ! বিদায়ী বক্তৃতার সময় 'থ্যাঙ্কস অজিত' বলার সময় দু'ফোঁটা জল গড়িয়েছিল শচীনের গাল বেয়ে। যা আজও নিশ্চিত গচ্ছিত রয়েছে ওয়াংখেড়ে নামক ক্রিকেট-দেবভূমিতে। কখনও ক্রিকেট-তীর্থ করতে মুম্বই গেলে খুঁজবেন, ঠিক পাবেন। পেলে, পারলে একটা প্রণামও করবেন। করা উচিত।

কিন্তু তা কখনও আমাদের করা হয়ে ওঠে না। শচীন-গুকেশ-সেরেনা-ভেনাস-যশস্বী-অচিন্ত্যদের নিয়ে চিরকাল মোহাবিষ্ট থাকি আমরা, থাকে এ পৃথিবী। অজিত-রজনীকান্ত-রিচার্ড-জোয়ালা-অলোকদের কখনও কদর করে না। অথচ দ্বিতীয়টা ছাড়া প্রথম সম্ভবই নয়। কোনও কালে নয়। আহা, ভাল বিরিয়ানি রান্নায় শুধু পাঁঠার মাংস-বাসমতী চাল-মশলাপাতি জোগাড় করে ছেড়ে দিলেই চলে না কি? একই সঙ্গে তো দক্ষ পাচকও লাগে, তাই না?

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ◆ পাঁপড়

থাকে যদি ডাটা, জমে যায় রান্নাটা

কেনার সময় অবশ্যই

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড

নাম দেখে তবেই কিনবেন

207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007
Email : dutaspice@gmail.com,
Website : www.dutaspices.com
facebook : www.facebook.com/duta.rannaghar
youtube : www.youtube.com/c/duta rannagharbengalirecipe
For any enquiry, call 033 2259 4112 / 98363 74300

INDIAN SPICES

100% NATURAL PRODUCT

গুকেশ ও লিরেন দু'জনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সিরিজে ভুলচুক করেছেন বলে গেল-গেল রব উঠেছে! অবাক লাগে! 'চ্যাম্পিয়ন' মানে কি রোবট? চ্যাম্পিয়ন মানে ভুলের পৃথিবী থেকে নির্বাসন?

রোবটদর্শন

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সব জিনিসই যেন 'ইনস্ট্যান্ট নুডল্‌স'। বিশ্বকাপ ফুটবল এলেই পাড়ার ফুটবল মাঠে আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিলের পতাকা ওড়ে। যেন পতাকা ওড়ালেই মেসি কিংবা নেইমার। যে কোনও নারীনিগ্রহের খবর নিয়ে হইচই হলেই মেয়েদের ক্যারাটে শেখানোর ধুম লাগে। যেন তিনদিন ক্যারাটে শিখেই ধড়াদ্দম সব দুষ্টু লোককে দমপোক্ত করে ফেলা যাবে। এখন সিরিজেরই সংযোজন— দাবা।

আগে কচি বাচ্চারা কাঁধে নিজের দেড়গুণ সাইজের কিটব্যাগ নিয়ে ভোরবেলা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হতে যেত, এখন সকলের বাচ্চারা যাচ্ছে দাবা আকাদেমিতে, বুদ্ধিমান হতে। না, ক্যারাটে, ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা— কোনওটাতেই দোষের কিছু নেই। কিন্তু কথা হল, কোনওটাই এরকম তিনদিনে মেরে দেওয়া যায় না! ঠিক যেমন বিখ্যাত মাস্টারের কোচিংয়ে ফিজিক্স পড়তে গেলেই আইনস্টাইন হওয়া যায় না। যে কোনও ব্যাপারেই একটু উপরে উঠতে গেলেই দরকার তুমুল রগড়ানি, সেটা যেমন অনাকর্ষণীয় তেমনই গ্ল্যামারহীন। উচ্চাঙ্গ সংগীত শুধু রপ্ত করতে গেলেই অন্তত বছর পাঁচ-সাত স্রেফ 'আ-আ' করে পাল্টা বা সরগম অভ্যাস করতে হয় দিনে বহু ঘণ্টা, গানটান গাওয়া তো পরের কথা! টেনিস খেলোয়াড়, যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁরা কচি বয়স থেকে স্রেফ একই শট বছরের-পর-বছর অভ্যাস করে গিয়েছেন, খেলায় ঢোকার আগে।

হাফটিকিট, আব্দুলিশ...। লাতিন আমেরিকার রাস্তায় ফুটবলে মজে খুদেরা

From the house of
SALICAL®

কোমর, পিঠ, ঘাড়, জয়েন্টের ব্যথা, মাংসপেশির স্ট্রেনে উপকারী

উইনার
জেল

Alcohol Free Safe for all age Groups

Effective in all Alcoholic Liver Disease

খাও–দাও–মজায় থাকো

Liv-N-Zyme™

লিভ-এন-জাইম সঙ্গে রাখো

Ayurvedic Liver Tonic cum Digestive Enzyme

- লিভারকে সুরক্ষিত রাখে
- খিদে বাড়ায়
- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে
- অজীর্ণ, বদহজম, অ্যাসিডিটি, গ্যাস, অম্বল ও চোঁয়াঢেকুর সারিয়ে তোলে

Sdi Trade Enquiries: 9804688185

Available on: Flipkart Health+ | Flipkart | amazon

সমুখ-সমরে ডিং লিরেন ও গুকেশ দোম্মারাজু। ওয়ার্ল্ড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৪। সিঙ্গাপুর

ক্যারাটে-কুংফু থেকে দাবা সর্বত্র এই এক ব্যাপার। জীবনের সব জিনিস ছেড়ে স্রেফ ওই একটা জিনিস নিয়েই অবিরত রগড়ে চলতে হবে। বিয়ে-শাদি-নেমন্তন্ন, সিনেমা-থিয়েটার, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে লেখাপড়াও শিকেয় তুলে। এই একবিংশ শতকে, ব্যাপারটা সেরকমই।

তাতেও যে সাফল্য আসবে, বা খ্যাতি, তা না-ও হতে পারে, কিন্তু জিনিসটা মোটামুটি শিখতে গেলেই এইটুকু করতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, এই রগড়ানিটা একটা বাচ্চা খামোকা নেবে কেন? গ্ল্যামারের জন্য কোনও বাচ্চা হাঁকুপাঁকু করছে বলে মনে হয় না। প্রচুর পেশি দিয়েই-বা কী হবে কে জানে। পৃথিবীতে ব্রুস লি এক-আধটাই হয়, বাকি যে কোনও ব্ল্যাক বেল্টকে বন্দুকের গুলি কিংবা একাধিক লোক মিলে দুটো রডের বাড়ি মারলেই কাবু করে ফেলা যাবে। আর দাবা খেললেই যে বুদ্ধি বাড়বে তা-ও না। নিশ্চয়ই কসরত কিছু হয়, কিন্তু সে তো পিয়ানো বাজালেও হয়। বুদ্ধি তো একমাত্রিক ব্যাপারও নয়, শাস্ত্রীয় সংগীতে ঠিক সময় মাত্রা হিসেব করে তেহাই মারতে হলে যে-দ্রুততায় হিসেব করে ফেলতে হয়, সেটা বুদ্ধি ছাড়া কী! ফলে, শরীরচর্চা, বা বুদ্ধিচর্চা, বা খেলা— ভাল জিনিস হলেও— স্রেফ চর্চার জন্য এত রগড়ানির প্রয়োজন আছে কি?

বস্তুত দাবা-ই হোক বা টেনিস, খেলার জগতে একটা পর্যায়ের পর বিষয়টা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে মনে হয়, রোবটরা খেলা করছে। মানুষের ভুল হয়, মানুষ চমৎকারিত্বও দেখায়— এই মানবিকতাটুকু হাপিস করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে। আর কেউ কোনও ভুল করবে না, প্রতিটি দান মাথায় বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বসিয়ে নেবে, যাতে যন্ত্রের মতো ঠিক সময় উগরে দেওয়া যায়। 'ক্রীড়াবিজ্ঞান' নামক একটা বস্তুর উদ্ভবই হয়েছে এজন্য, যাতে খেলা থেকে স্বাভাবিকত্ব ব্যাপারটাই হাওয়া করে দেওয়া যায়।

ধরুন, পড়ে গিয়ে চোট লাগলে চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা করবেন। কিন্তু তিনি যদি শোনেন, আপনি যদি রোজ এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে এক কিলোমিটার করে যান, আর এই করতে গিয়ে আপনার চোটটা লেগেছে, তবে প্রথমেই তিনি বলবেন, ওইভাবে হাঁটা ঠিক না। আপনাকে তো দুটো পা দেওয়া হয়েছে, দুটোর সদ্ব্যবহার করুন। অথচ শচীন তেন্ডুলকারের 'টেনিস এলবো' হল ক্রমাগত একটা গদার মতো ভারী ব্যাট ঘুরিয়ে অনুশীলন এবং খেলার জন্য। খুব স্পষ্টতই মানুষের শরীর এর জন্য তৈরি না। কিন্তু ক্রীড়াবিজ্ঞানীরা সেই সহজ কথাটা বলবেন না, বলবেন না যে, এই গদা ঘোরালে এরকম লাগবেই, খেলতে হলে একটা হালকা কিছু নিন। বরং ওই একপায়ে লাফিয়ে হাঁটার মতোই গদা চালানো কী করে সম্ভব করা যায়— সেই নিয়ে গবেষণা করবেন।

মানুষের জন্য খেলা, না, খেলার জন্য মানুষ? দাবা থেকে ক্রিকেট— এগুলো এজন্যই আর খেলা নেই। যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্রেফ আনন্দ পেতে গেলে এই রগড়ানির আদৌ প্রয়োজন নেই। খেলা একসময়ে আনন্দের ব্যাপার ছিল। এজন্যই অলিম্পিকের বিখ্যাত স্লোগানটা ছিল, যে— অংশগ্রহণটাই আসল, জেতাটা না। স্লোগানটা এখনও আছে, কিন্তু লোকে ওটাকে ইয়ার্কি ভাবে। এখন এসব রূপকথা হয়ে গিয়েছে, যে, বার্বাডোজের সমুদ্রতটে কালো বাচ্চারা আনন্দ করে ক্রিকেট খেলত, লাতিন আমেরিকার রাস্তায় ফুটবল, রাশিয়ায় যেমন ছিল ঘরে-ঘরে দাবা। এর মধ্যে যাদের খেলায় সত্যিকারের প্রতিভা আছে, তারা উঠে আসত, পেলে বা মারাদোনাকে, আমরা যেভাবে পেয়েছি।

কিন্তু এখন 'খেলা' মানে মূলত রোবট তৈরির কারখানা। এই বস্তু ভাল না খারাপ— সে বিচার করার জন্য এই লেখা না, কিন্তু এই রোবট তৈরির কারখানা, অসীম রগড়ানি, এবং সাফল্যের অতিসামান্য সম্ভাবনা, এটা যদি কারও কাম্য হয়, তিনি তাঁর সন্তানকে এই পথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন। তা না হলে, কিট ব্যাগ নিয়ে দৌড়নো, বা অমুক 'চ্যাম্পিয়ন' হয়েছে বলে, সপ্তাহে একদিন দাবার প্রশিক্ষণ, এর কোনও মানে নেই আর এখনকার পৃথিবীতে।

'চ্যাম্পিয়ন' হওয়ার গুণ যার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, অনুশীলন সেই গুণকে ডালপালা মেলতে সহায়তা করে। আমরাও তো চাই— আরও চ্যাম্পিয়ন উঠে আসুক। কিন্তু সে-ই চ্যাম্পিয়ন যেন রোবটে পরিণত না হয়। চ্যাম্পিয়নের জার্নিতে যেন আনন্দের রোদ-ছায়া থাকে, ভুলচুকের দুর্বল মুহূর্ত যেন তাতে ধরা পড়ে, আর সাফল্যের শীর্ষে ওঠার পরে যেন হারিয়ে না যায় মূল্যবোধের শ্বাসপ্রশ্বাসটুকু।

খেলা একসময় আনন্দের ব্যাপার ছিল। এজন্যই অলিম্পিকের বিখ্যাত স্লোগানটা ছিল, যে— অংশগ্রহণটাই আসল, জেতাটা না। স্লোগানটা এখনও আছে, কিন্তু লোকে ওটাকে ইয়ার্কি ভাবে। এখন এসব রূপকথা হয়ে গিয়েছে, যে, বার্বাডোজের সমুদ্রতটে কালো বাচ্চারা আনন্দ করে ক্রিকেট খেলত, লাতিন আমেরিকার রাস্তায় ফুটবল, রাশিয়ায় যেমন ছিল ঘরে-ঘরে দাবা।

চারযুগ অতিক্রান্ত
গ্রহরত্নের সঠিক দাম ও নির্ভুল জ্যোতিষ গণনা

মাধব জুয়েলার্স

খাঁটি গ্রহরত্নের একমাত্র ভরসা জোগায়

সর্বশ্রী যোগীরাজ
৪৫ বছরের অভিজ্ঞতা

দুলাল আচার্য্য
৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা

গৌতম ভট্টাচার্য্য
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৬৫ বছরের অভিজ্ঞতা

সত্য কাম
৪০ বছরের অভিজ্ঞতা

স্বরাজ রায়
৫০ বছরের অভিজ্ঞতা

শান্তি মিশ্র
৪০ বছরের অভিজ্ঞতা

197, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
(Besides of Swami Vivekananda's Ancestral House)
✆ : 033 2241 1754,
✆ : 98302 02837 / 98366 14900

কথা অমৃত সমান

শল্য নতুন সেনাপতি হলেন। তিনি 'অতিরথ', কিন্তু কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধে তাঁকে সবিশেষ যুদ্ধ করতে দেখা যায় না। আবার, পাণ্ডবদের সঙ্গে মাতুল সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও তিনি কৌরবদের হয়েই যুদ্ধ করেছেন! কেন?

শল্যর সংকট

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

শল্যকে আমরা কৃষ্ণর চোখে চোখ রেখে রথ চালাতে দেখেছি বটে, কিন্তু তাতেও আমরা এটা বুঝিনি যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সাড়ে সতেরো দিনের শেষ পর্যায়ে, কর্ণ মারা যাওয়ার পর, আজ অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে শল্য যখন সেনাপতি নিযুক্ত হচ্ছেন, তখন তাঁর মুখে এই সর্বোক্তি কতটুকু শোভা পায়? শল্য বলছেন কিনা— দুর্যোধন, তুমি অর্জুন আর কৃষ্ণকে যত বড় মহাবীরই মনে করো না কেন, আমার শক্তির কাছে তারা কিছুই নয়— ন মে তুল্যাবুভাবেতৌ বাহুবীর্যে কথঞ্চন। আরও আশ্চর্য এটাই যে, শল্য কিন্তু সেই ভীষ্মর সেনাপতিত্বের কাল থেকে কর্ণ-বধ পর্যন্ত অর্জুন-কৃষ্ণর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষত, শল্যর সেই মুহূর্তটুকু মনে থাকার কথা যে, কর্ণকে সেনাপতি-পদে বরণ করার সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন মনের কথা মনে চেপে রেখে কর্ণের বীরত্ব-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন, তখন কর্ণ কোনও গর্বোক্তি না-করা সত্ত্বেও দুর্যোধন আশ্বস্ত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন— ভীষ্ম চলে গিয়েছেন, দ্রোণও মারা গিয়েছেন, তাঁরাও পারেননি বটে, কিন্তু কর্ণ ঠিক পাণ্ডবদের জিতে নেবে— হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণো জেষ্যতি পাণ্ডবান্।

দুর্যোধনের এই ইচ্ছাপূরক আত্মতুষ্টির কথাটাকে মহাভারতের ভাবুক-রসিক ভাষ্যকারেরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই কথাটা দুর্যোধনের মুখে

জীবনে বাঁচুন প্রাণ ভরে
হঠাৎ যদি বিপদ আসে
আমরা আছি রাত দিন সাত দিন

FIVE POINT HOSPITAL

A Unit Of Ramkamal Udyog

An ISO 9001 : 2015 Certified Hospital

Our Facilities

- 24 hrs × 7 days Emergency
- 24 hrs Ambulance
- 24 hrs Pathology
- 24 hrs Pharmacy
- Advanced ICU
- Cardiology
- General Medicine
- Pace maker implantation
- Respiratory Medicine
- Paediatrics
- NICU
- General Surgery
- Laproscopic Surgery
- Orthopedic Surgery
- Neuro Surgery
- Uro Surgery
- Spine Surgery
- Plastic & Reconstructive Surgery
- Joint Replacement
- Gynecology
- Obstetrics
- Burn Unit

227, A.P.C Road, Kolkata-700 004 (Near : Shyambazar CESC Office)

Call or WhatsApp : 96749 94322, 90078 25226.

E-Mail : fivepointhospital@gmail.com

Find us on :

সুস্থ থাকুন
ভালো থাকুন

24/7 EMERGENCY SERVICES

(033) 2554 1001/1002

বসিয়েও এটাকে যদি অদৃষ্ট দেবতার এক দীর্ঘশ্বাস বলে মনে করি, তাহলে তির্যকভাবে এক তাচ্ছিল্যের সুর ভেসে আসবে— 'হাতি-ঘোড়া গেল তল'-এর প্রবাদশেষ বাক্যটির মতো। অর্থাৎ এমনও তো ভাবা যেতে পারে যে— ভীষ্ম গেল, দ্রোণ গেল, এখন নাকি কর্ণ জিতবে পাণ্ডবদের— হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণে জেষ্যতি পাণ্ডবান্?

আমাদের বক্তব্য— ভীষ্ম, দ্রোণ, এমনকী মহাবীর কর্ণর মতো মহাবীর যোদ্ধার পতনের পরেও মদ্ররাজ শল্য— যাঁর একটা কোনও বিরাট যুদ্ধজয়ের কথা পূর্বে কোথাও বিস্তারিত বর্ণনায় ঘোষিত হয়নি মহাভারতে— সেই তিনি অর্জুন এবং কৃষ্ণকেও নিজের চেয়ে কম মনে করছেন! আমাদের তাই সেই শিবের মুখে স্বস্তি-বাক্যের মতো মনে হচ্ছে— দ্রোণ গেলেন, কর্ণ গেলেন, এখন কিনা শল্য জিতবেন পাণ্ডবদের— হতে দ্রোণে চ কর্ণে চ শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান? আমাদের কৌতুক হয়— এই সত্যটা শল্য বোঝেন না, যাতে এমন গর্বোক্তি করছেন তিনি, নাকি সেটা মহাভারতীয় বীরদের একটা স্বভাব বটে।

যথাবিধানে দুর্যোধন সেনাপতি-পদে বরণ করলেন শল্যকে এবং কৌরবপক্ষের সমস্ত সৈন্যরা সিংহনাদ করে উঠল আনন্দে। সত্যি বলতে কী, শল্যের বীরপনাও এতটাই তথাকথিতভাবে বিশ্রুত ছিল যে, কৌরবপক্ষের সমবেত রাজন্যবর্গ ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণর অভাব ভুলে গেল মুহূর্তেই— ন কর্ণব্যসনং কিঞ্চিন্নেনিরে তত্র ভারত। সব শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে হতাশ্বাস বীরদের এটাই সান্ত্বনা।

আপনাদের মনে থাকার কথা, কুরুক্ষেত্রর এই যুদ্ধ-বিবরণ সমস্তটাই ধৃতরাষ্ট্রর কাছে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করছিলেন সঞ্জয়। যুদ্ধে অভিষিক্ত শল্যকে যখন উন্মাদিনী প্রশংসায় ভরিয়ে তুলছেন সকলে, সেই সময়, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রর কাছে অদ্ভুত একটা মন্তব্য করলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, সমস্ত লোকের মুখে প্রশংসা শুনে যুদ্ধে অশিক্ষিত ব্যক্তি যে দুর্লভ আনন্দ পায়, শল্য সেই আনন্দ লাভ করলেন— হর্ষং প্রাপ তদা বীরো দুরাপম্ অকৃতাত্মভিঃ। এখানে বলা দরকার যে, সংস্কৃতে 'কৃ' ধাতু ইংরেজিতে ঠিক ভার্ব 'to do'-এর মতো ব্যবহৃত হয়। 'ডু' ভার্বটা যেমন অন্য ক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় (যেমন, Do you mind my smoking? Yes, I do), ঠিক তেমনই 'কৃ' ধাতু বহু ক্রিয়ার বিকল্প হয়ে ওঠে। যদি বলি— 'কৃতার্থ' হলাম, তাহলে বুঝতে হয়— 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজন যার কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে যদি বলি, 'কৃতাত্মা', তাহলে 'আত্মা' বলতে যেমন ইন্দ্রিয় বোঝায়, তেমনই 'কৃত' মানে বুঝতে হবে 'জিত' হয়েছে। অর্থাৎ 'কৃতাত্মা' মানে জিতেন্দ্রিয়, 'অকৃতাত্মা' মানে 'অজিতেন্দ্রিয়'। কিন্তু এই যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে শল্যের মতো যোদ্ধার প্রসঙ্গে যখন 'অকৃতাত্মা' কথাটা উঠছে, তখন অজিতেন্দ্রিয়তার কোনও অর্থেই অবকাশ তৈরি হয় না। অতএব, এই অর্থই এখানে শ্রেয় যে, অধস্তন সৈন্যসামন্ত এবং পার্শ্বগত রাজন্যবর্গের বহুমানন প্রশংসায় অভিভূত হয়ে শল্য যে প্রবল প্রতাপশালী পাণ্ডবদের শক্তিমত্তা ভুলে গেলেন এবং সেনাপতিত্ব লাভের ঘটনাটা উপভোগ করলেন, এটার মধ্যে একটা অজ্ঞতার আনন্দ আছে। কর্ণও যেটা অর্জুন-কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, অর্থাৎ নিজে বড় যোদ্ধা বলেই জানি যে, ওঁরা কতটা বড় যোদ্ধা— সেটা সত্যিই শল্য যুদ্ধে অশিক্ষিত ব্যক্তির মতো ভুলে গেলেন। কাজেই যুদ্ধে অশিক্ষিত ব্যক্তির মতোই সেদিন আনন্দ পেলেন শল্য— হর্ষং প্রাপ তদা বীরো দুরাপমকৃতাত্মভিঃ।

অস্ত্রজীবী যুদ্ধবীরদের মধ্যে শল্য যে মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই। মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে কৃষ্ণের সমান যুদ্ধবীর— 'বাসুদেবসমো যুধি' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ মহাভারতের এই বিশাল যুদ্ধে তাঁকে যে খুব কৃতিত্ব প্রকাশ করতে দেখি, তা নয়। তার কারণ হয়তো ভীষ্ম এবং দ্রোণের মতো তিনি কৌরবপক্ষে থেকে যুদ্ধ করলেও পাণ্ডবদের ব্যাপারে তাঁর মমতা এবং গৌরববোধ ছিল বেশি। কথাটা তাঁর নিজের কথা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে দুর্যোধন নিজপক্ষের এবং পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধবীরদের অস্ত্রক্ষমতা এবং বীরত্ব পরিমাপ করার জন্য ভীষ্মকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তর দেওয়ার সময় যুদ্ধনায়কদের ক্ষমতা নির্ণয় করার সঙ্গে-সঙ্গে ভীষ্ম ছোট-ছোট এমন দু'-একটি টিপ্পনী দিয়েছেন, যাতে বোঝা যায়— কৌরবপক্ষের সকল যুদ্ধনায়ক যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা পূর্ণপ্রাণে যুদ্ধ করতে পারছেন না। ফলে তাঁরা যতটা পারেন, ততটা করতে পারছেন না। দুর্যোধনের দুর্ভাগ্য বুঝিয়ে দিয়ে ভীষ্ম বলেছেন, মদ্রাধিপতি শল্য যোদ্ধা বড় কম নয়। তিনি 'অতিরথ' যোদ্ধা। বাসুদেব কৃষ্ণর সঙ্গে স্পর্ধা করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন, এমন বড় যুদ্ধাস্ত্রবিৎ হলেন শল্য— স্পর্ধতে বাসুদেবেন নিত্যং যো বৌ রণে রণে।

এই শেষ পঙ্‌ক্তিটি আমাদের কাছে অবশ্য খুব 'ইনট্রিগিং'। আমরা শল্যর সঙ্গে পাণ্ডবদের মামা-ভাগনে সম্পর্কের কথা যখন মনে রাখি, তখন তো সন্দেহ হয়ই যে, কেমন মানুষ এই শল্য, এতটাই কি তিনি আত্মভোলা এবং এতটাই কি তিনি খোশামুদি পছন্দ করেন যে, ভাগনেদের দূরে ঠেলে দিয়ে দুর্যোধনের তৈলমর্দনে তাঁরই পক্ষে যুদ্ধ করতে গেলেন— এ কেমন মামা শল্য? ঠিক এইখানে উপরিউক্ত সংস্কৃত পঙ্‌ক্তিটির আক্ষরিক অর্থ আমাদের খানিকটা অন্য ইঙ্গিত দেয়। শ্লোকের মধ্যে আছে— রণে রণে— অর্থাৎ, প্রত্যেকটা যুদ্ধেই তিনি চিরকাল বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে সমান ক্ষমতা দেখিয়ে এসেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, মহাভারতে আমরা এমন কোনও জায়গা পাইনি, যেখানে কৃষ্ণর সঙ্গে শল্যর কোনও সরাসরি যুদ্ধ হয়েছে বলে প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু মহাভারতের কোনও ঘটনার ঐতিহাসিকতা শুধু মহাভারতেই লুকিয়ে নেই, আরও অন্য জায়গাতেও আছে। বিশেষত, কৃষ্ণর পূর্বজীবন-সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ মহাভারতের চেয়ে খিল-হরিবংশে বেশি আছে। সেই হরিবংশে কৃষ্ণর পূর্ব-জীবনের যে সমসাময়িক রাজমণ্ডলের বিবরণ আছে, সেখানে কিন্তু কৃষ্ণর প্রধান প্রতিপক্ষ জরাসন্ধের মিত্রবাহিনীর মধ্যে মদ্রাধিপতি শল্য একজন। কংস মারা যাওয়ার পর মগধরাজ জরাসন্ধ যে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণর বাসস্থান মথুরা আক্রমণ করেছিলেন, সেই মিত্র-রাজগোষ্ঠীর মধ্যে শল্য কিন্তু অন্যতম যোদ্ধা— মদ্ররাজশ্চ বলবান্ ত্রিগর্তানামধীশ্বরঃ— এবং যে-সব রাজারা জরাসন্ধের আজ্ঞায় কৃষ্ণকে বাধা দেওয়ার জন্য মথুরা-নগরের পূর্বদ্বারে যুদ্ধবেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন, শল্য কিন্তু সেখানে অন্যতম নায়ক।

আমাদের বক্তব্য, কৃষ্ণর সঙ্গে শল্যর সরাসরি যুদ্ধ এখানে হয়নি ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণ বাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে শল্য একজন অন্যতম সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী— এই ধারণাটা তখন থেকেই গড়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। আরও একটা কথা। তখনকার দিনের রাজনৈতিক কূটচক্র এমনটাই ছিল যে, যাঁরা মাগধ জরাসন্ধের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই কৃষ্ণকে পছন্দ করতেন না, এবং উল্টোদিকে কৃষ্ণেরও সেই মনোভাব থাকার কথা। এই সূত্র থেকেই এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে— যদিও হাতেনাতে প্রমাণ দিয়ে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাবে না— তবু এটাই বিশ্বাসযোগ্য যে, প্রধানত কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন বলেই পাণ্ডবদের একান্ত মাতুল হওয়া সত্ত্বেও শল্য দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুপ্রেরণায়

CELEBRATING 59 YEARS OF EXCELLENCE SINCE 1965

Hf housfed

আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা গড়তে সাহায্য করি।

"শুরু থেকে শেষ – কিস্তি একই এটাই আপনার ভরসা"

- পশ্চিমবঙ্গে আবাসন সমস্যার সমাধানে এক বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
- গত ৫৮ বছরে অসংখ্য স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্ন পূরণের অংশীদার।
- সমবায়ের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবে গৃহ ঋণের সুযোগ।
- সরল গৃহ ঋণ।

সুদের হার

সমবায় আবাসন এবং ব্যক্তিগত গৃহঋণের ক্ষেত্রে

৮.২৫%-৮.৭৫%

শাখা সমূহের ফোন নং

কলকাতা ও ২৪ পরগণা ঃ
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৩৬-৫৭৬৪/৯৪২৪
শ্রীরামপুর ঃ ফোন ঃ (০৩৩) ২৬৫২-৫৭৩৯
দুর্গাপুর ঃ ফোন ঃ (০৩৪৩) ২৫৪৬৭১৩
আসানসোল ঃ ফোন ঃ (০৩৪১২) ২৭০৭৪৮
মেদিনীপুর ঃ ফোন ঃ (০৩২২২) ২৭৫৫৫৬
তমলুক ঃ ফোন ঃ (০৩২২৮) ২৬৬৯৭৭
রানাঘাট ঃ ফোন ঃ (০৩৪৭৩) ২১১৪৭৬
বহরমপুর ঃ ফোন ঃ (০৩৪৮২) ২৫২৫১২
মালদা ঃ ফোন ঃ (০৩৫১২) ২৬৬২৫৩
শিলিগুড়ি ঃ ফোন ঃ (০৩৫৩) ২৪৩৩৬১২
বর্ধমান ঃ ফোন ঃ (০৩৪২) ২৫৬৯০১৫

অমিত কুমার দাস
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

আশিস চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান

তপেন্দ্র মোহন বিশ্বাস
ভাইস চেয়ারম্যান

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন লিমিটেড

পি-১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, টোডি ম্যানসান (৪র্থ তল), কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ইমেল ঃ wbhousfed2013@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.wbhousfed.co.in
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৩৬-৯৪২৪, ২২৩৬-৫৭৬৪,

বলে ঠিক করেছিলেন, নইলে যাত্রাপথের মাঝখান থেকে শল্যকে 'হাইজ্যাক' করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসাটা কী অত সহজ হত দুর্যোধনের পক্ষে! রাজনৈতিক তাড়নার কথা না-ভেবে শল্যর ভোলাভালা স্বভাবটা বড় করে দেখানোর মজাটা আমরা পেতেই পারি, কিন্তু তাতে সমীকরণ সহজীকরণের জায়গায় চলে যায়।

তবে হ্যাঁ, কৃষ্ণর কারণেই হোক অথবা তাঁর সহজ স্বভাবের গুণেই হোক, শল্যর ক্ষেত্রে মাতুল-সম্বন্ধের স্নেহটুকু অনস্বীকার্য বলেই ভীষ্ম বলেছেন— শল্যরাজ প্রত্যেকটি যুদ্ধে নিজেকে কৃষ্ণ-বাসুদেবের সমান বলে স্পর্ধা করে থাকেন, তিনিও তোমার হয়ে সর্বপ্রযত্নে তোমার শত্রুসংহার করবেন বটে, কিন্তু মনে রেখো— তিনি কিন্তু নিজের ভাগনেদের ছেড়ে তোমার পক্ষে যোগ দিয়েছেন— বাগিনেয়ান্ নিজাংস্ত্যক্ত্বা শল্যস্তে রথসত্তমঃ— অর্থাৎ, ভীষ্ম ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, 'অতিরথ' বীর হওয়া সত্ত্বেও ভাগনেদের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা শল্যর কাছে তাঁর প্রত্যাশিত শক্তি কমিয়ে দেবে, তিনি পূর্ণপ্রাণে যুদ্ধ করতে পারবেন না।

আবারও বলি, মহাভারতের মধ্যে শল্য সম্বন্ধে বীরত্ব-গৌরব প্রচুর আছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি তেমন কোনও যুদ্ধ-ভূমিকা গ্রহণ করেননি যাতে তাঁর অতিরথ-ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং হয়তো সেটা ভাগনেদের কারণেই। সমর-শৌণ্ড দুর্যোধনের দুর্ভাগ্য এইখানেই। ভীষ্ম— কৌরব ও পাণ্ডবের পিতামহ বলেই হোক অথবা তাঁর স্বকল্পিত যুক্তি অনুসারে কৌরবদের অন্নদাস বলেই হোক— তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থেকেও পাণ্ডবদের বিজয় প্রার্থনা করেছেন। দ্রোণও তাঁর অর্থদাসত্বের কথা পুরোপুরি স্বীকার না করলেও সে-কথা ধরে নিয়েই পাণ্ডবদের মঙ্গল চেয়েছেন, এবং তাঁর সবিশেষ দুর্বলতাও ছিল মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনের ওপর।

কিন্তু আশ্চর্য লাগে শল্যর ব্যাপারে। যুদ্ধ-পূর্বাহ্নে যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপের আশীর্বাদ দিতে এসেছেন, তখন একই মান্যতায় শল্যর আশীর্বাদ চাইলেও তিনি ভীষ্মের মতো করেই সস্নেহে বলেছেন— তুমি যদি এইভাবে আমার কাছে যুদ্ধ করার অনুমোদন প্রার্থনা না-করতে, তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তবে ব্যাপারটা কী জানো, পুরুষ অর্থের দাস, 'অর্থ' কারও দাস নয়। আমি কৌরবের সঙ্গে অর্থের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি বলেই আমাকে থাকতে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে— বদ্ধোহস্মি অর্থেন কৌরবৈঃ।

আমাদের জিজ্ঞাসা হয়, ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ— এঁরা না হয় কুরুবাড়ির অন্নভুক্ অর্থদাস, কিন্তু শল্য তো কুরুবাড়িতে থাকতেনও না, কুরুবাড়ির প্রসাদও তিনি ভোগ করতেন না। তবে তাঁর মুখে এই কথা কেন? ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপদের কথার প্রতিধ্বনি করাটাই নিশ্চয়ই তাঁর মাহাত্ম্য নয়। এর সমাধান একটাই হতে পারে। আগেও বলেছি, মথুরা-শূরসেন অথবা বৃজি-বজ্জি-দেশের মতো মদ্র দেশেরও একটা প্রজাতান্ত্রিক পরিকাঠামো ছিল, এবং হয়তো তাঁরা যুদ্ধকালে সৈন্যসামন্ত ভাড়া খাটাতেন, যাকে আমরা 'মার্সেনারি' বলি। যুধিষ্ঠিরের কাছে শল্যর যাত্রাপথে দুর্যোধন যে মাঝখান থেকে তাঁকে অন্ন-পান-বিলাসে মুগ্ধ করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন, সেটা অর্থের বিনিময়ে নয়তো? স্পষ্ট এ-কথা লেখা নেই মহাভারতে, কিন্তু

আজকাল ইচ্ছা করলে হাঁটুর শুধু খারাপ অংশটুকুই বদলাতে পারেন

*পঞ্চাশোর্ধ মানুষজনের অনেকেই হাঁটুর ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে ক্ষয়ে যাওয়া খারাপ হাঁটুর অস্থি সন্ধি বাদ দিয়ে কৃত্তিম হাঁটু বা প্রস্থেসিস বসিয়ে নিচ্ছেন। আসলে এক্ষেত্রে হাঁটুর ব্যথা থেকে স্থায়ী ভাবে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হলে নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট ছাড়া পথ নেই। এই অপারেশনও এখন সহজ, নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়ে গেছে। রোবোটিক সার্জারি এই অস্ত্রোপচারকে আরো সহজ ও সাবলিল করে তুলেছে। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এখানেই থেমে নেই। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে হাঁটুর শুধু খারাপ অংশটুকুও বদলান সম্ভব। পার্শিয়াল নি রিপ্লেসমেন্ট সম্বন্ধে জানালেন - **বেলভিউ ক্লিনিক কলকাতার সিনিয়ার অর্থোপেডিক ও রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ডা. সন্তোষ কুমার।***

DR. SANTOSH KUMAR
Consultant Orthopaedic &
Joint Replacement Surgeon
Belle Vue Clinic, Kolkata

প্রশ্নঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রোগীরা কি সবক্ষেত্রেই শুধু হাঁটুর খারাপ অংশটি বদলাতে পারেন?

ডা.সন্তোষকুমারঃ না, এই ধরণের অপারেশন হাঁটু প্রতিস্থাপনের সব রোগীর জন্য নয়। আসলে এই বিষয়টা বুঝতে গেলে হাঁটুর গঠন সম্পর্কে একটু জানতে হবে। নি জয়েন্টকে হাঁটুর ভেতরের অংশ ও বাইরের অংশ বা মেডিয়াল ও ল্যাটারাল এই দুটি কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা হয়। অস্থি সন্ধির এই দুটি অংশের মধ্যে কেবলমাত্র যে কোনও একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে পার্শিয়াল নি-রিপ্লেসমেন্ট করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে খারাপ অংশটি বদলে ফেলে কৃত্তিম প্রত্যঙ্গ বসিয়ে দেওয়া হয়। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে হাড় কিছুটা বেঁকে গেলেও এই সার্জারি করা যায়। তাই হাঁটুর অস্থিসন্ধির এক দিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে সম্পূর্ণ অস্থিসন্ধি বদলে ফেলার দরকার হয় না। এই প্রতিস্থাপনে অল্প সময় লাগে ও কম কাটাকুটি হয় বলে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। এখন রোবোটিক সার্জারির সাহায্যেও এই প্রতিস্থাপন করা যায়।

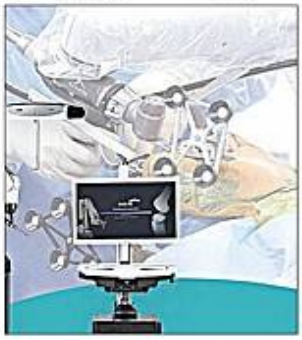

প্রশ্নঃ আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের কি বিশেষ কোন সুবিধা আছে?

ডা.সন্তোষকুমারঃ টোটাল নি রিপ্লেসমেন্টের থেকে পার্শিয়াল রিপ্লেসমেন্টে সত্যই কতগুলি বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমত হাঁটুর অস্থিসন্ধির এক দিক খারাপ হলে সম্পূর্ণ অস্থিসন্ধি বদলাতে হয় না। এই সার্জারিতে সময় কম লাগায় রোগী হাসপাতাল থেকে আগে বাড়ি যেতে ও দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। আংশিক প্রতিস্থাপনে মাটিতে পা মুড়ে বসা বা ভারতীয় টয়লেট ব্যবহার করায় কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকে না। তাছাড়া সাধারণ হাঁটু প্রতিস্থাপনের মতোই অপারশনের পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে চলাফেরা, সিঁড়িভাঙ্গা, গাড়ি চালান, পাহাড়ে বা সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়া সবই করা যায়।

প্রশ্নঃ হাঁটুর বদলে সাধারন কমপিউটারাইজড সার্জারির থেকে রোবোটিক সার্জারি কেন বেশী সুবিধাজনক?

ডা.সন্তোষকুমারঃ রোবটের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স পলকের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ পর্যন্ত হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সম্পুর্ন নিঁখুত হয়। আবার একইভাবে হাড় ও সফট টিস্যুও সুক্ষ এবং একশ শতাংশ সঠিক ভাবে কাটা হয় ফলে রক্তপাত হয় সামান্য। এর জন্য পোস্ট অপারেটিভ পেনও অনেক কমে যায় আর রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। অন্য দিকে প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্টও নিখুঁত হয় ফলে প্রস্থেসিসের আয়ুও বাড়ে। আবার পার্শিয়াল নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট তুলনামূলকভাবে বেশি সহজ বলে রোবোটিক সার্জারিতে এর সুবিধাও অনেক বেশি।

প্রশ্নঃ পার্শিয়াল নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট মেডিক্লেমের সুবিধা আছে কি?

ডা.সন্তোষকুমারঃ হ্যাঁ, পার্শিয়াল নি-রিপ্লেসমেন্টে টোটাল নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের মতোই সব ধরণের স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা পাওয়া যায়। সাধারণ হাঁটু প্রতিস্থাপনের মতোই এই অপারেশনও মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই। তাই কষ্ট না পেয়ে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।

হেল্পলাইন : **9147086790/9836365632**
Email : santdr@gmail.com
www.mykneemylife.org
http://www.drsantoshkumarortho.com/onlineconsultation
DR. SANTOSH KUMAR KNEE FOUNDATION
My Knee, My Life
Plot 332, Lake Town Block A,
Kolkata-89, Near Lake Town PS.
DR. SANTOSH KUMAR
Belle Vue Clinic, Room No.5, Doctors' Chamber, 9 Loudon Street, Kolkata-17

relation001@gmail.com

আত্মীয়-সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে ভাগনেদের পক্ষে যোগ না-দিয়ে শল্য যে মাঝখান থেকে হঠাৎই দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিলেন, সেখানে অর্থঘটিত ব্যাপার আছে বলেই মনে হয় এবং সেই কারণেই হয়তো যুধিষ্ঠিরের কাছে এই আত্মদৈন্যসূচক উচ্চারণ— মানুষ অর্থের দাস, আমি সেই কারণেই কৌরবদের বন্ধনে আটকে পড়ে আছি।

যুধিষ্ঠির অবশ্য শল্যর এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দায়বদ্ধতার কথা বোঝেন, আর বোঝেন বলেই তিনি কথা বাড়ান না। শল্য বলেন, আমার আছে তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা বলতে পারো। আমাকে কৌরবপক্ষে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে। শুধু এই ব্যাপারটা ছাড়া তুমি আর কী চাও বলো ভাগনে, আমি করার চেষ্টা করব— করিষ্যামি হি তে কামং... যুদ্ধাদন্যং কিমিচ্ছসি? যুধিষ্ঠির শল্যের পূর্ব-প্রক্রিয়া এবং ব্যবহার নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেন না, একবারও তিনি আক্ষেপ করে বলেন না যে, তুমি আমাদের মামা হয়ে কেমন করে আমাদের শত্রুপক্ষে নাম লেখালে? বরং শল্যর অসহায়তা সমস্তটা অনুধাবন করেই যুধিষ্ঠির প্রথমে বললেন, শত্রুর পক্ষে তুমি যুদ্ধ করছ— করো। কিন্তু আমার মঙ্গলের চিন্তাটা তুমি ছেড়ো না। শল্য বললেন, মঙ্গল-চিন্তা! তা বেশ, আমি তোমায় কী সাহায্য করতে পারি বলো, কিন্তু তোমার শত্রুপক্ষে থেকেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে, কী করব বলো কৌরবদের অর্থ আমাকে দায়বদ্ধ করে রেখেছে— কামং যোৎস্যে পরস্যার্থে বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।

দেখলেন তো, আবারও সেই অর্থবন্ধনের কথা এল এবং এই অর্থদায় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপের মতো অন্নদায়গ্রস্ত নয় বলেই আমার ধারণা হয় যে, শল্য কোনও-না-কোনও সময়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্‌কালে দুর্যোধনের কাছ থেকে সৈন্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। সেই দায় তাঁর পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিল না, কিন্তু মনের মধ্যে একটা পাপবোধ কাজ করছে বলেই শত্রুপক্ষে থেকেও যুধিষ্ঠিরকে কীভাবে এখন সাহায্য করা যায়, সেটা বারবার বলছেন।

যুধিষ্ঠির বেশি কিছু চাননি, তিনি শুধু শল্যকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন— আমাকে আপনি এই যুদ্ধের উদ্যোগকালে যে-বিষয়ে কথা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আপনি যে, মহাযুদ্ধের সময় কর্ণর যুদ্ধের মানসিক উদ্দীপনা আপনি নষ্ট করে দেবেন, আপনি সেটুকু করলেই আমার যথেষ্ট— স এব মে বরঃ শল্য উদ্‌যোগে যস্ত্বয়া কৃতঃ। শল্য সানন্দে উত্তর দিলেন— তুমি যেমনটি চেয়েছ, তাই হবে। তুমি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের আয়োজন করো। আমি কথা দিচ্ছি তুমি যা বলেছ, তাই করব— গচ্ছ যুধ্যস্ব বিশ্রব্ধঃ প্রতিজানে বচস্তব। যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের অনুমতি নিয়ে ভাইদের সঙ্গে ফিরে গিয়েছেন নিজের শিবিরে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। দশদিন যুদ্ধ করে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হলেন, দ্রোণাচার্য যুদ্ধ পরিচালনা করলেন আরও পাঁচদিন। দ্রোণের মৃত্যুর পর কর্ণর সেনাপতিত্বেও দু'দিন কাটল। কিন্তু এই সতেরো দিন ধরে শল্যকে আমরা খুব মহাযোদ্ধা হিসেবে চিনিনি। তার দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, ভাগনেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি যোদ্ধা হিসেবে তেমন করে প্রয়োগ করেননি নিজেকে এবং এই সংশয় তো স্বয়ং ভীষ্মই প্রকাশ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, অন্যের সেনা-নায়কত্বে বড় যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রকট করে লাভ কী, সুনাম-দুর্নাম যা হওয়ার, তা তো নায়কেরই হয়। তাই বলে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো গুণী মানুষ তাঁকে অশ্রদ্ধা করেননি কখনও। ভীষ্ম যখন পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করার জন্য সর্বতোভদ্র ব্যূহ সাজালেন, তখন সেই ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করার জন্য মহামতি দ্রোণের সঙ্গে শল্যও অন্যতম যোদ্ধা হিসেবে আছেন— দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতা ব্যূহস্য দংশিতাঃ। আবার যখন দ্রোণের সেনানায়কত্ব চলছে, তখনও কিন্তু দ্রোণের সাজানো গারুড় ব্যূহের ডান পাশ শল্যই রক্ষা করছেন।

যুধিষ্ঠির শল্যের পূর্ব-প্রক্রিয়া এবং ব্যবহার নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেন না, একবারও তিনি আক্ষেপ করে বলেন না যে, তুমি আমাদের মামা হয়ে কেমন করে আমাদের শত্রুপক্ষে নাম লেখালে? বরং শল্যর অসহায়তা সমস্তটা অনুধাবন করেই যুধিষ্ঠির প্রথমে বললেন, শত্রুর পক্ষে তুমি যুদ্ধ করছ— করো।

এতে করে অবশ্য আধুনিক কালের 'প্যাটার্ন' বার-করা গবেষকদের মতো এটা ভাবার কারণ নেই যে, শল্য ডানদিক থেকেই শুধু ভাল যুদ্ধ করতে পারতেন। কেননা সেকালের দিনের অস্ত্রশিক্ষায় অস্ত্রের বিশেষজ্ঞতা— যেমন গদা-যুদ্ধ অথবা ধনুর্বাণ, ভল্ল-যুদ্ধ অথবা শূল-যুদ্ধ, এগুলো যোদ্ধার শারীরিক এবং মানসিক প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণ করা যেত, কিন্তু ডাইনে পারি, বামে পারি না— এমন লোক শিক্ষার অনুপযুক্ত বলেই পরিগণিত হতেন। অতএব বাম-দক্ষিণ নয়, ভীষ্মের অথবা দ্রোণের নায়কত্বে বিভিন্ন পরিসরে শল্য যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে, ভীমের সঙ্গে, এমনকী সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতর নকুল-সহদেবের সঙ্গেও। তবে এসব যুদ্ধে কোনও পক্ষেরই কোনও মারণ-আক্রোশ দেখা যায়নি। এটা অবশ্য মানতে হবে যে, হিসেবমতো পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই তাঁর যুদ্ধ হয়েছে সবচেয়ে বেশিবার। তবে এসব ক্ষেত্রে জয়-পরাজয় তেমন নিশ্চিত নয়। একবার যেটা চোখে পড়ে— তিনি আর্জুনি অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সেটা অবশ্য দ্রোণের সেই চক্রব্যূহের অভিসন্ধি মধ্যে। অভিমন্যুর সঙ্গে সেদিন কেউই যুদ্ধে পেরে উঠছিলেন না। শল্যকে তো তিনি এমন আঘাত করেছিলেন যে, শল্য তাঁর রথদণ্ড ধরে রথের ভিতরে বসে পড়েন ও সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে যান— শল্যো রাজন্ রথোপস্থে নিষসাদ মুমোহ চ। শল্যকে এইভাবে যুদ্ধে পরাজিত এবং বসে পড়তে দেখে শল্যের ছোট ভাই অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন এবং অভিমন্যুর হাতে তিনি মারা-ই পড়লেন।

কখনও জিতে কখনও হেরে কখনও সমাবস্থায় এইভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন শল্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনও যুদ্ধই তেমন বড় যুদ্ধ নয় এবং শল্য সেভাবে নিজেকে তেমন প্রয়োগও করেননি। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ষোলো দিনের দিন কর্ণ সেনাপতি হলেন এবং মহা উৎসাহে যখন মকর-ব্যূহ সাজালেন তখন শল্যকে দেখছি— তিনি সেই ব্যূহের শেষের দিকে বামভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মদ্রদেশী সৈন্যদের নিয়ে— অনুপাদে তু যো বামস্তত্র শল্যো ব্যবস্থিতঃ। কর্ণের সেনাপতিত্বেও শল্য একইরকমভাবে চালিয়ে গেলেন, একইরকম নির্বিণ্ণতায়, নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বস্থানে অবস্থিত হয়ে।

(ক্রমশ)

অলংকরণ শান্তনু দে

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

ছোটদের পাপেট চলচ্চিত্র ‘হট্টগোল বিজয়’ তৈরি করে ‘প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক’ পান। খুদে মানুষদের খুদে বুকপকেট ভরাতে বানিয়েছিলেন ৮টি ছোট বইয়ের সংকলন, ‘মিনিবুক’। রঘুনাথ গোস্বামী আক্ষরিক অর্থেই বহুমুখী প্রতিভাধর।

রঘুরাজের শিল্পসভায়

প্রণবেশ মাইতি

উনিশ শতকের তিনের দশক— প্রকাশনা, বিজ্ঞাপন শিল্প ও ‘পাপেট’ জগতের এক অবিস্মরণীয় সময়। সেই সময়ই জন্ম এই জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রঘুনাথ গোস্বামীর। প্রকাশনা শিল্পে তাঁর কাজ যে খুব বেশি ছিল, তেমন নয়। তবে যেটুকু কাজ করেছেন, তা ভোলা

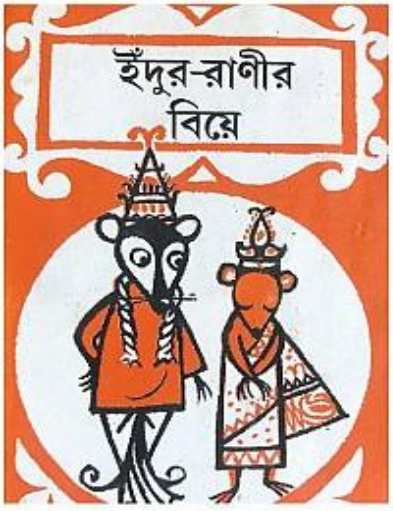

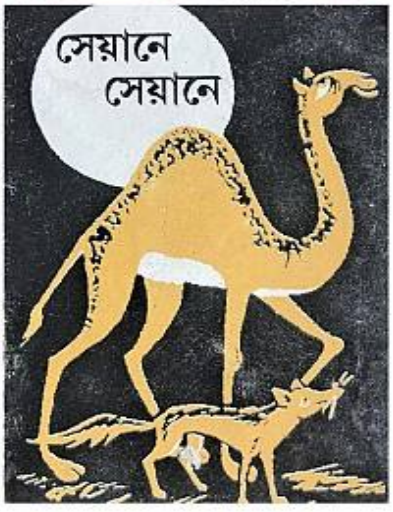

যায় না। বিশেষ করে ছোটদের জন্য।

১৯৬৭। রঘুনাথ তখন বিজ্ঞাপন জগতের বিশিষ্ট মানুষ। সরকারি ও বেসরকারি কাজে দেশ-বিদেশে আনাগোনা। পাশাপাশি চলছে পাপেট চর্চাও। তারই মধ্যে ছোটদের জন্য তৈরি করলেন এক আশ্চর্য পকেট বই— 'মিনিবুক'। আটটি ছোট বইয়ের একটি সংকলন। বিষয়: প্রচলিত লোককাহিনি-ছড়া-গল্প ইত্যাদি— ছোটদের মতো করে— তাঁর নিজের ভাষা ও ছবিতে— দু'রঙে ভরা। একেবারে খুদেদের জন্যই। ছোট মানুষদের জামার ছোট বুকপকেটে যা অনায়াসেই ধরে যেতে পারে।

'বাঁদরের লেজ', 'সেয়ানে সেয়ানে', 'চোরের সাজা', 'শঙ্খকুমার', 'ছড়ার বই', 'সাতমার পালোয়ান', ইঁদুর-রাণীর বিয়ে' আর 'হট্টমালা রাক্ষসের গল্প'। বইগুলির সাইজ ৮.৫ x ৫.৫ সেন্টিমিটার।

'বাঁদরের লেজ', 'সেয়ানে সেয়ানে', 'চোরের সাজা', 'শঙ্খকুমার', 'ছড়ার বই', 'সাতমার পালোয়ান', ইঁদুর-রাণীর বিয়ে' আর 'হট্টমালা রাক্ষসের গল্প'। বইগুলির সাইজ ৮.৫ x ৫.৫ সেন্টিমিটার। ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য উপহার!

এসবের মধ্যেও কিন্তু চলেছে পাপেট চর্চা। কর্মকাণ্ড চলেছে ছোট-বড় কয়েকজনকে নিয়ে। তিনরকম পাপেটেই ছিল রঘুনাথের অপার দক্ষতা— স্প্রিং, শ্যাডো ও গ্লাভস। 'হট্টগোল বিজয়' নামে এক আশ্চর্যজনক পাপেট চলচ্চিত্র তৈরি করলেন। ১৯৬০ সালে তারই জন্য পেলেন 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক'। ছোটদের উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র জগতে এই পদক তার আগে কেউ পাননি।

১৯৩১ সালে রঘুনাথ গোস্বামীর জন্ম, সাঁতরাগাছির ভট্টাচার্য পরিবারে— মামার বাড়িতে। সেখানেই তাঁর এক বন্ধুর মামা শৈলেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে শিল্প-সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হন। তাঁরই উৎসাহে ছবি আঁকা শুরু। শুধু তা-ই নয়, আর্ট কলেজের ভর্তি হওয়ার ছাড়পত্র পেয়েও তিনি ভর্তি হননি। শোনা যায়, এখানেও নাকি ছিল শৈলেনবাবুর পরামর্শ। তবে মামার বাড়ির নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতির পরিবেশ যে রঘুনাথকে বিশেষ সাহায্য করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাঁরা বাংলার বিজ্ঞাপন জগৎ শাসন করে গিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কিন্তু স্ব-শিক্ষিত। রঘুনাথ গোস্বামীর কর্মজীবন শুরু বুক ডিজাইনার ও আলংকারিক হিসেবে। পরবর্তীকালে 'জে. ওয়াল্টার থমসন', 'এভারেস্ট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি', 'মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি' (মা) এবং সবশেষে নিজের প্রতিষ্ঠান 'আর. গোস্বামী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'-এ (আরজিএ) শিল্পীজীবন অতিবাহিত করেন।

এই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে নিয়ে জারি থাকুক আমাদের অনুসন্ধিৎসা, চর্চা।

‘দ্য সাইন অফ ফোর’-এর ভয়ংকর আন্দামানি টোংগার বর্ণনার সঙ্গে ‘জ্যাক’-এর তফাত আকাশপাতাল। একটি গোষ্ঠীকে নিম্নতম চারিত্রিক বর্ণনায় কালিমালিপ্ত করলেন কোনান ডয়েল তাও ‘exact science’-র দাবি রেখে!

জন আন্দামান

শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য

স্যর আর্থার কোনান ডয়েলের ‘সাইন অফ ফোর’ রহস্য কাহিনির কথা মনে আছে? সংক্ষেপে একটু মনে করিয়ে দিই।

১৮৫৭-র সিপাই বিদ্রোহ চলাকালীন আগ্রা ফোর্টে এক ব্যবসায়ীকে খুন করে তার হেফাজতে থাকা ইংরেজ-ভক্ত এক দেশীয় রাজার কাছ থেকে এক বাক্স বোঝাই দামী রত্ন-জহরত লুট করে চার ষড়যন্ত্রকারী। এই চারজনের একজন কাঠের এক পা-ওয়ালা ইংরেজ পুঙ্গব— জোনাথন স্মল, যে গঙ্গায় স্নান করাকালীন কুমিরের কামড়ে একটা পা হারিয়েছিল। বাকি তিনজন ভারতীয়। তারা দুর্গের মধ্যেই একটা গুপ্তস্থানে চুরি করা সম্পদ লুকিয়ে রাখে। প্ল্যান হয় বিদ্রোহের ডামাডোল থামলে সুযোগমতো এসে সেই সম্পদ উদ্ধার করে সমানভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। এই শর্তে গোপন চুক্তিপত্র হিসেবে চারজন একটা কাগজে সাক্ষর করে রাখে, ‘সাইন অফ ফোর’।

পরবর্তীতে তারা ব্যবসায়ী খুনের অপরাধে ধরা পড়ে— চারজনকেই আন্দামানে নতুন গড়ে তোলা বন্দি-বসতিতে নির্বাসিত করা হয়। আন্দামানের বন্দি শিবিরে থাকাকালীন জোনাথন স্মল তার দুই স্বদেশীয় আধিকারিক— মেজর শোল্টো ও ক্যাপ্টেন মর্সট্যানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফন্দি আঁটে যে, তারা যদি স্মলকে পালানোর সুযোগ করে দেয় তাহলে সে আগ্রা ফোর্টে লুকনো রত্ন-জহরত উদ্ধার করে তাদের দু'জনকেও রত্ন-জহরতের সমান ভাগ দেবে। কিন্তু শোল্টো সবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে একাই সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যায়। ইংল্যান্ডে ফিরে শোল্টোরের কাছ থেকে তার ভাগ আদায়ের চেষ্টা করার আগেই ক্যাপ্টেন মর্সট্যানের মৃত্যু হয়। ওদিকে স্মল এক আন্দামানের উপজাতীয়কে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে তার বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে ওঠে, এবং তার সাহায্য নিয়ে দু'জন ইংল্যান্ড চলে আসে।

বেশ কিছু বছর পর সে যখন শোল্টো বাড়ি পৌঁছয়, তখন সে বুঝতে পারে তার মৃত্যু আসন্ন। দুই ছেলেকে গুপ্তধন কোথায় লুকনো আছে বলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কিন্তু, বলার ঠিক আগের মুহূর্তে জানালা দিয়ে স্মল ও তার সঙ্গীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে আতঙ্কে হার্ট অ্যাটাকে শোল্টোর মৃত্যু হয়। এরপর স্মলের সেই সঙ্গী শোল্টোর ছোট ছেলে

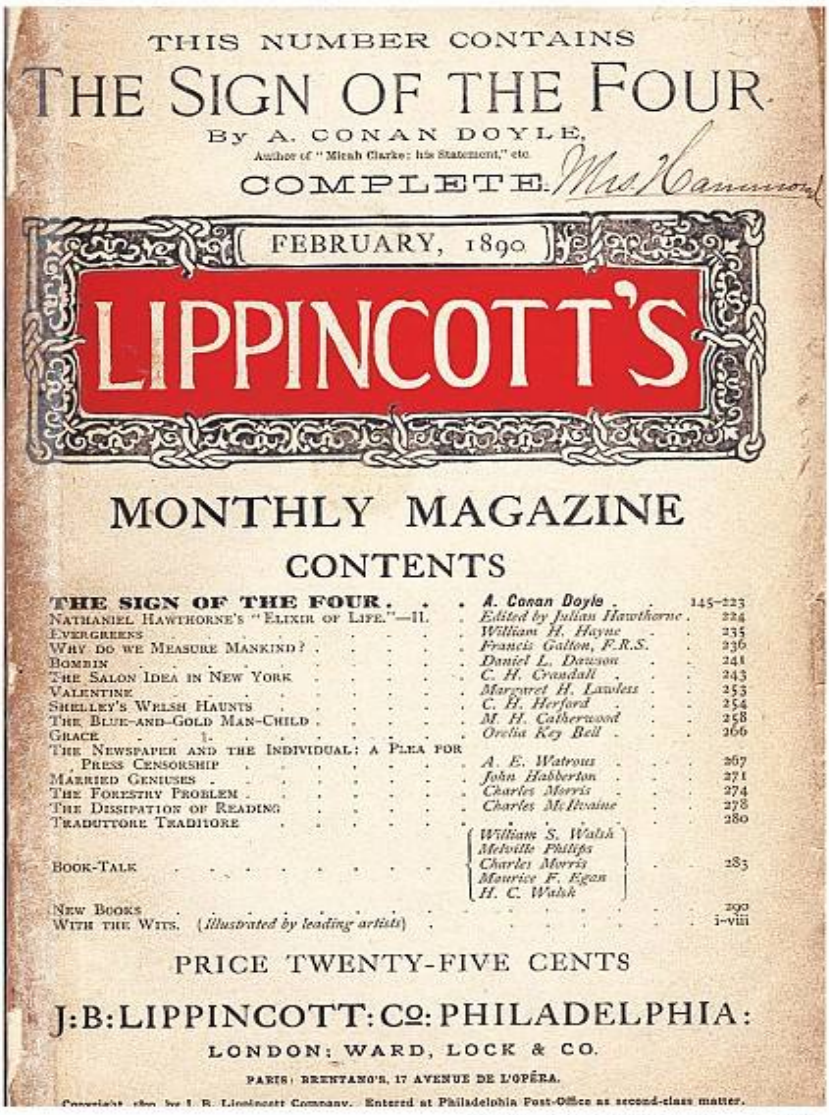

THIS NUMBER CONTAINS

THE SIGN OF THE FOUR.

By A. CONAN DOYLE,

Author of "Micah Clarke: his Statement," etc.

COMPLETE.

FEBRUARY, 1890

LIPPINCOTT'S

MONTHLY MAGAZINE

CONTENTS

THE SIGN OF THE FOUR	*A. Conan Doyle*	145–223
NATHANIEL HAWTHORNE'S "ELIXIR OF LIFE."—II.	*Edited by Julian Hawthorne*	224
EVERGREENS	*William H. Hayne*	235
WHY DO WE MEASURE MANKIND?	*Francis Galton, F.R.S.*	236
BOMBIN	*Daniel L. Dawson*	241
THE SALON IDEA IN NEW YORK	*C. H. Crandall*	243
VALENTINE	*Margaret H. Lawless*	253
SHELLEY'S WELSH HAUNTS	*C. H. Herford*	254
THE BLUE-AND-GOLD MAN-CHILD	*M. H. Catherwood*	258
GRACE	*Orelia Key Bell*	266
THE NEWSPAPER AND THE INDIVIDUAL: A PLEA FOR PRESS CENSORSHIP	*A. E. Watrous*	267
MARRIED GENIUSES	*John Habberton*	271
THE FORESTRY PROBLEM	*Charles Morris*	274
THE DISSIPATION OF READING	*Charles McIlvaine*	278
TRADUTTORE TRADITORE		280
BOOK-TALK	*William S. Walsh, Melville Philips, Charles Morris, Maurice F. Egan, H. C. Walsh*	285
NEW BOOKS		290
WITH THE WITS. (*Illustrated by leading artists*)		i–viii

PRICE TWENTY-FIVE CENTS

J:B:LIPPINCOTT:Co:PHILADELPHIA:

LONDON: WARD, LOCK & CO.

PARIS: BRENTANO'S, 17 AVENUE DE L'OPÉRA.

Copyright, 1890, by J. B. Lippincott Company. Entered at Philadelphia Post-Office as second-class matter.

“লিপ্পিনকট'স মান্থলি” ম্যাগাজিনের সূচিপত্র

বার্থোলোমিউকে দরজা বন্ধ করে খুন করে, গুপ্তধন নিয়ে চম্পট দেয়।

রোমহর্ষক কেসটি হাতে তুলে নেন স্বয়ং ডিটেক্টিভ শার্লক হোমস। তিনি তদন্তে নেমে গুপ্তধনের বাক্সটি উদ্ধার করতে পারলেও দেখলেন ভেতরের রত্ন-জহরত উধাও!

কাহিনির ক্লাইম্যাক্সে গুপ্তধন চুরি ও বার্থোলোমিউ শোল্টো হত্যার অপরাধীদের ধরতে শার্লক হোমস পুলিশের লঞ্চ নিয়ে টেমস নদীতে যখন 'অরোরা' নামের লঞ্চ তাড়া করছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ওয়াটসন আর পুলিসকর্তা অ্যাথনি জোন্স। অনেক তাড়ার পর যখন অরোরাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পাওয়া গেল তখন, "ডেকের ওপর জড়ো হয়ে থাকা পুঁটলিটা নড়ে উঠল। তারপর সেটা খাড়া হয়ে উঠে একটা বেঁটে কালো লোক হয়ে গেল— এ পর্যন্ত আমার দেখা সবথেকে বেঁটে লোক— মাথাটা বিরাটরকম বিকৃত গঠনের আর তা'তে আঁতকে ওঠার মতো দলা পাকানো এলোমেলো চুল.... তার দেহটা একটা চাদর বা কম্বল জাতীয় কিছুতে ঢাকা থাকলেও শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছিল; কিন্তু সেই মুখ যে কোনও মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি কোনওদিন কারও শরীরে এত গভীর জান্তব ভাব ও ক্রূরতা ফুটে উঠতে দেখিনি। লোকটার কুতকুতে চোখগুলো ম্লান আলোতেও আগুনের মতো জ্বলছিল, এবং তার দাঁত বের করা, উল্টানো মোটা ঠোঁটের মুখ থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে এক অর্ধ-পশুর ক্রোধ মেশা বকবকানি ছিটকে বেরচ্ছিল।" আরও কাছে যেতেই দেখা গেল সাদা চামড়ার লোকটির পাশেই দাঁড়িয়ে, 'কুৎসিত বদন অপুত বামনটি, এবং আমাদের লঞ্চের থেকে ফেলা আলোয় তার হলদেটে শক্ত দাঁতগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে কিড়মিড় করছে।'

শার্লক হোমস অপরাধের বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণ পদ্ধতি (হোমস যাকে 'exact science' বলে দাবি করেন) ব্যবহার করে ওয়াটসনের কাছে আগেই এই অপরাধী চরিত্রের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। সেই বিশ্লেষণের জন্য হোমসের রেফারেন্স ছিল, '...the first volume of a gazetteer which is now being published'. হোমসের দাবি, 'It may be looked upon as the very latest authority.' সে গেজেটিয়ার অনুসারে আন্দামানের আদিবাসীদের দৈহিক ও আচরণগত চরিত্রের সঙ্গে স্মল সাহেবের সঙ্গীর হোমসকৃত ধারণা মিলে যায়, 'গড় উচ্চতা চার ফিট, যদিও অনেক পূর্ণাঙ্গ পুরুষের উচ্চতা তার থেকেও

ADVENTURES AND RESEARCHES

AMONG

THE ANDAMAN ISLANDERS.

BY

FREDERIC J. MOUAT,

LONDON:
HURST AND BLACKETT, PUBLISHERS,
SUCCESSORS TO HENRY COLBURN,
13, GREAT MARLBOROUGH STREET.
1863.

অনেকটা কম। এরা ভয়ংকর, কোপন-স্বভাবের, মতলব বোঝা মুশকিল। কিন্তু, কেউ যদি এদের বিশ্বাস একবার অর্জন করতে পারে— তবে তার সঙ্গে গভীরতম বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এরা স্বাভাবিক অবস্থাতেও কুৎসিত দর্শন, মাথাটা বিকট আকারের, হিংস্র কুতকুতে চোখ, হাত পা-গুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেঁটে-বেঁটে, এবং দেহের সব বৈশিষ্টগুলোই বিকৃত। এরা এতটাই অবাধ্য আর হিংস্র যে, ব্রিটিশ আধিকারিকদের সবরকমের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এদের সামান্যতম বশ্যতাও স্বীকার করানো যায়নি। ডুবন্ত জাহাজের

জ্যাক সবচেয়ে মজা পেয়েছিল গভর্নর হাউসের দেওয়াল-জোড়া আয়নাতে নিজেকে দেখে, নিজের নানা অঙ্গভঙ্গির প্রতিফলন দেখে সে হাসিতে ফেটে পড়ছিল ঠিক একটি শিশুর মতো। মোয়াটের বাড়িতেও তার দৈনন্দিন হাবভাব আচার-আচরণে এক ভদ্র, সংযত যুবকের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সারল্য ও নম্রতা ফুটে উঠত।

নাবিকদের কাছে এরা আতঙ্কের মতো, দ্বীপের মাটিতে পা রাখলেই হয় মুণ্ডুরের বাড়িতে মাথার ঘিলু থেঁতলে দেবে বা বিষ-মাখানো তির ছুড়ে মারবে। এবং, এই হত্যাকাণ্ডের সমাপ্তি হবে অবশ্যই একটা নরমাংসের ভোজসভার মাধ্যমে।'

ক্লাইম্যাক্স শেষে, হোমসদের দিকে ব্লো-পাইপ তাক করতেই বেঁটে জীবটির দিকে তাক করে হোমসরা গুলি চালায় এবং সে কাত হয়ে লঞ্চের ডেক থেকে টেমসের জলে পড়ে যায়। জলের ঘূর্ণিতে ডুবে যাওয়াকালীনও এক ঝলকে ওয়াটসনের চোখে পড়ে তার 'বিষাক্ত, ভীতিপ্রদ চোখগুলো'। এরপর হোমসরা কাঠের পা-ওয়ালা ইংরেজটিকে স্মলকে গ্রেপ্তার করেন। তার কাছে থেকে সমস্ত ঘটনাক্রম জানা যায়। এবং এটাও জানা যায় যে, তার দুষ্কর্মের সঙ্গী লোকটি একজন আন্দামান দ্বীপবাসী উপজাতীয়— তার নাম টোংগা!

কলকাতায় জ্যাক

১৯৫৭-র মহাবিদ্রোহ শেষের দিকে। বন্দি সিপাইদের নির্বাসন দেওয়ার জন্য আন্দামানের কোন দ্বীপ বন্দী-বসতের উপযোগী হবে জানতে ডক্টর এফ. জে. মোয়াটের নেতৃত্বে তিনজন উচ্চ পর্যায়ের ব্রিটিশ আধিকারিকের একটি দলকে 'প্লুটো' নামের জাহাজে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সার্ভে করতে পাঠানো হয়। এদের সঙ্গে যোগ দেন অস্কের মাল্লিএত নামের এক ফরাসি ফোটোগ্রাফার। অন্যান্য দ্বীপ ঘুরে ১৯৫৭-র শেষদিন অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর দলটি যখন ইন্টারভিউ দ্বীপ পরিদর্শন শুরু করে, তখন দ্বীপটির সাউথ রিফ নামক অংশে কয়েকশ' জনের একটি আদিবাসী দল চোখে পড়ে। কুইগ্লি নামের এক সাহেব তাঁর লেখা বইয়ে দাবি করেছিলেন, তিনি আন্দামান ভ্রমণকালে ইন্টারভিউ দ্বীপেই সেখানকার আদিবাসীদের থেকে সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও আদর-যত্ন পেয়েছিলেন (পরে জানা যায়, কুইগ্লে সাহেব পুরোটাই বানিয়ে বানিয়ে লিখেছিলেন!)। তাঁর দেওয়া এই তথ্যে নিশ্চিত হয়ে ড. মোয়াটরা প্লুটোকে দূরে রেখে দু'টি বোটে অনেক উপহার সামগ্রী নিয়ে তাদের দিকে রওনা হন। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, আদিবাসীদের কাছে তাঁরাও কুইগ্লে সাহেবের মতো বন্ধু হিসেবে গৃহীত হবেন। তবুও, সাবধানের মার নেই— এই ভেবে গুলি ভরা বন্দুকগুলো নৌকা দুটোর পাটাতনের নীচে লুকনো থাকল।

নৌকা দুটো এগিয়ে আসতে দেখে আদিবাসীরা কিন্তু তাদের স্বাগত

জানানোর বদলে নিজেদের নৌকা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে তির-ধনুক বাগিয়ে মোয়াটদের লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে লাগল। বন্দুক তুলে নেওয়ার আগেই সামনের নৌকোতে থাকা মোয়াট সাহেব-সহ বাকিরা সবাই তিরের আঘাতে মারাত্মক আহত হলেন। সেই অবস্থাতেও যখন সাহেবরা ও তাঁদের রক্ষীরা দুই নৌকা থেকে বন্দুক তুলে গুলি ছুড়তে শুরু করল— তখন নৌকা নিয়ে আদিবাসীরা পালাতে শুরু করে। গুলির আঘাতে অবশ্য বেশ কয়েকজন আদিবাসী যোদ্ধা প্রাণ হারায়।

মোয়াটদের দল নৌকা নিয়ে আসার পথে সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকা দু'টি আদিবাসী যোদ্ধার মৃতদেহ তুলে নেন, উদ্দেশ্য— আন্দামানের এই অজানা আদিবাসীদের দৈহিক চরিত্রের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা। এরই সঙ্গে, একজন আদিবাসী যোদ্ধাকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। বেচারা নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে তীরের দিকে সাঁতার কাটার সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় মোয়াটদের একটা নৌকোর কাছে চলে এসেছিল। জাহাজের ডেকে প্রথমে বন্দির পা একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, যাতে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা না করে। মোয়াট সাহেব প্লুটোর নাবিকদের কড়া নির্দেশ দেন, কেউ যাতে আদিবাসীটির কোনও ক্ষতি না করে তার ঠিকঠাক যত্ন নেয়। ড. মোয়াট নিজেও আদিবাসীটির ওপর সমানে নজর রাখেন। বন্দি যুবকটিও কিন্তু কোনওরকম প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের চেষ্টা করে না, কে জানে, হয়তো বা পালানোর কোনও উপায় নেই বুঝতে পেরেই। বরং সে তার নরম, সংযত ও সহযোগিতামূলক আচরণের জন্য নাবিক-সহ জাহাজের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

নাবিকরা তার নাম রাখে জ্যাক। তার নিজের নাম কী, বা তার সম্পর্কে অন্যান্য কিছু জানাই কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না তার ভাষার একটা শব্দও জাহাজের কেউ বোঝে না। মোয়াট সাহেবের জ্যাককে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল— আদিবাসীটির সঙ্গে সর্বাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, কলকাতায় সভ্য জগতের উন্নত ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও জাঁকজমক দেখিয়ে যদি তার মন জয় করা যায়, তারপর তাকে আন্দামানে তার আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়ে দিলে সে ব্রিটিশদের সম্পর্কে তার জাতভাইদের মনের ভুল ভাঙাতে পারবে। এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে আন্দামানে নিশ্চিন্তে ব্রিটিশরা জাঁকিয়ে বসতে পারবে। এর মধ্যে যদি আদিবাসীটির ভাষাও কোনওভাবে বোঝা যায়, তবে কাজটা আরও সহজ হবে এবং সারা বিশ্বের থেকে বহু শত বছর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা আন্দামানের আদিবাসীদের সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যই সারা বিশ্ব জানতে পারবে। সভ্যজগৎ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের জীবিত একজনকে প্রথম কলকাতার ব্রিটিশ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞদের কাছে পেশ করার জন্য ড. মোয়াট প্রচুর বাহবা পেয়েছিলেন লাটসাহেব লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে থেকে। কলকাতায় সরকারিভাবে জ্যাকের নাম দেওয়া হয়— জন আন্দামান।

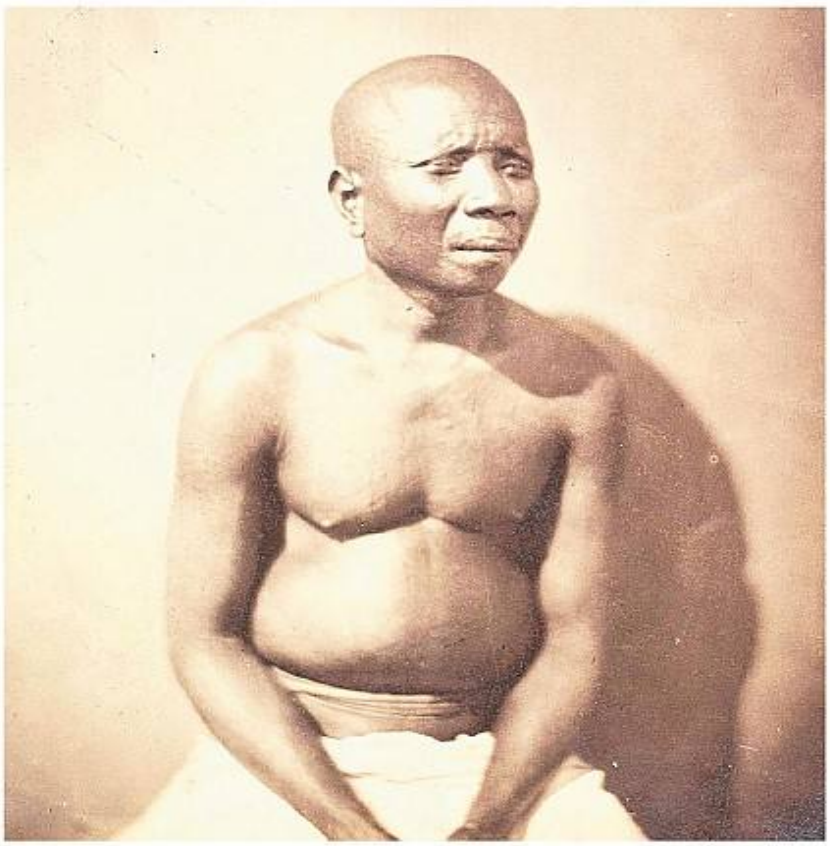

মোয়াট সাহেবের 'জ্যাক'। ফরাসি ফোটোগ্রাফার অস্কের মাল্লিতে-র তোলা ছবি

জ্যাকের স্বভাবে মুগ্ধ ড. মোয়াট কলকাতায় তাকে নিজের বাংলোতে নিয়ে রাখেন। কলকাতায় জ্যাক এক মাসের বেশি কিছুদিন ছিল। সেসময় সে প্রায় মোয়াট সাহেবের পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। তাকে প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয় গভর্নর হাউসে— লর্ড ক্যানিং ও লেডি ক্যানিংকে দেখাতে। জাহাজেই নাবিকরা তাকে নিজেদের ট্রাউজার পরিয়ে দেয়— কিন্তু, আজন্ম নগ্ন থাকতে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রতট ও জঙ্গলবাসী যুবক যোদ্ধাটি কোনওরকম বাধা দেয়নি সেদিন, বরং তার হাবভাব দেখে মোয়াট সাহেবদের মনে হয়েছিল, যস্মিন দেশে যদাচার— এই জ্ঞানটুকু যেন তার আছে। গভর্নর হাউসে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে স্যুট পরানোয় সে যেন বেশ মজাই পেয়েছিল। লর্ড ও লেডি ক্যানিংয়ের সামনে জ্যাক বেশ সংযত কিন্তু হাসিখুশি ছিল, যদিও লেডি ক্যানিং তাঁর লেডিসুলভ অকারণ ভয় পাওয়ার ম্যানারটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। জ্যাক সবচেয়ে মজা পেয়েছিল গভর্নর হাউসের দেওয়াল-জোড়া আয়নাতে নিজেকে দেখে, নিজের নানা অঙ্গভঙ্গির প্রতিফলন দেখে সে হাসিতে ফেটে পড়ছিল ঠিক শিশুর মতো। মোয়াটের বাড়িতেও তার দৈনন্দিন হাবভাব আচার-আচরণে এক ভদ্র, সংযত যুবকের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সারল্য ও নম্রতা ফুটে উঠত। চাকরবাকর-সহ বাড়ির সবাই তাকে ভালবেসে ফেলে। যদিও তার মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো সামান্য আচরণও কেউ কোনওদিন দেখেনি, তবু মহিলারা কিছুটা সন্ত্রস্ত থাকত।

মোয়াটের পরিবারের দু'টি শিশুকে দেখলে জ্যাকের চোখ-মুখ এক গভীর স্নেহের অনুভবে নরম হয়ে উঠত। সে তখন আঙুল তুলে দূরের দেশ নির্দেশ করে কিছু বোঝাতে চাইত, খুব সম্ভবত, আন্দামানে তার নিজের পরিবারে

শিশুদের কথা, কেননা, তারপরই তার মুখমণ্ডল বেদনার আভায় ঢেকে যেত।

জ্যাককে বেশি দিন কলকাতায় রাখা যায়নি। কলেরা আক্রান্ত হয় দু'বার সে মরমর হয়ে গিয়েছিল। সেরে ওঠার পরও তার আগের স্বাস্থ্য সে ফিরে পায় না, তাকে সারাক্ষণ ম্রিয়মাণ লাগত। ড. মোয়াটদের ধারনা হয়, নিজের পরিবার-পরিজন, সমুদ্র-ঘেরা জঙ্গলের মুক্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কলকাতার জাঁকজমক জ্যাকের আর ভাল লাগছে না, তাকে তার দ্বীপের আজন্ম বাসস্থানেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক। গভর্নর হাউস থেকেও সেই আদেশ এল। সেই প্লুটো জাহাজেই চেনাজানা নাবিকদের সঙ্গে জ্যাককে ফেরত পাঠানো হল আন্দামানে। প্লুটোর নাবিকরা জ্যাককে নামিয়ে দিয়ে এল সাউথ রিফের ঠিক যেই জায়গা থেকে তাকে বন্দি করা হয়েছিল সেখানকার তটে। তার সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আদিবাসীদের মন ভোলাতে ব্রিটিশ প্রশাসনের তরফে দেওয়া প্রচুর উপঢৌকন। জ্যাককে তটে নামার আগে ঘরে ফেরার আনন্দে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল, কিন্তু প্লুটোর নাবিকদের ছেড়ে আসতে গিয়ে তার মুখে ফুটে উঠেছিল বন্ধুদের বিদায় জানানোর বেদনা। দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে একভাবে তাকিয়েছিল প্লুটোর দিকে। তারপর, সভ্য জগৎ জ্যাকের কথা আর শোনেনি।

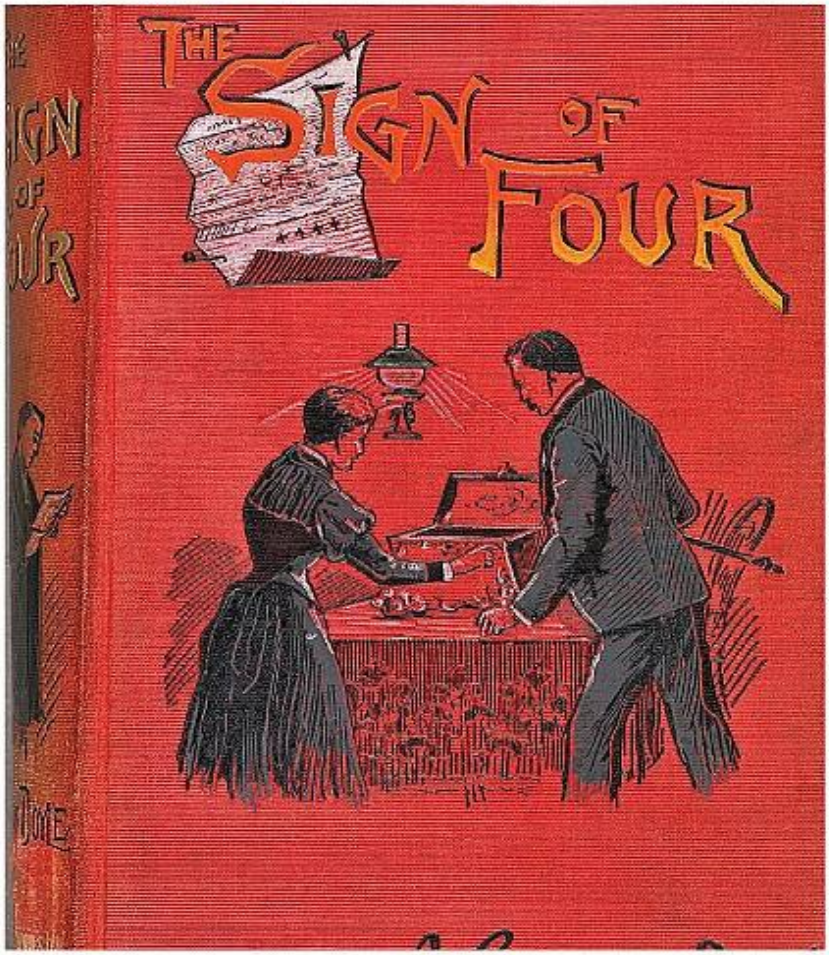

স্যর আর্থার কোনান ডয়েলের 'সাইন অফ ফোর' বইয়ের প্রচ্ছদ

টোংগা ও জন আন্দামান

'প্লুটো'-তে বন্দি হয়ে কলকাতা আসার সময় জাহাজে ও কলকাতায় থাকাকালীন জ্যাকের বেশ কিছু ছবি তুলেছিলেন ফরাসি ফোটোগ্রাফার অস্কের মাল্লিতে। গভর্নরের নির্দেশে সে ফোটোগ্রাফের কপি বিলোতে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। আন্দামান দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে জন আন্দামান ওরফে জ্যাক ইংল্যান্ডও ইউরোপের বিদ্বজ্জন মহলে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেই ফোটো বা কোলস্ওয়ার্থি (?) গ্রান্টের আঁকা ছবিতে জ্যাকের মধ্যে সামান্যতম উগ্রতা, হিংস্রতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। জাহাজ যাত্রায় ও কলকাতায় পরিবারের মধ্যে থাকাকালীন একজন আন্দামানের আদিম উপজাতীয় যুবককে দেখার অভিজ্ঞতা ড. মোয়াট খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খ দিয়েছেন তার বই, 'The Andaman Islanders'-এ। ১৮৬৩-তে লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত এই বইটিতে বা ১৮৮২ সালে লন্ডনের 'ট্রানজ্যাকশান অফ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির জার্নাল'-এ (১৮৮৫-তে বই হিসাবে) প্রকাশিত এডওয়ার্ড এইচ. মানের বহুল পঠিত 'On the Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands'— নামক এথনোগ্রাফিতে কোথাও আন্দামানবাসীদের দৈহিক বা আচরণগত চরিত্রের সঙ্গে শার্লক হোমস রহস্য কাহিনি 'দ্য সাইন অফ ফোর'-এর ভয়ংকর আন্দামানি চরিত্র টোংগার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকী, হোমস টোংগার জাতিগত চরিত্র যে গেজেটিয়ারের পাতা থেকে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়, সেই 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার'-এর কোথাও লেখক হান্টার সাহেব আন্দামানিজদের এ হেন চরিত্র বলে দাবি করেননি। তাহলে, আর্থার কোনান ডয়েলের আপাত বাস্তবভিত্তিক টোংগা চরিত্রের তথ্য-ভিত্তি কী?

হোমসের মুখে বসানো ও ওয়াটসনের লেখায় ফুটে ওঠা টোংগা চরিত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় আন্দামান সম্পর্কিত তৎকালীন মান্য বই ও গেজেটিয়ারে সুস্পষ্টভাবে গাঁজাখুরি গল্প বলে চিহ্নিত খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর আরব সমুদ্রযাত্রীর বা তারও বহু আগে মার্কো পোলো বর্ণিত আন্দামানের মানুষখেকোদের গুজব কাহিনির।

১৮৮০ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত "লিপ্পিনকট'স মান্থলি" ম্যাগাজিনে প্রথম ছাপা হয় 'দ্য সাইন অফ ফোর', এবং তারপর সমানে ছাপা হতে থাকে। স্যর আর্থার কোনান ডয়েল সে-সময় ব্রিটিশ বিদ্বজ্জন সমাজের অগ্রগণ্য একজন। তিনি মোয়াট সাহেব বা মান সাহেবের দেওয়া তথ্য উপেক্ষা করে খুঁটে তুলে নেন নির্বোধ চিত্তজয়ী গালগল্প। একটি মানবজাতির প্রতিনিধি তথা একটি গোষ্ঠীকে নিম্নতম চারিত্রিক বর্ণনায় কালিমালিপ্ত করতে, এবং তাও 'exact science'-র দাবি রেখে!

কিন্তু কেন? পাঠকচিত্তমোহিনী সেনসেনানিজম! নিজের অন্তর থেকে উপচে পড়া জাতিবিদ্বেষ? না কি, দুটোই? পাঠক নিজেই বিচার করতে শার্লক হোমসের গল্পগুলো নতুনভাবে পড়ুন।

উদ্বাস্তু মানস

ব্রাত্য বসু

পূর্বকথন

মহাজাতি সদনে ‘আলমগীর’-এর দ্বিতীয় অভিনয় শেষে শিশিরকুমারের সঙ্গে নিজের পরিচয় সারে এক তরুণ। নতুন নাটকের দল, ‘নান্দীকার’ তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। নাম জানায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাল লাগে নাট্যাচার্যর। বাড়ি ফিরে তিনি স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। কল্পনারা গতি বাড়ায়। আন্দাজ করার চেষ্টা করেন, তাঁকে সম্ভাব্য কী কী ভাবে মনে রাখতে পারে শহর কলকাতা, তার নাট্যজগৎ, এবং নাগরিকরা।

পর্ব ৭৫

আমার আচরণের বক্রতা এবং তির্যকতা নিয়ে অনেকের মনেই নানারকম ধন্দ আছে। আমার গ্রন্থজগতের তরুণ বন্ধুরা আবার অনেকেই বলেছেন যে, আমার মধ্যে এক জাগতিক সার্বত্রিক আগ্রহের পাশাপাশি একটি তীব্র সিনিসিজম আছে। আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার ব্যক্তিজীবন ও শিল্পজীবন যদি তুল্যমূল্য পাঠ করা যায়, তাহলে ওই বক্রতা বা সিনিসিজম কিংবা আমার ক্রমশ অন্তরালে চলে যাবার আখ্যানকে লোকে অনুধাবন করলেও করতে পারে। যদি কেউ মন দিয়ে দেখে বা পড়ে। কিন্তু সে সময় কোথায় মানুষের হাতে! সেদিন এক বন্ধু আমায় একটি ইংলিশ বি.বি.সি নাটক এনে পড়তে দিয়েছিল। রবার্ট বোল্টের লেখা ‘আ ম্যান ফর অল সিজনস’। নাটকটির মুখ্যচরিত্র ষোড়শ শতাব্দীর রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক টমাস মূর। ওই নাটকে দেখলাম, নায়ক টমাস মূর শয়তানের সংজ্ঞা কি তা বোঝাতে গিয়ে বলছেন, শয়তান হল সেই মানুষই, যে শুধুমাত্র এই সময়টুকু তথা ‘বর্তমান’ বোঝে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে তার ফায়দা কি? তার মানে মনুষ্যসমাজে শয়তান সেই-ই, যে অতীতকে জানতে চায় না বা ভবিষ্যত সম্পর্কে নিদারুণভাবে অন্ধ ও অজ্ঞ থাকতে চায়। আমাদের সমাজে ক্রমশ সেইসব মানুষ বেড়ে যাচ্ছে।

সমাজ মানে? মানে তা শুধু রাজনীতিবিদ নয় বা প্রশাসক নয়। কৃষক, শ্রমিক নয়। সমাজ মানে ধনী-দরিদ্র সবাই। সমাজ মানে ব্যবসায়ীও। সাংবাদিক। আমলা। মাষ্টার-অধ্যাপক। চাকুরিজীবী। দৈনিক খেটে খাওয়া মানুষরাও। এবং শিল্পীরাও। এখন, যদি একজন ব্যবসায়ী যদি শুধুমাত্র ওই ‘বর্তমান বা এক্ষুণি’-র ফায়দা বোঝে, আমি তার মানে বুঝতে পারি। বা দৈনিক খেটে খাওয়া মানুষেরা। যাদের রোজগার এক্ষুণি, এই মুহূর্তের ওপরে নির্ভর করছে। কিন্তু মাষ্টাররা? বা শিল্পীরা? বা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা? সেইরকম লোক যদি তাদের মধ্যে এই সমাজে বেড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে বিপদ আসন্ন। আর সেই বিপদ শুধু রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী বা চাকুরিজীবীর হবে না। হবে সবার। সেই দিন ক্রমশ নিকটবর্তী।

সেদিন আমি গ্রন্থজগতের ঘরে ওদের বলছিলাম, গিরিশবাবু পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন কিন্তু পরার্থপর হলেন কই? ছেলের কথা আর নিজের নাটক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তিনি কেয়ারলেস ছিলেন। তবে অনেক পড়াশোনা ছিল। কত যে পড়েছিলেন তা কেউ জানে না। সে সময় সামগ্রিক চিন্তা আর ড্রিল এর অভাব ছিল, ব্যক্তিগত জিনিয়াসই ছিল প্রবল। কিন্তু পরার্থপরতা গিরিশচন্দ্রের ছিল না।

আমি এও বলেছি, গিরিশবাবুকে আমার প্রধানত প্রহেলিকা মনে হয়। একদিকে পরমহংসদেবের শিষ্য। অথচ কখনও ঠকেন নি। মিথ্যে মকদ্দমাতেও জিতেছেন। গাড়িতে চড়বার সময় বলেছেন— আজ অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলব, লোকটা বড্ড জ্বালিয়েছে। তবে বাংলা থিয়েটারের শুরুওয়াৎ উনি না হলে চলত না। কিন্তু উনি একটা ডোল করলেন। নিজের ছেলেকে বড় করবার জন্যে কতকগুলো বড় বড় পার্ট লিখে গেলেন। দানীবাবু অবশ্য লেখাপড়া

জানতেন না;তবে তখন অবশ্য তাঁরা স্বীকার করতেন যে তাঁরা লেখাপড়া জানেন না।

ডোল মানে কিন্তু সবার জন্য করা নয়। তাহলেও একটা মানে হত। এই ডোল মানে শুধুমাত্র স্বজনপোষণ। এইভাবে চলতে চলতে থিয়েটারে একদিন আসবে, যখন অধ্যাপক শুধুমাত্র প্রোমোট করবে অধ্যাপককে। মাষ্টার করবে মাষ্টারকে। এক মুখ্যু করবে আরেক কোনো মুখ্যু-কে। আবার কেরাণি করবে শুধুমাত্র কেরাণিকে। বা কেরাণির ছেলেমেয়েদের। থিয়েটার তখন আস্তে আস্তে শুধু মানসিকভাবে কেরাণিদের হাতে চলে যাবে। কিছু পিগমি আর কিছু বামন মিলে তখন সত্যিকারের প্রতিভাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করবে। মধ্যমেধাযুক্ত সরকারি কেরাণির চতুর ছেলেমেয়ে, জামাই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে তখন সগর্বে ঢোল বাজাতে বাজাতে বাজারে ঘুরবে। সেই দিনও খুব শিগগিরই থিয়েটারে আসতে চলেছে। ডোল মানে এটাই আমি সেদিন ওদের বোঝাতে চেয়েছিলাম।

গিরিশবাবু পরার্থপর ছিলেন না যেমন, অর্ধেন্দুশেখর কিন্তু ছিলেন। আমি গ্রন্থজগতের ঘরে বলেছি যে অর্ধেন্দুশেখর মানুষ বড় ভাল ছিলেন, রিহার্সালে আমারই মত তাঁর ঝোঁক ছিল, দশ-পঁচিশবার সংলাপ বলতে তিনি কষ্ট পেতেন না। রিহার্সাল একবার আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চাইতেন না। তা লোকে মরুক আর তরুক। মানুষটি খুব দুঃসাহসী ছিলেন। 'দন্তাবক্রে' শৌরীন্দ্রমোহনের নকল করে তাঁর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন। তবে কালীকেষ্ট ঠাকুর অর্ধেন্দুবাবুকে খুব ভালবাসতেন। অর্ধেন্দুবাবু সবাইকে ধরে ধরে শিখিয়েছেন। কিন্তু পাত্র-অপাত্র ভেদ না করে। গিরিশবাবু কিন্তু কাউকে শেখাতেন না;রিহার্সালে বসতেন যখন, তখন সঙ্গে এক ভাগ পান, আর ব্র্যান্ডি বা হুইস্কির বোতল নিয়ে। চাকর সোডার বোতল নিয়ে তৈরি থাকত। দু'তিনবার হলেই তিনি বলতেন, 'ঠিক হয়েছে, তোমার বয়সে অমন আমি পারতুম না। এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল। তাহলেই হবে।' অর্থাৎ অন্যের ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন। আমি মাইনরিটি শিল্পচর্চা করবো, অথচ অল্প হলেও পরার্থপর হব না, শুধুমাত্র আত্মস্বার্থ বুঝব, তাহলে সেই স্বার্থপর কুয়ো ক্রমশ মজে আর শুকিয়ে যেতে বাধ্য। এই বদ্ধ সমাজে খোলামনে থিয়েটার করতে চাইলে, অল্প হলেও পরার্থপর হওয়াটা জরুরি।

আমি আরেকটা ঘটনা আজ বলতে চাই। যা আগে কাউকে বলিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার আরও একটা মিটিং হয়েছিল। ঠিক একবছর আগে। মানে আমার ভাই পুতু মারা যাবার কিছুদিন আগে। সে মিটিং হয়েছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ডঃ সতীশচন্দ্র ঘোষের দৌলতে। সতীশচন্দ্র তথা 'সতে' ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরম অনুরাগী। সে আমাকে গতবছর জোর করে, রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের চেম্বারে নিয়ে যায়। বিধানচন্দ্র তখন আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি এক কাজ করো, জোড়াসাঁকোয় আমাদের একটা থিয়েটার আছে। তুমি সেখানে কিছুদিন অভিনয় করো। চাষের জল সরবরাহের জন্য আমাদের কিছু সরকারি উদ্যোগ নিয়ে মন্মথ (রায়) একটা নাটক লিখেছে। নাটকটা তুমি ওখানে অভিনয় করো। ফিনান্স করবে গভর্নমেন্ট। তবে তার

হিশেবপত্র ঠিকঠাক করে সরকারকে বোঝাতে হবে। ইতিমধ্যে আমি দেখছি অন্য কি ব্যবস্থা করা যায়।' শুনে আমি হতবাক হলাম। অর্থাৎ সুকুমার রায়ের ছেলের সিনেমার জন্য যেমন সরকারি পূর্তদপ্তর ফিনান্স করেছিল, আমার থিয়েটারের জন্যও সরকার তা করতে রাজি আছে। তবে আমার ক্ষেত্রে তা করবে কৃষিদপ্তর এবং তার বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাষবাসের উন্নতি নিয়ে আমাকে প্রচারধর্মী থিয়েটার করতে হবে। আমি যেখানে কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কোনোদিন প্রচার-নাটক করিনি, সেখানে কেন খোদ সরকারের হয়ে প্রচার-নাটক করবো? আর কাকে এ প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে? আমাকে, মানে শিশিরকুমার ভাদুড়িকে। এই সমাজে থিয়েটার করলে, আত্মসম্মান যে খোয়াতে হয়, তা আমি কমবেশি মেনে নিয়েছি। তাই বলে এতদূর?

আমি চেম্বার থেকে বেরিয়েই রাইটার্সের করিডরে হইচই করতে যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধু সতে আমাকে থামালো। সতে-কে সম্পূর্ণ অবিচলিত লাগছিল। যেন খুবই ন্যায্য প্রস্তাব আমাকে দেওয়া হয়েছে। বা, ওইধরণের প্রস্তাব দেওয়া বিধানচন্দ্রের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও সংগত। সতে বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে থাকতে, এইধরণের আমলাতান্ত্রিক কায়দাকানুনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। ফলে ও নির্বিকার থাকতে পারছিল। কিন্তু আমি পারিনি। সতে-ই তখন ঠান্ডাগলায় আমাকে পরামর্শ দিল, বিধানচন্দ্র ক্যাবিনেটের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহকে নিয়ে আমি যেন আরেকবার বিধানচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করি। পাইকপাড়া রাজবাড়ির ছেলে বিমল ছিল আমার ছাত্র। ও ওর বাল্যজীবনে আমার কাছে টিউশনি পড়তো। পরে সে মন্ত্রীসান্ত্রী হয়। কিন্তু তার কাছে যাবার প্রস্তাব শুনে আমি সতে-র ওপরে আরও চটে উঠলাম। ও আমাকে কি ভাবে? আমি ওকে বলেছিলাম, 'শোন্ সতে, থিয়েটারে আমার সাঁইত্রিশ বছর হয়ে গেল। তার মধ্যে ছাব্বিশ বছর পরাধীন দেশে। তখনকার সরকার চেয়েছিল থিয়েটার যেন তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে, আর স্বাধীন দেশের সরকার চাইছে থিয়েটার যেন তাদের হয়ে কথা বলে। সতে, আমি আর বিধানবাবুর কাছে যাব না। যদি সরকার মনে করেন, তিনি আমার কাছে আসবেন। আমি কি থিয়েটার সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যেতাম? সামান্য কয়েকলাখ টাকা, ওরা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে খরচ করতে পারল না। স্বাধীনতার পর দেশের

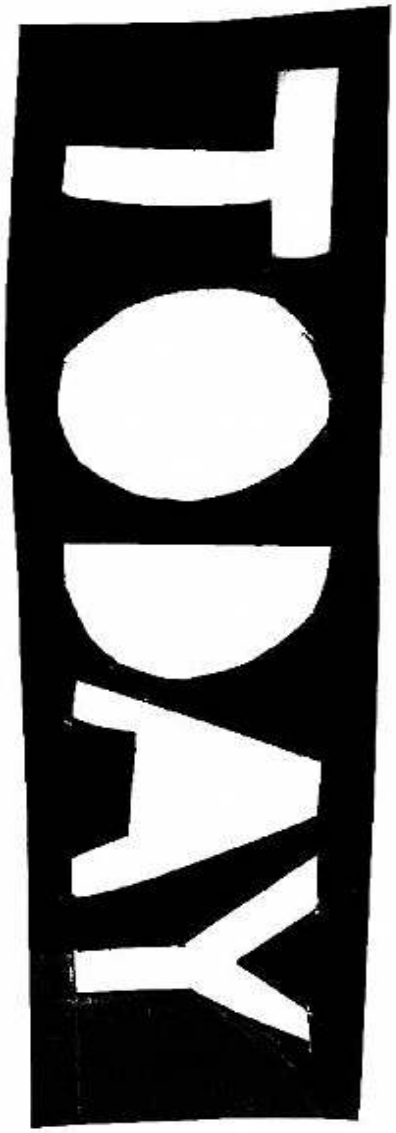

কাছ থেকে এইটুকু কী আশা করতে পারি না?'

সতে তথা সতীশ তখন আরও ভাবলেশশূন্য মুখে আমাকে বলল, 'একটা ভালো কাজের জন্য একটু অ্যাডজাস্ট করা যায় না?' আমি তাতে আরও উত্তেজিত হলাম। ওকে বললাম, 'কার সঙ্গে কিসের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করব? ওরা বলার চেষ্টা করছেন, আমি টাকার হিশেব দিতে চাই না, আমি যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবার কথা বলেছি, সেটা নাকি নয়ছয় করে দেবার কৌশল। আমি কি এতই মূর্খ যে 'পাবলিক মানি' খরচ করার যে নিয়মকানুন আছে তা মানব না? বিধানবাবুকে বলেছিলাম, হিশেবপত্র রাখুক আপনার লোক। আমি নিজে কখনও থিয়েটারের টাকা পয়সা হিশেবে রাখিনি, ওটা আমার কাজ নয়। কিন্তু কে একজন 'মহাভারত' না 'জটাগোষ্ঠীর বাঁধ' নামে একটা নাটক লিখে দেবে, আর বিধানবাবুকে সন্তুষ্ট করার জন্য জোড়াসাঁকোয় গিয়ে আমাকে সরকারি প্রকল্পের প্রচারে অভিনয় করতে হবে। ওঁর লোকের লেখা নাটক। যাতে ওঁর দলের প্রোপাগান্ডা হবে। আজ না হোক কাল হবে। আর আমাকে তাই অভিনয় করতে হবে? ওরা জানে না রাজমন্দিরের পুরোহিত, রাজনৈতিক দল সবাই চেয়েছে থিয়েটার তাদের কথা বলবে, কিন্তু থিয়েটারকে কেউ তার খিদমদগার বানাতে পারেনি। তাই সতে, ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিধানবাবুর কথা আমি যদি মেনে নিই, দেন লেস শিশির ভাদুড়ি আই অ্যাম।' সতে শুনে নির্বিকারভাবে তার কাঁধ ঝাঁকালো। ভাবটা অনেকটা যেন এমন, আমার পাঁঠা, আমি মাথা কাটবো না তার ল্যাজে কাটবো, তাতে ওর কি?

সতীশ আমার খুবই বন্ধু। কিন্তু ও সেদিন যেটা বুঝতে পারেনি, তা হল আমি গিরিশবাবুর মতো ওইরকম করে বলতে পারবো না যে, এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলো। নিজের কথা নিজে বলা ওইভাবে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কোনোদিন পারিনি। এই ঘটনা আমি পরে আমার ভাই পুতুকে বলেছিলাম। ও মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে। অনিল দেবকুমারও কিছুটা জানে। এইসব ঘটনা ভেতরে যে গ্লানি বা অপমানের জন্ম দেয়, বস্তুত তাই-ই কোনো নতুন কাজের জন্য একজন প্রকৃত শিল্পীকে প্ররোচিত করে। কিন্তু আমার হাতে সেই সময় আর নেই। সূর্য এবার ডোবার পালা।

আমি তো আসলে জীবনে আমার জন্য একটা নিজের ছোট থিয়েটার রেপার্টরি চেয়েছিলাম। অন্তত তিরিশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী-টেকনিশিয়ানদের সমবায়ে যা সরকার গড়ে দেবে এবং চালাবে, কিন্তু আমার দৈনন্দিন সে কাজে নাক গলাবে না। একটা মোটামুটি চলনসই প্রেক্ষাগৃহে সেই রেপার্টরি নিয়মিত থিয়েটার করবে। অন্য কোনো পরিচালককেও সরকার ডাকতে পারে। দরকারে তিন চারজন নির্দেশক আলাদা আলাদা ভাবে সেই রেপার্টরিতে কাজ করবে। তার নাম জাতীয় নাট্যশালা হলে জাতীয় নাট্যশালা। তার নাম রাজ্য নাট্যশালা হলে রাজ্য নাট্যশালা। বা দেড়শো খোকার কান্ড। যা খুশি নাম রাখুক। নামে কি আসে যায়? সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে চলা রাষ্ট্রিয় থিয়েটার। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়। সরকার পোষিত। তারা সাত মণ ঘি দিতে পারে, সেই ঘি পুড়তেও পারে, কিন্তু রাধাকে উঠোনে নাচানোর হক একমাত্র

বনমালীরই। কিন্তু তা এ জন্মে আর হল না। এখানে হবার কথাও ছিল না অবশ্য।

আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। পুনর্জন্মে করি না। যদি পুনর্জন্ম পেতাম, তাহলে জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত পাঠে পরজন্মে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে চাইতাম। এখানে বেশিরভাগ মানুষ ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি গালাগাল করে, কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে এই সবকটা গালাগাল দেওয়া লোক আসলে নিজেদের হাতে ক্ষমতা চায়। আর তা পেলে, সঙ্গেসঙ্গে তার অপব্যবহার করে। স্বজনপোষণ করে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে থাকলে দেখিয়ে দেওয়া যেত যে, ভালো কাজ করা সম্ভব, ক্ষমতার সঙ্গে বোঝাপড়া করেই। স্বজনপোষণ বা ডোল না করেই। ব্রেশট তাঁর একটা নাটকে লিখেছিলেন যে, দুর্ভাগা সেই দেশ, যে দেশে সত্যিকারের বীরপুরুষ তথা 'হিরো' নেই। ব্রেশট বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন, সমাজ আসলে 'হিরো' খোঁজে সবসময়। অর্থাৎ সবাই মিলে ধূপধুনো দিয়ে একজনকে সমাজে গুরুঠাকুর বানাও। আর নিজেরা বেশ করে সুবিধেবাদী, আরামদায়ক জীবনযাপন করো। ওই বানানো, সুনির্মিত গুরুঠাকুর বেশ চারিদিকে প্রতিবাদ টতিবাদ করে অবহেলায় দিব্যি একদিন মরে যাক্। তবে না হলে সে হিরো? আর বাকিরা বেশ সুন্দর, ভোগী জীবনযাপন করে পরে প্রকাশ্যে গুরুঠাকুরের জন্য হাহাকার করুক। চোখের জল ফেলুক। তারপর বাড়ি ফিরে, চোখের জল মুছে-টুছে নিজের বউ-বাচ্চার জন্য বেশ করে ডোল করতে থাকুক। সঙ্গে হাতে দামি মদের গেলাশ থাকলে তো কথাই নেই। দিব্যি চোখের জল আরও ঘন আর গদগদ হয়ে উঠবে। ব্রেশট তাই একটু পরেই লিখেছিলেন যে, দুর্ভাগা সেই দেশ, যাদের বীরপুরুষের প্রয়োজন পড়ে। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা হল, সেই যাবতীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ উৎস। ওটাই মূল জলধারা। বাকি সব ফোয়ারা।

সুভাষচন্দ্র বসু আর বঙ্গসমাজে ফেরেন নি। জানি না আর কোনোদিন ফিরবেন কি না। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত এখন বাষট্টি। কিছুই না। তাঁর চলে যাওয়াটা আমি মনে করি, বঙ্গজাতির সবচেয়ে বড়ো দুর্দশার দিন। তিনি বেঁচে থাকলে দেশভাগও হয় না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও এত হয় না, আবার স্বাধীন দেশে প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা এতটা নির্বিচার ও অনায়াসও হয় না। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হতেন, আমি বিশ্বাস করি আমার দেশ অখন্ড থাকতো এবং দেশের রাজধানী আবার দিল্লি থেকে কলকাতায় চলে আসতো। দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীও আজীবন এই বাংলা থেকেই হত। সবমিলিয়ে এটাই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে অগ্রণী বাংলার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তা হল না। আজ সুভাষচন্দ্র থাকলে তাই বাঙালীর জীবনে এত দুর্দশা হত না। তিনি গুণীকে কদর করতে জানতেন। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতেন। কমবয়সীদের স্নেহ করতেন। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা স্নেহ এ শব্দগুলো কাল্পনিক নয়, বানানো নয়। আজকের সমাজ এই শব্দগুলোকে নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই উপহাস করে। কারণ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা স্নেহ করার মতো মানুষ এখন সত্যিই কমে আসছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রর কোনো উত্তরসূরী একদিন এই সমাজে আসবেনই। যিনি যথার্থ শিল্পী ও শিল্পর জন্য যথার্থ পরিসর তৈরি করে দেবেন। যিনি আনুগত্যকে শুধুমাত্র শিল্পের মাপকাঠি হিশেবে বিচার করবেন না। যিনি বিশ্বাস করবেন জালি রাজনীতিবিদের মতোই বা জালি চিকিৎসকের মতো বা জালি প্রশাসকের মতোই জালি শিল্পীও হয়। কিন্তু প্রকৃত রাজনীতিবিদ বা প্রকৃত চিকিৎসকের মতো বা প্রকৃত দরদী আমলার মতো প্রকৃত শিল্পীও হয়। সংখ্যায় খুবই কম হয়তো। কিন্তু হয়। নতুন সময়ের নতুন তিনি সেই পার্থক্য করতে পারতেন। তিনি বুঝতেন যে এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই সময়ের ভাষ্যকার হওয়া এবং একইসঙ্গে ত্রিকালচেতনার অধিকারী হওয়া একটি দুরূহ কাজ। ফলে তিনি...[১]

কিন্তু কে একজন 'মহাভারত' না 'জটাগোষ্ঠীর বাঁধ' নামে একটা নাটক লিখে দেবে, আর বিধানবাবুকে সন্তুষ্ট করার জন্য জোড়াসাঁকোয় গিয়ে আমাকে সরকারি প্রকল্পের প্রচারে অভিনয় করতে হবে।... ওরা জানে না রাজমন্দিরের পুরোহিত, রাজনৈতিক দল সবাই চেয়েছে থিয়েটার তাদের কথা বলবে, কিন্তু থিয়েটারকে কেউ তার খিদমদগার বানাতে পারেনি। তাই সতে, ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিধানবাবুর কথা আমি যদি মেনে নিই, দেন লেস শিশির ভাদুড়ি আই অ্যাম।

এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ থেমে গেলেন শিশিরকুমার। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। থম মেরে। তারপর যতটুকু লেখা লিখেছিলেন, সেই কাগজটা ছিঁড়ে টেবিলের তলায় রাখা বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। ডায়েরি আর কলম বন্ধ করলেন। পরের 'শো'-এর কথা একবার ভাবলেন তিনি। সেই ২৯ জুন। পরের মাসে। কিন্তু তা আর বেশিদিন দূরে নয়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে তাঁর খাট-লাগোয়া ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গে আঁটানো দীর্ঘ আয়নাটির সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে আয়নায় একবার একঝলকের জন্য দেখলেন শিশিরকুমার। কয়েক মুহূর্ত। তারপর অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর পরনে আবার যেন সেই আলমগীরের পোশাক। সেই রঙিন ঝলমলে আলখাল্লা আর জোব্বা। মাথায় পাগড়ি। দু'কানে আভরণ। গলায় গিলটি করা সোনার হার। পায়ে নাগরা জুতো।

তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর বৃদ্ধ বয়সের গালের কোঁচকোনো চামড়া আস্তে আস্তে আবার কমবয়সের মতো সতেজ হয়ে গেল। চোখ দুটো আবার ঝকঝকে উজ্জ্বল, আর উৎসুক হয়ে উঠল। মনে হল যেন আটত্রিশ বছর আগের সেই তরুণ অভিনেতা, আবার যেন তাঁর ঘরের আয়নার ভেতরে জ্বলজ্বল করে উঠল।

নিজের কমবয়সি নটের চেহারাকে মন দিয়ে দেখছিলেন শিশিরকুমার। দেখেই যাচ্ছিলেন।

তথ্যসূত্র: চিঠির কিয়দংশ শিশিরকুমার কর্তৃক ধনঞ্জয় বৈরাগী তথা তরুণ রায়কে বলা। শঙ্কর ভট্টাচার্য। তদেব। পৃ: ৩০২। কিয়দংশ 'শিশির সান্নিধ্যে' থেকে আহৃত। পৃ: ৬৬, ৬৮, ৭০। কিয়দংশ অনিল মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা থিয়েটার ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' থেকে গৃহীত। 'জাতীয় নাট্যশালা ও শিশিরকুমার' প্রবন্ধ। তদেব। পৃ: ৩২৭-২৯।

(সমাপ্ত)

অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি

যে লেখে সে আমি নয়

শ্রীজাত

সহলেখক ভাস্কর লেট

পূর্বকথন

‘এবং সমুদ্র’-র আড্ডায় একদিন এলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। দফায় দফায় চা এল। মুড়িমাখা এল। জমিয়ে খেলেন তিনি। প্রচুর গল্প হল। তারপর রাত এগারোটা নাগাদ ওঁকে আমরা কয়েকজন মিলে এগিয়ে দিতে গেলাম ট্যাক্সি ধরার জন্য। কিন্তু কোনও ট্যাক্সি যেতে রাজি নয়। শেষে, দূরে একটা ট্যাক্সিকে আসতে দেখে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন— ‘তোরা সরে যা, আমি দেখছি।’

পর্ব ৪৬

আমার প্রথম বই প্রসঙ্গে কথা বলার সময় এবার এসেছে। তবে তার আগে একটা ধন্দ কাটিয়ে নেওয়া দরকার। আমার ‘কবি পরিচিতি’ দেওয়ার সময় প্রায়ই এটা উল্লেখ করা হয় যে, আমার প্রথম কাব্যপুস্তিকার নাম ‘শেষ চিঠি’। যা মোটেও মিথ্যে নয়। ১৯৯৯ সালে ‘প্রথম আলো’ পত্রিকার দুই সম্পাদক— বীথি চট্টোপাধ্যায় ও তরুণ চট্টোপাধ্যায়, ঠিক করেন এমন ১০০ জন কবির বই তাঁরা প্রকাশ করবেন, ইতোপূর্বে যাঁদের কোনও বই প্রকাশিত হয়নি। এই বইগুলি খুব বড় আকারের হবে, এমনটা নয়। হবে এক ফর্মার, মানে, ১৬ পাতার বই। কিন্তু তা-ই বা ক’জন করে, তা-ও নিজের টাকায়! আমারও পাণ্ডুলিপি জমা পড়েছিল, এবং তা মনোনীত হয়ে, ‘শেষ চিঠি’ নামে, বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে-অর্থে দেখলে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘শেষ চিঠি’, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত। এমনকী, যখন ‘সিগনেট প্রেস’ থেকে আমার ‘কবিতা সমগ্র’ বের হয়, তার প্রথম খণ্ডের প্রথম কবিতার বই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল ‘শেষ চিঠি’-কেই।

কিন্তু একক বই যদি না-ধরি, সমবেত প্রয়াসের বই যদি ধরি, তাহলে আমার প্রথম বইয়ের নাম: ‘আমরাই স্তব্ধ প্রতিনিধি’। এ নামটি মানুষের কাছে তত পরিচিত নয়, কিন্তু এর সঙ্গে আমার নাড়ির যোগটি নিবিড়।

আগেই বলেছি, ‘এবং সমুদ্র’-র দিনগুলিতে আমরা কফিহাউসে যেতাম। ইনফিউশন ও চিকেন পকোড়া ভাগ করে খেতাম। তখন যা পকেটের জোর ছিল, তাতে এটুকুই কুলোত। এখন, পকেটের জোর হয়তো সামান্য হলেও বেড়েছে, কিন্তু ওই ভাগ করে খাওয়ার অমলিন আনন্দের সমতুল্য খুশির সন্ধান পাইনি এখনও।

রাহুল, আমাদের সম্পাদক, সে আমাদের চেয়ে আগাম ভাবতে পারত, আর সাহসীও ছিল বেশি। ও যেসব আইডিয়া দিত, তা আমাদের মনে কখনও আসতই না। তা, একদিন রাহুল বলল— আমাদের প্রত্যেকের বই হবে।

শুনে আমরা থ। আমরা তখন একটা কাগজ করি বটে, সে-কাগজের সামান্য হলেও নামডাক হয়েছে, কিন্তু আমরা, যারা সে-ই কাগজে লিখি, তাদের ক’জনই-বা চেনে! আর এই কথা তো জানা যে, পাঠকের কাছে পরিচিত নাম না হলে, সেই লেখকের বই করার ব্যাপারে প্রকাশের অনীহা কাজ করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা সেই সময়ের কথা, যখন সোশ্যাল মিডিয়া কনসেপ্টটাই ভবিষ্যতের গর্ভে। সেই সময় একজন তরুণ কবিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেকখানি পথ পেরতে হত, তাকে সম্মুখীন হতে হত প্রচুর রকমের বাধার। অনেক সম্পাদকের টেবিল ঘুরে, মনোনয়নের অনেক রক্তচক্ষু পেরিয়ে, তবে লেখা ছাপা হত, আর পাঠকেরা নতুন লেখকদের নাম জানতে পারতেন। এখনকার মতো, আজ কবিতা লিখলাম, কাল ফেসবুকে দিলাম, পরশু তা বই হয়ে ছাপা হল— এমন ব্যাপার ছিল না। আমরা হয়তো সেই সময় তিন-চার-পাঁচ বছর কবিতা লিখে ফেলেছি, কিন্তু পাঠকরা আমাদের কবিতা পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, এমন নয়। ফলে আমাদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন জাগল: কে আমাদের বই পড়বে?

এছাড়া, অন্য একটা পথ ছিল বটে! সে-পথ তখন একটু একটু করে সুগম হচ্ছে। তা হল, নিজের টাকায় বই প্রকাশ করা। এর অর্থ অনেকেই জানেন, তাও বলি, বইয়ের যা খরচ, সেই ব্যয়ভার নিজে বহন করা ও প্রকাশককে পুরো টাকা দিয়ে দেওয়া। এই পথে হাঁটার বেলায় দুটো অসুবিধা ছিল। এক, আমরা তখন যে-যেমনই লিখি না কেন, আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল চরমে। নিজের টাকায় বই প্রকাশ করব, সেই মানসিকতাকে কখনও আমরা পাশেও ঘেঁষতে দিইনি। দুই, আমাদের টাকা-ই ছিল না। আমাদের দলের দু’-একজনের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হলেও তাদের হাতখরচা মিলত যৎসামান্য। অন্যরা একেবারেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের মা-বাবার কাছে ছেলেমেয়েদের কবিতার বই প্রকাশের টাকা ছিল না। তাহলে কীভাবে হবে আমাদের বই?

রাহুল চমৎকার বুদ্ধি দিল। ও বলল, আমরা নিজেরা চাঁদা তুলব ও নিজেদের বই প্রকাশ করব। এতে আমাদের অহংবোধ আহত হবে না, উপরন্তু প্রকাশকদের কাছে

গিয়ে আমাদের বলতে হবে না— আমাদের বই প্রকাশ করুন। অর্থাৎ, 'এবং সমুদ্র' স্বয়ং হয়ে উঠবে প্রকাশনা সংস্থা, আর তার প্রশ্রয়ী ছাতার তলায় আমরা প্রকাশ করতে থাকব আমাদের বই।

এখানে 'সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ'-র ভাবনাটি খুলে বলা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এটাও রাহুলের মস্তিকপ্রসূত। রাহুল আমাদের বলল— প্রত্যেকের একটা করে এক ফর্মার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের খরচ বেশি। কিন্তু আমরা যদি এক মলাটের মধ্যে অনেকের কাব্যগ্রন্থ মিলিয়ে বই করি, তার খরচ কম। মানে, বই হবে একটিই, কিন্তু তার আশ্রয়ে বিভিন্ন কবির নিজের-নিজের কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হবে, আর পাঠক তা কেনার সময় টাকা দেবে একটি বইয়েরই, যদিও তাতে থাকছে একাধিক কবির লেখা।

এই ভাবনা শুনে আমরা উৎফুল্ল হলাম। আমাদেরকে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বলা হল। সে আদেশ দিল আমাদের সম্পাদক, আমাদের নেতা— রাহুল। হ্যাঁ, 'নেতা'-ই বলব তাকে। কারণ, প্রকৃতপক্ষেই সে আমাদের নেতৃত্ব দিত। আমরা রাত জেগে, এখান-ওখান থেকে লেখা নিয়ে, পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে থাকলাম, পাণ্ডুলিপি নির্মাণের ব্যাকরণ সম্বন্ধে অবহিত না-হয়েই। আমরা কাজটা করে গেলাম ভালবাসা ও পরিতৃপ্তি থেকে। ক্রমে-ক্রমে পাণ্ডুলিপি জড়ো করা হল, কার বই প্রথমে কার বই শেষে, সেসব স্থির হল। তারপর এল বইয়ের নাম ঠিক করার পালা ও কে প্রচ্ছদ করবেন, তা নির্ধারণ করার দুরূহ কাজ। বাইরের কাউকে দিয়ে প্রচ্ছদ করালে তিনি তো পারিশ্রমিক নেবেন অনেকটাই। অত টাকা আমাদের কোথায়! তখন ঠিক হল, আমরা কয়েকজন নিজেই প্রচ্ছদ করে জমা দেব, যারটা মনোনীত হবে— হবে। বেশ ভাল গণতান্ত্রিক উপায়।

সমগ্র বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল— 'গুহালিপি'। আর, তার মধ্যে নিহিত আমার বইটির নাম ছিল— 'আমরাই স্তব্ধ প্রতিনিধি'। প্রচ্ছদ আঁকার বরাত আমিও পেয়েছিলাম। সাদা-কালোয় এঁকে জমা দিলাম। দিন সাতেক পর জানতে পারলাম— আমার প্রচ্ছদটিই মনোনীত হয়েছে। আবার, সেই দিলীপদার প্রেস, দিলীপদার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া, দিলীপদার স্নেহমিশ্রিত বিরক্তি, আবার সেই নিজের-নিজের পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখার মরণপণ প্রয়াস। এরপরেও তো কতবার প্রুফ দেখেছি, কিন্তু প্রথমবারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরের কোনওটারই মিলমিশ হয় না।

সবার প্রুফ দেখা হওয়ার পর তা ছাপতে গেল। আর যেদিন ছেপে এল, সেদিন কিনা ঝামঝামিয়ে বৃষ্টি। পুজো এসে গিয়েছে। গোটা শহরে উন্মাদনার বাদ্যি বাজছে। কলকাতা সেজে উঠেছে। ম্যাটাডোরে করে প্রতিমা যাচ্ছে। আমার মনে আছে, একটা ছোট টেম্পো করে আমরা হাজির হয়েছিলাম সদ্য প্রকাশিত বইকে বরণ করে নিয়ে যেতে। এ-ও তো এক প্রতিমা। প্রতিমা যেমন ভাসান যায়, এই বইও হয়তো কালের গহ্বরে ডুবে যাবে। কিন্তু তার জন্য যে আয়োজন, তাতে এখন যেন কোনও খামতি না থাকে!

সেই 'গুহালিপি'-তে যাদের যাদের লেখা ছিল, তাদের কয়েকজন এখনও হয়তো লিখছি। কয়েকজন হয়তো লেখা থেকে দূরে সরে গিয়েছে। অনেকের সঙ্গেই হয়তো তেমন আর যোগাযোগ নেই। কিন্তু সে-ই 'গুহালিপি' এখনও আমার বাড়িতে আছে। আর, বছর দুয়েক আগে, যখন 'সিগনেট প্রেস' আমার কবিতা সমগ্রের তৃতীয় সংস্করণ বের করল, তখন সংশোধন করে প্রথম কবিতার বইয়ের শিরোপা আমি ফিরিয়ে দিলাম 'গুহালিপি'-তে প্রকাশিত আমার প্রথম বইকে— 'আমরাই স্তব্ধ প্রতিনিধি'। কোথাও একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল যেন। আমার মনে পড়ল, সেই বৃষ্টিভেজা দিনের কথা, যেদিন আমরা নিজের-নিজের 'প্রতিমা'কে বয়ে এনেছিলাম প্রেস থেকে, এবং কী আশ্চর্য, আমার সেই প্রতিমাকে আমি এখনও ভাসান দিইনি।

(ক্রমশ)

অলংকরণ
শান্তনু দে

আসা যাওয়ার মাঝে

ডিএনএ

ভাস্কর লেট

রাতে বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকানোর সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিক ঘটে যায়। সিলিং হয়ে ওঠে দাবার সাদা-কালো খোপ। ন'-বছরের এলিজাবেথ হারমন মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, প্রতিটি চাল!

'তুই কি ন্যাংটো হওয়ার জন্য পাবলিকের সঙ্গে খেলবি?' বিস্ময় ও বিরক্তি মিশিয়ে পিনাকী আমাকে বলল। বলে রাখি— 'পাবলিক' একজনের নাম। আমাদের বয়সি, বা সামান্য বড়। ছোটখাট দেখতে। উদাসী ও অলস। কিন্তু যে কোনও খেলার সামনে ওকে ফেলে দাও— যেন একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল— আটপৌরে জীবনের সঙ্গে যেসব খেলার পাঁচালি জড়িয়ে— 'পাবলিক' সবেতেই উস্তাদ, দারুণ ভাল। কিন্তু সবিশেষ খ্যাতি তার ছিল— দাবায়।

কথিত, গোর্কি সদনে প্র্যাকটিস করত একসময়। ওর মুখে শুনেছি, সূর্যশেখর গাঙ্গুলিকে নাকি নানা টুর্নামেন্টে পাশের বোর্ডে একাধিকবার খেলতে দেখেছে। দাবা খুব বুদ্ধির খেলা এবং দাবা আখেরে বুড়োদের খেলা— এই তো ছিল চলতি লব্জ। সেখানে মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ একটি ছেলে বলে-বলে আধবুড়োদের হারিয়ে দিচ্ছে, হারাচ্ছে এমন স্পর্ধায় আর দাপটে যে, পরের দিন কেউ ছেলেটির সামনে পড়তে চাইছে না— আমার কাছে এটা ছিল নতুন গ্রহ।

আমি যে বিরাট খেলতে পারি, তা নয়। 'ওপেনিং' ক্যারিশমা জানি না। 'মিড্‌ল গেম' বা 'এন্ড গেম' এসব শব্দের সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার মাত্র। হন্যে হয়ে তল্লাশ করছি দাবার বইপত্তর। স্কুলের বন্ধুরা বলে— ভাল খেলি। এটুকুই আমার ভরসা, পুঁজি, বিশ্বাসবাড়ি। আর, সেটুকু সম্বল করেই খুঁজতে লাগলাম পাবলিককে। কবে, হবে, একহাত, ওর সঙ্গে? আমার সেই অনুসন্ধানের কথা শুনেই পিনাকীর প্রতিক্রিয়া ছিল— ন্যাংটো হতে পাবলিকের সঙ্গে খেলবি?

ডিসেম্বরের এক সকালে ক্লাবের সবাই ক্রিকেট খেলতে গেল। পাবলিক আর আমি রয়ে গেলাম। দাবার টানে। টেবিল টেনিস বোর্ডের পাশের লম্বা বেঞ্চে বসে— চাল দিতে থাকলাম ইফোর, ইফাইভ। টানা আটটি ম্যাচ খেলার পরে প্রথম জিতেছিলাম। বন্ধুরা শুনে বিশ্বাস করতে চায়নি।

এরপরে কত দুপুর, কত সন্ধে, কত রাত আমরা জগৎ ভুলে মহড়া নিয়েছি এক-অন্যের, ইয়ত্তা নেই। একটা করে গেম হারতাম, বুঁদ হয়ে ভাবতাম, কেন হারলাম। একটা করে জিততাম, আবেগে মুগ্ধ হতাম, কাঁধের পাশ থেকে যেন বেরিয়ে আসত ডানা। প্রথা মেনে দাবা শিখতে না-পারার দুঃখে অল্প অল্প করে প্রলেপ পড়তে শুরু করল। এরপর, সময়ের নিয়মে, দাবা আত্মার ভিতরে সেঁধিয়ে গেলাম অনেকখানি, এবং সময়ের নিয়মেই পাবলিকের সঙ্গে বন্ধুত্বে পলি পড়ল। পেশার চাপ, দায়দায়িত্ব, ঘর-সংসার দাবার মোহ থেকে আমাদের টেনে নিয়ে গেল দূরের মোহানায়। পাবলিকের সঙ্গে দেখা হয়। চা-সিগারেট খাই। ফোনে দাবার নতুন অ্যাপ ডাউনলোড করেছে— পাবলিক শোনায়। আমিও বলি, কাসপারভের সেই বিখ্যাত গেমটা সেদিন দেখলাম জানিস!

তা, এ-ই হল আমি ও আমার দাবার গল্প, সাদামাঠা। পানসে। অনুত্তেজক। তবে নেহাত আগ্রহ থাকলেই যে হয় না, ভাললাগা থাকলেই যে 'চ্যাম্পিয়ন' হওয়া যায় না, বাড়তি কিছু লাগে, তার রোমাঞ্চ-মাখা আখ্যান প্রত্যক্ষ করি নেটফ্লিক্সে "দ্য কুইন্'স গ্যাম্বিট" (২০২০) দেখে। দাবা তো ক্রিকেট বা ফুটবল বা বাস্কেটবলের মতো সুপার জনপ্রিয় খেলা নয়— এই খেলা প্রকাশহীন, উচ্ছ্বাসহীন, বুদ্ধিপ্রখর অথচ শীতলতায় আবৃত। তাই দাবা নিয়ে সাধারণ মানুষের আদিখ্যেতা স্তিমিত। প্রচণ্ড আগ্রাসনের খেলা দাবা, অথচ বাইরে টুঁ শব্দ নেই। হারের দুঃখ, জেতার উল্লাস এককভাবে দাবাড়ু বহন করে চলে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে একবার গ্যারি কাসপারভের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে ব্রিটিশ গ্র্যান্ডমাস্টার নাইজেল শর্টের ওজন কমে গিয়েছিল অনেকটা। চাপ সামলাতে না পারার ফল। কিন্তু এই খবর ক'জন জানে! তো, এই যেখানে মানুষের জানার বহর, সেখানে দাবাকে ঘিরে আদ্যন্ত টানটান চিত্রনাট্যে সমৃদ্ধ একটি সিরিজ বানানোর জন্য পরিচালক স্কট ফ্র্যাঙ্ক ও অ্যালান স্কটকে কুর্নিশ।

"দ্য কুইন্'স গ্যাম্বিট"— এই নামেই মার্কিন স্ক্রিনরাইটার ওয়াল্টার টেভিসের উপন্যাস রয়েছে। কিন্তু আমরা বলব, পিরিয়ড ড্রামাটির কথাই মুলত। এলিজাবেথ হারমন, অনাথ। বাবা সঙ্গে থেকেও নেই। মা দুর্ঘটনায় মৃত। অনাথাশ্রমে ঠাঁই হয় এলিজাবেথের। সেখানে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নানাবিধ ওষুধে। সে অন্তর্মুখী, বন্ধুবিচ্ছিন্ন, গম্ভীর। কিন্তু একদিন দূর থেকে দাবা খেলা দেখে, ও দাবার প্রেমে পড়ে যায়। শিখবে কী করে? কে শেখাবে?

একজন কাস্টডিয়ানের সঙ্গে দাবা খেলে সে। আর, রাতে যখন ঘুমতে যায়, তখন বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকানোর সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিক ঘটে যায়— প্রতিবার। সিলিং হয়ে ওঠে দাবার সাদা-কালো খোপ। ন'-বছরের এলিজাবেথ হারমন মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, কোন চাল কীভাবে হতে পারে। তার ঘোড়া লাফায় ছন্দে। নৌকা সরে দুরন্ত। পেয়াদারা এগিয়ে যায়। মন্ত্রী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বিপক্ষের শিবির তছনছ করতে থাকে। মনের চোখে দিয়ে দেখার প্রতিভা তার সহজাত। কিন্তু হারমন কঠোর অনুশীলনও করে যায়। দাবাকে জীবন সঁপে। দাবার প্রাণশক্তি গ্রহণ করে। তাকে যে হতে হবে প্রথম মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ভাঙতে হবে দাবা-বিশ্বের পুরুষাধিপত্য। হারমন চরিত্রটি ঐতিহাসিক, না কি কল্পনা-ছেঁচা সে-তর্ক বৃথা। সে চ্যাম্পিয়নের ডিএনএ ধারণ করেছে— এই তো যথেষ্ট!

প্রচণ্ড আগ্রাসনের খেলা দাবা, অথচ বাইরে টুঁ শব্দ নেই। হারের দুঃখ, জেতার উল্লাস এককভাবে দাবাড়ু বহন করে চলে। সেজন্যই হয়তো দাবা নিয়ে আমজনতার আদিখ্যেতা লিমিটেড।

এই শীতের হাওয়ায়
সবার চাই
Dr. Sarkar's AllenAyur HERBALS
OlivAllen
Ayurvedic
Body Oil
Pack
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
শীতে ত্বকের রুক্ষতা, শুষ্কতা, খড়ি ওঠা, র‍্যাশ ও ফুসকুড়ির মত সমস্যায় আপনার চাই মেক্সিকান জোজোবা, ইটালিয়ান অলিভ অয়েল ও ভারতীয় আয়ুর্বেদের অনন্য উপাদানে সমৃদ্ধ ডাঃ সরকার অ্যালেন আয়ুশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রাঃ লিঃ-এর গবেষণালব্ধ অলিভঅ্যালেন। যার নিয়মিত ম্যাসাজ রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, আপনাকে রাখে সুস্থ এবং সতেজ।
তাই আজ থেকেই শুরু করুন অলিভঅ্যালেন-এর ব্যবহার এবং পার্থক্যটা নিজেই অনুভব করুন।
SCAN TO SHOP
ত্বককে রাখে উজ্জ্বল, মসৃণ
আরো কোমল
Dr. Sarkar
Allen
GROUP
Allen HEALTHCARE
A quality product from the house of LIVOSIN
Help-line (Toll Free) 1800-345-2210
For Online Purchase
flipkart.com amazon meesho
Web : www.allenhealthcare.co.in

Since 1939
P. C. CHANDRA
JEWELLERS
A jewel of jewels
MARK OF QUALITY & TRUST
85 Years
₹250* OFF
প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার উপর
8%* DISCOUNT
হীরে ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর
20%* DISCOUNT
RIHI-র
(রুপোর গয়নার সম্ভার)
মজুরীর উপর
*শর্তাবলী প্রযোজ্য
CHRISTMAS OFFER
29TH DECEMBER, 2024
অবধি প্রযোজ্য
Wedding COLLECTION | MUGDHAA | DIAMONDS | ETERKNIGHT | GROHORATNA | GOLDLITES | amazea 14 Karat | Rihi | Little Jewels
Exchange-এর সুবিধা* | Certified হীরে* | 0% INTEREST EMI-এর সুবিধা* | বিনামূল্যে গয়নার বীমা পরিষেবা* | Golden Dreams-মাসিক স্বর্ণ সঞ্চয় প্রকল্প* | গিফট কার্ড*
আমাদের শোরুমগুলির লোকেশন বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই QR Code Scan করুন
pcchandraindia.com | amazon | Follow us on
Customer Care: 8010700400 (Except Sunday)
For Bulk Purchase Enquiry Mail at pccexports@pcchandraindia.com
R K SWAMY PCCJ 3012 24